# সমকালীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার আলোকে সামান্যতত্ত্বের পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে
পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির
আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
**অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল**

গবেষক
**ভবেশ গায়েন**

দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২
রেজি নং-AOOPH1200619 of 2019
মার্চ, ২০২৩

Certified that the Thesis entitled

"সমকালীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার আলোকে সামান্যতত্ত্বের পর্যালোচনা", submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Samar Kumar Mondal. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated : 13/03/23

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate : Bhabesh Goyen

Dated : 13.03.23

উৎসর্গ,

যাঁদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা

কার্যটি সম্পন্ন হত না, তাঁদের উদ্দেশ্যে

“শতবার আমি নিজেকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, আমার অর্ন্তলোক এবং বাহ্যজীবন জীবিত ও মৃত বহুব্যক্তির শ্রমের ফলে পরিপুষ্ট। তাঁদের কাছ থেকে আমি যেভাবে গ্রহণ করেছি ও করছি সেইভাবে নিজেকেও বিকীর্ণ করে দেওয়া উচিত।”

-আইনস্টাইন (বঙ্গানুবাদ)

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য এই গবেষণা নিবন্ধের উপস্থাপন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্যে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়ভাজনদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পেয়েছি, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এই অভিসন্দর্ভটির রচনা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠত না, তাদের প্রতি আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি।

প্রথমে আমি আমার পিতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গায়েন ও মাতা শ্রীমতী সুচিত্রা গায়েন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেননা, তাঁদের সমস্ত প্রকার ত্যাগ, উৎসাহ, অশীর্বাদ ছাড়া আমি এই অভিসন্দর্ভটিকে সম্পন্ন করতে পারতাম না। এছাড়াও আমার ভ্রাতৃদ্বয় শ্রী অরূপ গায়েন ও শ্রী তাপস গায়েনকে ধন্যবাদ জানাই, এবং ধন্যবাদ জানাই আমার সহধর্মিণী সুজাতা মণ্ডলকে সদা উৎসাহ প্রদানের জন্য ও অতিব্যস্ততার মধ্যেও অভিসন্দর্ভটির প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করার জন্য।

যারঁ সাহায্য ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটি কোনভাবেই পরিসমাপ্ত হত না তিনি হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সমর কুমার

মণ্ডল মহাশয়। তিনি নিজের অতিব্যস্ততার মধ্যেও উক্ত অভিসন্দর্ভটির প্রায় প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন, প্রতিটি মুহূর্তে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা প্রদান করেছেন এবং উপযুক্ত গ্রন্থাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়াও আন্তরিক সহযোগিতার ও সর্বদা উৎসাহ প্রদান করার জন্য দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী এবং বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য মহারাজদের প্রতি। কেননা, তাঁদের জন্যই হয়তো আজ উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছি। সেইসঙ্গে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক মাননীয় কৌশিক মজুমদার মহাশয়ের প্রতি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার শুভানুধ্যায়ী ও যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার এই অভিসন্দর্ভটিকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। তাঁরা হলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক, তাঁদের সকলের প্রতিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিয়ে আলোচনা করার সময় বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং সমবয়সী অনেক গবেষণাকারী ও সহপাঠকদের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি, তাই তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ করে, অধ্যাপক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবব্রত সাহা ও অধ্যাপক শেখ আব্দুল হালিম মহাশয়ের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে আমার অভিসন্দর্ভটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও নানা গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করার জন্য ভাতৃসম গবেষক বিকাশ মাখালের প্রতি রইল অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে যাদের নাম অনুল্লেখ থেকে গেল, তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

পরিশেষে, আমার স্বল্পজ্ঞানের পরিসর থেকে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার সময় আমি আমার সাধ্যমতো যত্ন ও সতর্কতা নিয়েছি, তবুও যদি কোনোরকম কোথাও ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার দায় নিতান্তই আমার এবং তার জন্য আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

২৮ শে ফাল্গুন, ১৪২৯ ভবেশ গায়েন

হরিনাভি, কলকাতা-৭০০১৪৮

# সূচীপত্র


**প্রাক্ কথন** i-xi

**ভূমিকা** ১-১৪

**প্রথম অধ্যায়: সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুবাদ** ১৫-৪৭

১.১ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে প্লেটোর মত ১৫-২৬

১.২ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের মত ২৭-৩৭

১.৩ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে রাসেলের মত ৩৭-৪৪

১.৪ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা ৪৪-৪৭

**দ্বিতীয় অধ্যায়: সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে নামবাদ** ৪৮-৭৬

২.১ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে পিটার অ্যাবেলার্ড-এর মত ৪৯-৫৩

২.২ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে জর্জ বার্কলের মত ৫৪-৫৮

২.৩ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে এইচ. এইচ. প্রাইস-এর মত ৫৯-৭০

২.৪ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে ডাব্লু. ভি. ও. কোয়াইন-এর মত ৭০-৭৫

২.৫ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা ৭৫-৭৬

**তৃতীয় অধ্যায়: সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে ট্রোপতত্ত্ব ৭৭-১১১**

৩.১ ট্রোপতত্ত্ব প্রসঙ্গে জি. এফ. স্টাউট-এর মত ৮০-৯৩

৩.২ ট্রোপতত্ত্ব প্রসঙ্গে ডি. সি. উইলিয়ামস্-এর মত ৯৩-৯৮

৩.৩ ট্রোপতত্ত্ব প্রসঙ্গে কেইথ্ ক্যাম্পবেল-এর মত ৯৯-১১০

৩.৪ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা ১১০-১১১

**চতুর্থ অধ্যায়: সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুস্থিতিতত্ত্ব ১১২-১৪২**

৪.১ কেবল সামান্যসত্তা (Mere Universals) খণ্ডন ১১৫-১২৯

৪.২ সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বস্তুস্থিতিতত্ত্ব ১২৯-১৩৭

৪.৩ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে প্রকৃতিতত্ত্ব (Naturalism) ১৩৮-১৪০

৪.৪ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা ১৪১-১৪২

**উপসংহার ১৪৩-১৬৫**

**গ্রন্থপঞ্জী ১৬৬-১৮০**

# প্রাক্ কথন

দার্শনিক আলোচনায় রাণীর স্থান-অধিকারী অধিবিদ্যা বরাবরই আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন শাখায় জগৎ, ভাষা ও জীবন নিয়ে আলোচনা মুখ্য-স্থান অধিকার করলেও সবকিছুর মূলসূত্র যেন অধিবিদ্যা। সেখানে জগৎ ও জীবনচর্চা ছাড়াও আলোচনায় স্থান পায় জগৎ-অতিবর্তী ঐশ্বরিকসত্তা, আত্মার অমরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়। 'মেটা-ফিজিক্স' (Metaphysics) এই ইংরেজি শব্দ দ্বারা অধিবিদ্যাকে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে 'মেটা' (Meta) অর্থে 'অধি' বা 'পূর্ববর্তী' এবং 'ফিজিক্স' (Physics) অর্থে সাধারণত জ্ঞানবিদ্যা বা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে বোঝানো হয়। সেহেতু আক্ষরিক অর্থে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো বস্তুজগৎ অতিবর্তী পরমসত্তা। প্রাচীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যায় এরূপ আলোচনাই যে মুখ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার আলোচনার ধরণ যেমন পরিবর্তীত হয়েছে, তেমনই আলোচনার বিষয়বস্তুও পরিবর্তীত হয়েছে। সেখানে আলোচনায় যেমন স্থান পেয়েছে জাগতিক সাধারণ আকার তেমনই বিশেষ বিশেষ বস্তুর সমধর্মীতা।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল অতিবর্তী অধিবিদ্যাকে (Transcendent Metaphysics) প্রথম পর্যায়ের দর্শন (First Philosophy) বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা হল অতিবর্তী অধিবিদ্যার আলোচনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা হল ভৌত জগৎ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। যদিও পরবর্তীকালে দার্শনিক অ্যান্ড্রোনিকাস্ (Andronicus of Rhodes) উক্ত অ্যারিস্টটল-এর বিভিন্ন লেখা সংকলন করার সময় ভৌত-বিজ্ঞানের (Physics) আলোচনার পর কাকতালীয়ভাবে প্রথম পর্যায়ের দর্শনের (First Philosophy) বিষয় সংকলন করেন এবং তা ঘটনাক্রমে অধিবিদ্যা (Metaphysics) নামে পরিচিত হয়।[1] উক্ত অধিবিদ্যা দর্শনের এক অন্যতম বিমূর্তসত্তা বিষয়ক আলোচনা। যদিও তাকে ভিত্তিহীন বলা যায় না। দৃশ্যমান জগতে তার নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) না পাওয়া গেলেও, তা বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা গ্রাহ্য, এবং উপলব্ধিগত অর্থই মুখ্য। এপ্রসঙ্গে স্টিফেন মামফোর্ড (Stephen Mumford) তাঁর 'রাসেল অন মেটাফিজিক্স (Russell on Metaphysics)' গ্রন্থে বলেন,

> "By Metaphysical entities I mean those things which are supposed to be part of the ultimate

[1]Peter van Inwagen, Meghan Sullivan, "Metaphysics", Stanford Encyclopedia of Philosophy, October 31, 2014, https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/#WorMetConMet (accessed December 28, 2022).

constituents of the world, but not to be the kind of thing that is ever empirically given."[2]

উক্ত অধিবিদ্যার প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য আছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বা মধ্যযুগীয় দার্শনিক আলোচনায় অধিবিদ্যা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেখানে সকল কার্যের কারণ যা নিজে অ-কারণ, সকল চালিকা শক্তির কারণ কিন্তু নিজে স্থির (Unmoved Mover or First Cause) সত্তাই মূলত আধিবিদ্যক আলোচনায় আলোচিত হতে দেখা গেছে। আবার কখনো কখনো তা সর্বসাধারণ সত্তার (Being qua being) রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেখানে জাগতিক নানা পরিবর্তনের মধ্যে এমন সত্তার কথা বলা হয় যার কেবল আকার আছে, যা উপাদান থেকে স্বতন্ত্র, অপরিবর্তনীয়, এবং শ্বাশত। অর্থাৎ জাগতিক বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে আমরা এমন সর্বময় সত্তার অনুসন্ধান করি যা সবকিছুর মূল সত্তা এবং যা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, একই তত্ত্ব কীভাবে ঐশ্বরিকসত্ত্বা এবং একই সঙ্গে জাগতিক সাধারণ আকার নিয়ে আলোচনা করতে পারে? কেননা দুটির প্রকৃতি ভিন্ন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলা যায় যে,

[2]Stephen Mumford, eds., *Russell on Metaphysics: Selections from the Writings of Bertrand Russell,* (London, Routledge, 2003), 3.

> "Aristotle is himself aware of the appearance of tension here, and takes pains to show that the tension is only apparent. On the one hand, he suggests that a science of first causes will identify the cause underlying the primary features of things, those features that are presupposed by any other features they may exhibit; and he seems prepared to say that since the being or existence of a thing is primary in this way, the science that studies first causes will just be the science that investigates being qua being. On the other, he seems to hold that any discipline that examines everything insofar as it is a being will number God among the items it seeks to characterize."[3]

[3]M. J. Loux, *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* (London: Routledge, 2006), 3.

একই রকমভাবে মধ্যযুগীয় দর্শনেও অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেখানে আধিবিদ্যক আলোচনায় একই সঙ্গে দুটি সত্তার মেলবন্ধনের কথা তুলে ধরা হয়। একটি হলো জাগতিক সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর মূলসত্তা হিসেবে গুণ ও সম্বন্ধ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা।

কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক আলোচনায় উক্ত বিষয়ের পরিধী যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনই অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার সঙ্গে সর্বাংশে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁরা এটি স্বীকার করেন যে, বস্তুর সাধারণ আকার বা প্রকার যেমন আধিবিদ্যক আলোচ্য বিষয়, তেমনই ঐশ্বরিকসত্তা (যেটি হলো সবকিছুর মূল কারণ) স্বীকৃতও আধিবিদ্যক আলোচনার অন্তর্গত। কিন্তু বৈসাদৃশ্য হলো, অ্যারিস্টটলের আলোচনায় বস্তুর জাগতিক পরিবর্তন, জীবিত ও অজীবিত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য, মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য (Unique Characteristics) প্রভৃতি আধিবিদ্যক আলোচনার বিষয় না হয়ে বরং ভৌত বিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা অ্যারিস্টটলের ভৌত-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে আরও গাণিতিক ও প্রায়োগিক রূপ প্রদান করে আধিবিদ্যক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন। সেহেতু তাঁরা মনে করেন যে, আধিবিদ্যক আলোচনা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর প্রকৃতি নিয়ে অগ্রসর হয়না, সেই সঙ্গে দেহ-মনের প্রভেদ, মনুষ্য জাতির সঙ্গে দেহ মনের সম্বন্ধ এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি প্রভৃতিও আধিবিদ্যক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

> "They took it to be concerned not merely with the existence and nature of God, but also with the distinction between mind and body, the immorality of the soul, and freedom of the will."[4]

কিন্তু প্রশ্ন হলো এমন প্রভেদযুক্ত নানা বিষয় কীভাবে আধিবিদ্যক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? কেননা, আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এসকল বিষয় আধিবিদ্যক ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

সেক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদীরা বলবেন যে, অধিবিদ্যার একটিই আলোচ্য বিষয় থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সেটি হলো সত্তার প্রকৃতি (Nature of Being) সংক্রান্ত আলোচনা।[5] সেক্ষেত্রে সত্তা সংক্রান্ত আলোচনা নানা উপ-বিভাগে অগ্রসর হলেও প্রত্যেকের প্রধান উপপাদ্য বিষয় হল সত্তার প্রকৃতি। যেমন- কখনো কখনো কেবলমাত্র সত্তার প্রকৃতিই হলো তার আলোচ্য বিষয়, তখন সেটি হবে সত্তা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা (Discussion about General Metaphysics)। আবার আধিবিদ্যক আলোচনার বিষয় যখন কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে অগ্রসর হবে তখন সেটি হবে বিশেষ অধিবিদ্যা (Special Metaphysics)। যেমন- আমরা যখন বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনশীল ভৌতবস্তুর মধ্যে অভিন্ন সত্তার

---

[4]Loux, *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* 1.

[5]Loux, *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* 4.

লক্ষণ খুঁজে পাই, তখন সেটি হবে জগৎতাত্ত্বিক অধিবিদ্যা (Cosmological Metaphysics)। আবার যখন বৌদ্ধিক সত্তারূপে মানব সত্তার সন্ধান করা হয় তখন সেটি হলো বৌদ্ধিক মনোবিদ্যা (Rational Psychology)। আবার যখন ঐশ্বরিক সত্তা (Divine Being) নিয়ে আধিবিদ্যক আলোচনা অগ্রসর হয় তখন সেটি হলো প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব (Natural Theology)। অর্থাৎ একথা পরিষ্কার যে, বুদ্ধিবাদীদের সাধারণ অধিবিদ্যা (General Metaphysics) এবং প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বের (Natural Theology) আলোচ্য বিষয় এবং অ্যারিস্টটলের সর্বসাধারণ সত্তার (Being qua being) আলোচ্য বিষয় অভিন্ন এবং পদ্ধতিগতভাবে সেটি প্রাথমিক কারণ (First Cause) অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু অন্যদিকে অধিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র যখন জগৎতাত্ত্বিক অধিবিদ্যা (Cosmological Metaphysics) এবং বৌদ্ধিক মনোবিদ্যা (Rational Psychology) নিয়ে অগ্রসর হয় তখন সেটি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের সংযোজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অ্যারিস্টটলের আধিবিদ্যক চিন্তাধারা বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের থেকে অনেকাংশে ভিন্ন হলেও দর্শনের সাধারণ চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি তাঁর ঈশ্বর সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা বা 'Unmoved Mover'-এর চিন্তাভাবনা জাগতিক কার্য-কারণরূপ সাধারণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের আধিবিদ্যক মত যেমন বিমূর্ত তেমনই জগৎ সম্পর্কে সাধারণ ধারণার পরিপন্থি। যেমন- লাইবনিজ, দেকার্ত প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের আধিবিদ্যক চিন্তাধারা

যেমন বিমূর্ত তেমনই তা জগৎ সম্পর্কে সাধারণ ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন- আমরা লাইবনিজের মনাদতত্ত্বে এমন আধিবিদ্যক ধারণা পাই যেটি জাগতিক সাধারণ ধারণার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। সেখানে বলা হয় যে, জগৎ অসংখ্য গবাক্ষহীন স্বনির্ভর মনাদ দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ প্রতিটি যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করে যে অসংখ্য, অবিভাজ্য, অবিস্তৃত সরল পদার্থ পাওয়া যাবে সেগুলিই হল মনাদ (Monad)।[6] যদিও উক্ত আধিবিদ্যক ধারণাকে পি. এফ. স্ট্রসন (P. F. Strawson) রেভিসানারী আধিবিদ্যক (Revisionary Metaphysics) ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং পূর্বোক্ত অ্যারিস্টটলের আধিবিদ্যক ধারণাকে ডেসক্রিপটিভ আধিবিদ্যক (Descriptive Metaphysics) ধারণা বলেন। অর্থাৎ ডেসক্রিপটিভ আধিবিদ্যক (Descriptive Metaphysics) ধারণায় জগৎ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ চিন্তাগত আকারকে ব্যাখ্যা করা হয়, বা বলা যেতে পারে জাগতিক সাধারণ আকারকে (যেটি আমরা চিন্তার মাধ্যমে পাই) কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই বর্ণনা করা হয়। যেমন- অ্যারিস্টটল, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকের আধিবিদ্যক মতকে তিনি ডেসক্রিপটিভ আধিবিদ্যক (Descriptive Metaphysics) ধারণা বলেছেন। অন্যদিকে রেভিসানারী আধিবিদ্যক (Revisionary Metaphysics) ধারণায়

[6]Brandon C. Look, "Gottfried Wilhelm Leibniz," Stanford Encyclopedia of Philosophy, July 24, 2013, https://plato.stanford.edu/entries/leibniz/#MetLeiIde, (accessed December 28, 2022)

জাগতিক সাধারণ আকারকে সরাসরি ব্যাখ্যা না করে সংশোধিত আকারে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- দেকার্ত, লাইবনিজ, বার্কলে প্রমুখ দার্শনিকের মতকে তিনি রেভিসানারী আধিবিদ্যক (Revisionary Metaphysics) ধারণা বলেছেন।[7]

যদিও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের উক্ত আধিবিদ্যক চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের আধিবিদ্যক চিন্তাধারার বিপরীত প্রকৃতির। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে কোনকিছু জ্ঞানগতভাবে গ্রহণযোগ্য হতে গেলে তা অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য হতে হবে। এপ্রসঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদী ও বিচারবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান হতে গেলে সংবেদন (Sensibility) ও বোধ (Understanding) উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু অতিবর্তী অধিবিদ্যা সংবেদনের বিষয় হতে পারে না। আর যা সংবেদনের বিষয় নয়, তাতে বোধ (Understanding) প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা, কান্টের মতে, যদিও আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস অভিজ্ঞতা, কিন্তু জ্ঞান হতে গেলে শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তাতে বুদ্ধিরও ভূমিকা আছে।

> "There can be no doubt that all our knowledge begins with experience. But though all our

[7]P. F. Strawson, *Individuals*, (London Methuen & CO. LTD, 1959), 9.

knowledge begins with experience, it does not follow that it all arises out of experience."[8]

ফলত অতিবর্তী অধিবিদ্যা বিষয়ে যেহেতু আমাদের কোন সংবেদন গড়ে ওঠে না, সেহেতু সেই সকল বিষয়ে আমাদের কোন বোধ গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই কান্টের মতে, অতিবর্তী অধিবিদ্যা জ্ঞানগতভাবে সম্ভব নয়, তা বিশ্বাসের বিষয়। তবে তিনি অপর এক অধিবিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি হল প্রকৃতিগত অধিবিদ্যা। উক্ত অধিবিদ্যা জ্ঞানগতভাবে সম্ভব এবং উক্ত অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল

"...the most genetal structures at work in our thought about the world"[9]

সামান্যের সমস্যা বিশ্লেষণ করলে দেখবো যে, সেখানে জাগতিক সাধারণ আকারকে বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুবাদ (Realism), নামবাদ (Nominalism), ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory), বস্তুস্থিতিতত্ত্ব (Theory of States of Affairs) প্রভৃতি মতবাদে উক্ত সমস্যার নানা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুবাদে সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ সত্তার বিশেষ

[8]Norman Kemp Smith, *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*, (London: Macmillan and Co., 1929), 41.

[9]M. J. Loux, *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* (London: Routledge, 2006), 1.

অতিরিক্ত বস্তুগতসত্তা স্বীকার করা হয়। সেই কারণে উক্ত মতবাদকে বস্তুবাদ বলা হয়। যেমন- সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ লাল ফুলের লালত্ব-রূপ সাধারণ ধর্ম বিশেষ বিশেষ লাল ফুল অতিরিক্ত বস্তুগতভাবে বিদ্যমান। আবার নামবাদে বলা হয় যে, লালত্ব-রূপ ধর্মের বিশেষ বিশেষ লাল ফুল ব্যতিরেকে কোন বস্তুগতমূল্য নেই, তা শ্রেণীবাচক নামমাত্র। আবার ট্রোপতত্ত্বে দেখানো হয় যে, লালত্ব-রূপ ধর্মের বিশেষ বিশেষ লাল ফুল অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য নেই, কিন্তু তা কেবল শ্রেণীবাচক নামমাত্র নয়। তাঁরা বিশেষ বিশেষ লাল ফুলের প্রেক্ষিতে অভিন্ন লাল ধর্ম স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে লালত্ব-রূপ ধর্ম বিশেষ বিশেষ লাল বস্তুর ন্যায় বিশেষ লাল ধর্ম। আবার বস্তুস্থিতিতত্ত্বে উক্ত সমস্যা ব্যাখ্যার ধরণ ভিন্ন। সেখানে এক একটি লাল ফুলের লাল ধর্ম মিলে হয় লাল গুণযুক্ত ফুলের বস্তুস্থিতি। অর্থাৎ লালত্ব ধর্ম লাল ফুল স্বতন্ত্র নয়, লাল গুণযুক্ত ফুলের বস্তুস্থিতি দ্বারা উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ট্রোপতত্ত্ব এবং বস্তুস্থিতিতত্ত্ব অভিন্ন মনে হতে পারে, কিন্তু দুটি মতবাদ অভিন্ন নয়, তা আমি দেখাবো।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত মতবাদগুলি পর্যালোচনা করলে দেখবো যে, ক্রমানুসারে সামান্যের অতিবর্তী আধিবিদ্যক ধারণা খণ্ডিত হয়েছে এবং জাগতিক সাধারণ আকারের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

# ভূমিকা

সুপ্রাচীনকাল থেকে চর্চিত এক অতি বিবাদমান আধিবিদ্যক আলোচ্য বিষয় হলো সামান্যের সমস্যা (The Problem of Universals)। সেখানে মূল প্রশ্ন হলো জাগতিক সাধারণ আকার কী বা কেমন? সর্বপ্রথম উক্ত সমস্যা প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর নানা গ্রন্থাদিতে বলেন যে, সামান্যসত্তা হলো শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল সত্তা। তাকে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর মাধ্যমে জানতে পারি। ধীরে ধীরে মানুষ যখন যথার্থ প্রজ্ঞাবান হন তখন বুঝতে পারেন যে, সামান্যের জ্ঞানই হলো যথার্থ জ্ঞান এবং পরিবর্তনশীল বিশেষ (Particulars) উক্ত সামান্যসত্তার অনুলিপি বা প্রতিচ্ছবিমাত্র। তাঁর মতে,

> "The Forms, however, are not laws of the sequence or coexistence of phenomena, but ideas or patterns, which have a real existence independent of our minds."[1]

[1]MacDonald Cornford, *The Republic of Plato*, (Oxford: Clarendon Press, 1966), 176.

অর্থাৎ, সামান্যসত্তা ব্যক্তিমন নিরপেক্ষভাবে ধারণার জগতে অবস্থান করে, যার প্রতিফলন স্বরূপ বিশেষ বিশেষ বস্তু আমরা বস্তুজগতে লক্ষ্য করি। যেমন- জাগতিক সুন্দর সুন্দর বস্তু হলো আদি সৌন্দর্যের প্রতিফলন। আদি সৌন্দর্য, প্রকৃত ন্যায় প্রভৃতির অবস্থান ধারণার জগতে।[2] জাগতিক এই সকল সুন্দর বস্তু, ন্যায়-এর ধারণা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এবং সে সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন মতামত প্রদান করি। কেউ হয়তো মত প্রদান করে বলতে পারে বস্তুটি বেশি সুন্দর, কেউ মত প্রদান করে হয়তো বলতে পারে তুলনামূলক কম সুন্দর প্রভৃতি।

যদিও আমাদের মানতে হবে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত পরিবর্তনশীল বিশেষ সত্তাই হলো সামান্যসত্তা সম্পর্কে ধারণা লাভের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু সেই সমজাতীয় বিশেষ যদি সামান্যের আলোচনার মুখ্য বিষয় না হয় তাহলে কী কী সমস্যা হতে পারে, তার আলোচনা যেমন এই গবেষণায় স্থান পাবে তেমনই প্লেটোর সুযোগ্য শিষ্য অ্যারিস্টটল নিজ গুরুর মতের কী কী সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন সেটিও আলোচিত হবে। আবার গুরুর মতের সীমাবদ্ধতা দেখালেও তাঁর (অ্যারিস্টটলের) মতের কোন সীমাবদ্ধতা আছে কী না সেটিও এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হবে। অন্যদিকে সমকালীন বস্তুবাদী

[2]Cornford, *The Republic of Plato*, 179.

বার্টেন্ড রাসেল প্লেটোর সামান্য সম্পর্কিত ধারণাকে দুটি ভাগে ব্যাখ্যা করেন। যথা- আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা। আধিবিদ্যক দিক অর্থাৎ বস্তুজগৎ অতিরিক্ত ধারণার জগৎ স্বীকার এবং ধারণার জগতে সামান্যসত্তার অবস্থানকে তিনি অস্বীকার করলেও সামান্যসত্তার বিশেষ নিরপেক্ষ বিদ্যমানতা (Subsistence) স্বীকার করেন। অর্থাৎ বিশেষ অস্তিত্বশীল (Existence) হলেও সামান্যসত্তা বিদ্যমান (Subsistence) হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

> "We shall find it convenient only to speak of things existing when they are in time, that is to say, when we can point to some time at which they exist ( not excluding the possibility of their existing at all times). Thus thoughts and feelings, minds and physical objects exist. But Universals do not exist in this sense; we shall say that they subsist or have being, where "being" is opposed to "existence" as being timeless. The world of Universals, therefore, may also be described as the world of being."[3]

[3]B. Russell, *The Problems of Philosophy*, (London: Williams & Norgate, 1912), 155-156.

আর সেটি না মানলে অনেক ধারণার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হবে না। যেমন- সবুজত্ব-এর ধারণা দিয়ে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখবো যে, উক্ত ধারণা কেবলমাত্র একটি বিশেষ বস্তুর (দেয়ালটি) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা যাবৎ সবুজ বস্তুকে বোঝাতে সক্ষম (আম, বাড়ী, জামা প্রভৃতি)। আবার উক্ত ধারণা মানসিকও বলা যায় না, যদিও আমরা তা জানি চিন্তার মধ্য দিয়ে। কেননা, একজনের মানসিক ক্রিয়া অন্য জনের থেকে ভিন্ন হবেই। কিন্তু সবুজত্ব ধারণা অপরিবর্তনীয়।

> “One man's act of thought is necessarily a different thing from another man's; one man's act of thought at one time is necessarily a different thing from the same man's act of thought at another time. Hence, if whiteness were the thought as opposed to its object, no two different men could think of it, and no one man could think of it twice. That which many different thoughts of whiteness have in common is their object, and this object is different from all of them. Thus Universals are not thoughts,

> though when known they are the objects of thoughts."[4]

এছাড়াও তিনি সম্বন্ধকে সামান্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করেন। যেমন- 'এডিনবার্গ লন্ডনের উত্তরদিকে অবস্থিত'। এক্ষেত্রে লন্ডন ও এডিনবার্গ যেভাবে অস্তিত্বশীল সেই অর্থে 'উত্তরদিকের ধারণা' অস্তিত্বশীল নয়, তা স্থান-কালের অতিবর্তী এবং ব্যক্তির মানসিক ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়।

> "We may therefore now assume it to be true that nothing mental is presupposed in the fact that Edinburgh is north of London. But this fact involves the relation "north of," which is a universal; and it would be impossible for the whole fact to involve nothing mental if the relation "north of," which is a constituent part of the fact, did involve anything mental."[5]

---

[4]Russell, *The Problems of Philosophy*, 155.

[5]Russell, *The Problems of Philosophy*, 153.

কিন্তু উক্ত দুটি সত্তার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে তারা কি পরস্পর স্বতন্ত্র নাকি, একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত? স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয় এই কারণে যে, সামান্য হলো সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ ধর্ম। সুতরাং জ্ঞানগতভাবে অন্তত সামান্য বিশেষ থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। আবার অন্যদিকে পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত দুটি সত্তার মধ্যে কীভাবে সম্বন্ধ দেখানো সম্ভব? এসকল সমস্যাও এখানে আলোচিত হবে।

আবার অন্যদিকে বস্তুবাদের প্রতিপক্ষ নামবাদে আমরা লক্ষ্য করি যে, কেবল বিশেষের সত্তা স্বীকার করা হলেও সামান্যের মন-নিরপেক্ষ সত্তার মর্যাদা দেওয়া হয় না। কেননা সমজাতীয় পরিবর্তনশীল বিশেষের প্রেক্ষিতে কোনো অভিন্ন সামান্যসত্তা থাকা সম্ভব নয়, বা তার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা বিভ্রান্তিকর। কেননা, অভিজ্ঞতায় কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু পাওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও অভিন্ন সামান্যসত্তা কোনোভাবেই পরিলক্ষিত হয় না, যাকে বস্তুগতভাবে বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক এম. যে. লুক্স-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে,

> “This philosophers (traditionally called nominalists) have wanted to reject the realist’s multiply exemplifiable entities and have argued for a metaphysical framework including only

> particulars. They have insisted that this more austere framework is sufficiently powerful to accommodate the original facts of attribute agreement. In this connection, some nominalists have proposed alternative accounts of attribute agreement, accounts that make no reference to multiply exemplified or shared entities; whereas, others have simply denied the need for any account here, insisting that we take attribute agreement to be an irreducibly basic phenomenon, the sort of phenomenon that is not susceptible of further ontological analysis."[6]

সেক্ষেত্রে নামবাদের জনক মধ্যযুগীয় দার্শনিক পিটার অ্যাবেলার্ড (Peter Abelard) দেখান যে, সামান্যের ধারণা মনুষ্যসৃষ্ট সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর এক একটি বিশেষ শ্রেণীবাচক নাম, তদ্ভিন্ন কোনো মন-নিরপেক্ষ সত্তা থাকা সম্ভব নয়। মানুষ তাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশের জন্য এরূপ

[6]M. J. Loux, ed., *Metaphysics Contemporary Readings* (London: Routledge, 2008), 4.

শ্রেণীবাচক নামের উদ্ভাবন করেছেন। আবার আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বিসপ বার্কলের (Berkeley) দর্শনেও প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। যদিও তিনি কখনো কখনো সাধারণ ধারণা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তার স্বরূপ যেমন বিমূর্ত নয় তেমনই তার বস্তুগতমূল্যও নেই। যেমন- সকল মানুষকে একত্রে বোঝানোর জন্য মানুষ হলো একটি শ্রেণীবাচক সাধারণ নাম। তদ্ভিন্ন মনুষ্যত্ব-রূপ কোনো বিমূর্ত বস্তুগত অভিন্ন সামান্যসত্তা স্বীকৃত নয়, যা সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান। আবার অন্যদিকে সমকালীন নামবাদী ডব্লিউ. ভি. ও. কোয়াইন (W. V. O. Quine)-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তার বিশেষ ধর্ম স্বীকার করা হলেও কোনোরূপ সামান্যসত্তা স্বীকৃতিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এছাড়াও সমকালীন নামবাদী এইচ. এইচ. প্রাইস (H. H. Price)- এর মতে জাগতিক প্রতিটি বস্তু একে অপরের সঙ্গে কোন না কোন গুণগত ও সম্বন্ধগতভাবে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু সেখানে বলা হয় যে, জাগতিক বিশেষ বিশেষ বস্তু যেমন একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন নয়, তেমনই তাদের মধ্যে কোনোরূপ অভিন্ন সামান্যসত্তা থাকতে পারে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হলো আমরা যদি কেবল অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু আছে যারা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ; তাহলে সত্তাগত ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে সরল ও সহজবোধ্য হলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর সেখান থেকে পাওয়া যায় না। যেমন- কিসের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, সমজাতীয় বস্তু বা একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সঙ্গে

সাদৃশ্যপূর্ণ? আসলে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উৎস হলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে অর্জন করা সম্ভব নয়, সেখানে বুদ্ধিরও ভূমিকা যে আছে তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। এই গবেষণায় সেবিষয়েও স্ববিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অন্যদিকে সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে সমকালীন তত্ত্ব হলো ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory)। একদিকে বস্তুবাদে আমরা যখন লক্ষ্য করি যে, সমজাতীয় বিশেষের প্রেক্ষিতে সামান্যসত্তার মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে; আবার নামবাদে যখন কোনোরূপ বিমূর্ত বস্তুগত সামান্যসত্তা স্বীকৃতিকে অস্বীকার করা হয়েছে, তখন ট্রোপতত্ত্বে উক্ত পরস্পর বিপরীত মেরুর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে দেখানো হয়েছে যে, পরস্পর স্বতন্ত্র সমজাতীয় বিশেষের কোন অভিন্ন সামান্যসত্তা না থাকলেও, বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ আছে। আর সেই বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা গুণযুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্তু হলো এক একটি ট্রোপ (Trope)। যেমন- ট্রোপতত্ত্বের প্রণেতা জি. এফ. স্টাউটের মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কেবল সামান্যসত্তা (Mere Universals) অস্বীকার করলেও বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তবে তার স্বরূপ যেমন বস্তুবাদের মতো নয়, তেমনই নামবাদের মতোও নয়। বস্তুবাদীরা যেখানে সমজাতীয় বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন সামান্যসত্তা স্বীকার করেন, আবার অন্যদিকে নামবাদীরা যেখানে সামান্যের বস্তুগতমূল্য অস্বীকার করে কেবল সাদৃশ্যযুক্ত বিশেষ বিশেষ

বস্তু স্বীকার করেন, সেখানে ট্রোপতাত্ত্বিক জি. এফ. স্টাউট (G. F. Stout) বিশেষ সামান্য (Particular Universals) স্বীকার করে দেখান যে, বস্তুবাদ স্বীকৃত কেবল সামান্যসত্তা যেমন গ্রহণীয় নয়, তেমনই নামবাদ বর্ণিত কেবল বিশেষ সত্তাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, সামান্য মানেই বিশেষিত সামান্য বা বিশেষ সামান্য। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'এক নম্বর বিলিয়াড বল গোলাকার ও মসৃণ' এবং 'দুই নম্বর বিলিয়াড বল গোলাকার ও মসৃণ' তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বল গোলাকার ও মসৃণ। অর্থাৎ তারা স্বভাবতই যে, গুণবিশিষ্ট তা বলার অবকাশ না রাখলেও সেই গুণ যে প্রতিটি বিশেষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তা বলাই বাহুল্য। কেননা, প্রথম ক্ষেত্রের গোলাকার ও মসৃণ ধর্ম স্থান-কাল ও সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট দ্বিতীয় বলের গোলাকার ও মসৃণ ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু তারা যে গুণবিশিষ্ট সেটিও অস্বীকার করা যায় না। কেননা, তারা বিশেষের বৈশিষ্ট্যের থেকে আলাদা, বিশেষ মূর্ত কিন্তু গুণ বা সম্বন্ধরূপ সামান্যসত্তা বিমূর্ত। সেই কারণে তিনি বিশেষকে মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars) এবং সামান্যসত্তাকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বলেন। কিন্তু আমরা দেখবো যে, তিনি কোন শ্রেণীর বিভাজ্য একক-কে (Distributive Unity of a Class) অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত সত্তা বলেছেন। যেমন- যেকোনো (Any), সকল (All), কোন কোন (Some) প্রভৃতি। তিনি মনে করেন যে, এই সকল বিভাজ্য একক-কে কোন একটি ক্ষেত্রের বিশেষের (Particular) সঙ্গে একান্ত বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ এমনটি বলা যায় না। এগুলি

স্থান-কাল ভেদে সকল বিশেষকে বোঝায়। কিন্তু এরূপ সত্তাকে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ বিশেষ অতিবর্তী সত্তা বললে তাদের সম্বন্ধ প্রকাশ যে বিভ্রান্তিকর হয় তা বলাই বাহুল্য। সেটি আমরা পূর্বে বস্তুবাদের বস্তুগত মূল্যযুক্ত সামান্যসত্তার সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রকাশ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি। উক্ত গবেষণায় এরূপ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

আবার অন্য ট্রোপতাত্ত্বিক ডি. সি. উইলিয়ামস্ (D. C. Williams)-এর মত পর্যালোচনা করলে দেখবো যে, তিনি বিমূর্ত বিশেষ এবং মূর্ত বিশেষের বিস্তর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আসলে কোন বিশেষকে আমরা মূর্ত বলতে পারি এই কারণে যে, সেখানে অনেক গুণ একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। যেমন- কেবল আকার যতটা মূর্ত তার থেকে অনেক বেশি মূর্ত হলো আকার ও রঙের একত্রিত রূপ। আবার আকার ও রঙের একত্রিত বস্তু যতটা মূর্ত তার থেকে অনেক বেশি মূর্ত রূপ হলো আকার, রঙ ও কাঠিন্যযুক্ত বস্তু। এভাবে বিশেষ বিশেষ বস্তুর গঠনগত ব্যাখ্যা প্রদান করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি বিশেষ বস্তুর নানা গুণের সমাহারে বস্তুজগৎ গঠিত এবং উক্ত বস্তু জগতকে বর্ণনা করার জন্য নানা ভাষা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো উক্ত গুণ কি বিশেষ ভেদে অভিন্ন না ভিন্ন ভিন্ন? যেমন- লাল গুণ কি সকল লাল বিশেষের ক্ষেত্রে অভিন্ন নাকি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা? কেননা, আমরা কোন একটি বস্তুর প্রেক্ষিতে যে লাল-আভা লক্ষ্য করি, অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে হয়তো তার তুলনায় হালকা অথবা গাড়ো লাল-আভা লক্ষ্য করি। তাছাড়া প্রতিক্ষেত্রে গুণ যদি অভিন্ন

হয় তাহলে তা দিয়ে গঠিত বস্তুও অভিন্ন হবে। কিন্তু বস্তুজগতে পরস্পর অভিন্ন বস্তু স্থান-কাল ও সংখ্যাগত ভেদের কারণে পরিলক্ষিত হয় না। আর আমরা যেহেতু প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বস্তু অমুক ধর্মবিশিষ্ট ফলে বলতেই হয় যে, প্রতিটি গুণ পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু সব গুণ যদি পরস্পর ভিন্ন হয় তাহলে তা দিয়ে গঠিত জগৎ পরস্পর সম্বন্ধহীন বলতে হয়। কিন্তু এরূপ আকস্মিক তত্ত্বদ্বারা নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহমান জগতের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে কি? এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

আবার অন্য এক ট্রোপতাত্ত্বিক কেইথ ক্যাম্পবেল (Keith Campbell)-এর মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কোনো সম্ভাব্য ট্রোপ স্বীকার করেন না। কেননা ডি. সি. উইলিয়ামস্-এর মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে কোন কোন ট্রোপকে সম্ভাব্যধর্মীও বলা হয়। যেমন- আকাশ হলো সম্ভাব্য ট্রোপ। যার বস্তুগতমূল্য না থাকলেও বিমূর্ত সম্ভাবনা আকারে অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আবার আকাশে অবস্থিত বে-নি-আ-স-হ-ক-লা হলো বিমূর্ত বিশেষ। কিন্তু ক্যাম্পবেল-এর মতে ট্রোপ সম্ভাব্য নয় বরং বাস্তব। কেননা, সম্ভাব্য ট্রোপ স্বীকার করলে এমন অর্থপূর্ণ সত্তা স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না যা অলীক, যেমন- পক্ষীরাজ ঘোড়া, সোনার পাথরবাটি প্রভৃতি। এখানে ট্রোপ হলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ। যেমন- কোন একটি আমকে যখন আমরা সবুজ বলি, তখন উক্ত আম হলো মূর্ত বিশেষ এবং সবুজ হলো উক্ত বিশেষ আমের বিমূর্ত ধর্ম। আর সমগ্রটা  হলো সবুজ রঙের আম বা একটি

বিশেষ ট্রোপ। কিন্তু এক্ষেত্রেও আপত্তি ওঠে যে, যদি প্রতিটি ট্রোপ বাস্তব ও পরস্পর স্বতন্ত্র হয় তাহলে তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক লুক্স-এর আপত্তিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ,

> "...while trope theorists want to explain similarity or attribute agreement among concrete particulars by reference to resembling tropes, they deny that it is possible to provide any information account of trope similarity. That one trope resembles is just a brute metaphysical fact, again, the sort of fundamental, bedrock fact that is not susceptible of further ontological analysis."[7]

এরূপ সমস্যারও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভে আলোচিত হবে।

অন্যদিকে ডি. এম. আর্মস্ট্রং (D. M. Armstrong) সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে যে তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন সেটি হলো বস্তুস্থিতিতত্ত্ব (Theory of States of Affairs)। যেটির সঙ্গে বস্তুবাদের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

---

[7]Loux, ed., *Metaphysics Contemporary Readings*, 11.

যদিও বস্তুবাদীদের মতো তিনি সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর এক অভিন্ন সামান্যসত্তা স্বীকার না করে, প্রতিটি বিশেষের প্রেক্ষিতে এক-একটি বস্তুস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। যেমন- আমরা যখন বলি যে, আপেল টেবিলের উপরে অবস্থিত, বা অন্য একটি ক্ষেত্র ধরা যাক টেবিলটি মেঝের উপরে অবস্থিত। তখন বস্তুবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'উপরে' এরূপ ধারণা উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন, যদিও সামগ্রিক ক্ষেত্র এক নয়। কিন্তু সেখানে বস্তুস্থিতিতত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, প্রথম ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতি যা সেটি একান্ত প্রথম ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতি, ঠিক তেমনই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতিও প্রথম ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতির থেকে ভিন্ন, দুটি কখনোই অভিন্ন বস্তুস্থিতি হতে পারে না। এভাবে বস্তুবাদ স্বীকৃত বিশেষ নিরপেক্ষ কেবল সামান্যসত্তার ধারণাকে উক্ত বস্তুস্থিতিতত্ত্বের দ্বারা যেমন খণ্ডিত হয়েছে, তেমনই নামবাদ স্বীকৃত কেবল বিশেষ তত্ত্বও যে স্বীকৃত নয় সেটি দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ট্রোপতত্ত্বে যদিও বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু একটি ট্রোপের সঙ্গে অন্য ট্রোপ কীভাবে সম্বন্ধিত হবে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা সেখানে উল্লেখ নেই। এরূপ নানা সমস্যার সমাধান এখানে আলোচিত হয়েছে। আবার বস্তুস্থিতিতত্ত্বের কোন সীমাবদ্ধতা আছে কী না সেটিও এখানে আলোচিত হবে।

# প্রথম অধ্যায়

# সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুবাদ

## ১.১ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে প্লেটোর মত-

সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তাধারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হলো সামান্যের মন-নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করা। কোন কোন বস্তুবাদী দার্শনিকের মতে সামান্যই প্রকৃত সৎ, বিশেষ তার অনুলিপি বা প্রতিচ্ছবি মাত্র এবং সামান্য বিশেষ অতিবর্তী। আবার কোন কোন বস্তুবাদী চিন্তাবিদের মতে সামান্যই প্রকৃত সৎ কিন্তু তা বিশেষ অতিবর্তী নয়। যেমন- বস্তুবাদী প্লেটোর মতে সামান্য হলো একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ ধর্ম। যেমন- মানুষের সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব, ঘটের সাধারণ ধর্ম হল ঘটত্ব প্রভৃতি। বিশেষ বিশেষ মানুষ বা বিশেষ বিশেষ ঘট ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয় হলেও সামান্যের জ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয় সম্পর্কে আমরা মতামত (Opinion) প্রদান করি এবং সে

সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।[1] অন্যদিকে বুদ্ধি-প্রত্যক্ষে আমাদের বিমূর্ত সামান্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় আমরা তারতম্যযুক্ত সুন্দর সুন্দর বস্তু লক্ষ্য করি। সেই কারণে একজনের কাছে যা সুন্দর দেখতে অন্যজনের কাছে তা সুন্দর নাও হতে পারে। কেননা, সেক্ষেত্রে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অনুসারে বিষয় প্রত্যক্ষিত হয়। কিন্তু বুদ্ধি-প্রত্যক্ষে সুন্দরের কোন তারতম্য হয় না, কেননা তা হলো আদি সৌন্দর্য। আর এই আদি সৌন্দর্যই হলো সামান্য, যার ছায়াপাত ঘটে জাগতিক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর বস্তুতে। আর এই সকল সামান্যের সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর।[2]

প্লেটোর মতে জাতিবাচক সকল ক্ষেত্রেই ধারণা বা আকার থাকে। যেমন- নৈতিকতার ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া, সৎ থাকা প্রভৃতি। বস্তুজগতে আমরা ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ লক্ষ্য করি, যদিও তার তারতম্য থাকে। সেখান থেকে অনুধাবণ করা যায় যে, আদর্শতম নীতিবান ব্যক্তি আছে এবং আদর্শতম নীতি বর্তমান। আবার তিনি গাণিতিক বিভিন্ন ধারণা উল্লেখ করে তার আদর্শতম সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। যেমন- সরলরেখা, ত্রিভূজ প্রভৃতি। বস্তুজগতে যতই নিখুঁত ত্রিভূজ অঙ্কন করি না কেন তার মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সেখান থেকে অনুধাবণ করা যায় যে, আদর্শতম ত্রিভূজের ধারণা আছে। ভৌত জগতে অঙ্কিত ত্রিভূজ তার

---

[1]MacDonald Cornford, *The Republic of Plato*, (Oxford: Clarendon Press, 1966), 216.

[2]MacDonald, *The Republic of Plato*, 319.

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কিন্তু আদর্শতম ত্রিভূজ বাস্তবে অঙ্কন করা সম্ভব নয়। এছাড়াও বিভিন্ন গুণের ধারণা, যেমন- লালত্ব, হলুদত্ব প্রভৃতি আদর্শতম গুণ ধারণার জগতে অবস্থান করে। বস্তুজগতে কেবল গুণযুক্ত ব্যক্তি বা বস্তু পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের মধ্যে উক্ত গুণের তারতম্য দেখা যায়। অন্যদিকে আদর্শতম গুণ বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়, তা বুদ্ধিগ্রাহ্য।

প্লেটো তাঁর রিপাবলিক (Republic) গ্রন্থে বিভক্ত রেখার উপমা ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষের উচিৎ ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা। কেননা, তাঁর মতে ধারণা সংক্রান্ত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। উক্ত গ্রন্থে তিনি জ্ঞানতত্ত্বের ইতিবাচক দিককে এক বিভক্ত রেখার (Divided Line) উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটোর বিভক্ত রেখার উপমাটি নিম্নরূপঃ[3]

| মঙ্গল (Good) | | | |
|---|---|---|---|
| **জ্ঞানের স্তর** | D. Abstract Knowledge. বিমূর্ত জ্ঞান | Intelligence. বিশুদ্ধ সারসত্তা সমূহ | **জ্ঞানের বিষয়** |
| | C. Mathematical Knowledge. গাণিতিক জ্ঞান | Thinking (চিন্তামূলক) গণিত প্রভৃতি বিষয় | |

[3]MacDonald, *The Republic of Plato*, 217.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **বিশ্বাস বা মতামতের স্তর** | B. Visible Thinking. **ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত** | Belief (**বিশ্বাস**) **ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়** | **বিশ্বাস বা মতামতের বিষয়** |
| | A. Images (**কল্পনা**) | Imagining (**কল্পনার বিষয়**) **যেমন মানুষের ছবি, স্বপ্নের বিষয় প্রভৃতি** | |

উপরের রেখাচিত্রে বাম দিকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের অবস্থান এবং ডানদিকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রেখাচিত্রের উপরের অংশে জ্ঞান ও নীচের অংশে বিশ্বাস বা মতামতের কথা বলা হয়েছে। রেখাচিত্রটি মোট চারটি অংশে বিভক্ত। অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে মনের যে অগ্রগতি বা উদ্ধগতি তার শুরু হল 'A' এবং শেষ হল 'D'। 'A' থেকে 'B'-এর পার্থক্য পরিমাণগত বা মাত্রাগত (Differences in Degree) এবং একইভাবে 'C' থেকে 'D'-এর পার্থক্য হল মাত্রাগত (Differences in Degree) । কিন্তু রেখার নিম্নদিকে 'A' ও 'B'-এর সঙ্গে রেখার উপর দিকে অবস্থিত 'C' ও 'D'-এর পার্থক্য গুণগত (Difference in Quality)। রেখাচিত্রে যে বিষয়গুলি অনুল্লেখিত থেকে গেল বলে মনে হয় তা হল, মনের ক্ষমতা বা বৃত্তি। প্লেটো মনে করেন যে, জ্ঞান সম্ভব হয় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা বা সামর্থের (Power of Reason) দ্বারা এবং মতামত গড়ে ওঠে ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্ষমতা বা সামর্থের দ্বারা (Power of Sensation) । বুদ্ধিবৃত্তির কাজ যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পন্ন করতে পারে না, তেমনই ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাজও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন করতে পারে না।

উপরিউক্ত রেখাচিত্রের চারটি অংশ পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হয়। 'A' হল জাগতিক বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় স্তর, অথবা বলা যায় অজ্ঞানতা থেকে মানুষের জ্ঞানের দিকে উত্তরণের সর্বনিম্ন ধাপ। এখানে আমাদের যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে মতামতের নিম্নরূপ বলে। একে আমরা কল্পনা বা স্বপ্ন বলতে পারি এবং এর বিষয় হল দ্বিতীয় প্রকৃতি, যা প্রথম প্রকৃতির মনুষ্য রচিত নকল। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে প্রথম প্রকৃতি কী? প্রথম প্রকৃতি হল, আদি সত্যের বা মূল সত্যের নকল বা ছায়া এবং দ্বিতীয় প্রকৃতি হল, ছায়ার ছায়া বা নকলের নকল। এরূপ অবস্থা লাভ করা যায় কল্পনা বৃত্তির দ্বারা, যা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই প্রকার। যেমন- আমরা যে বিছানায় শয়ন করি তা হল প্রথম প্রকৃতি, কিন্তু চিত্রকার উক্ত বিছানার যে ছবি অঙ্কন করেন তা দ্বিতীয় প্রকৃতির অন্তর্গত। প্লেটোর মতে, উক্ত দ্বিতীয় প্রকৃতির কোন সত্যমূল্য নেই, তবে মানব জীবনে এর কার্যকারিতা আছে। 'B' হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রথম স্তর এবং এর বিষয় হল প্রথম প্রকৃতি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রথম প্রকৃতি হল আদি সত্যের ছায়াস্বরূপ। যেমন - সৌন্দর্য হল আদি সত্য এবং জগতের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর বস্তু হল উক্ত সৌন্দর্যের ছায়াস্বরূপ, যাদের আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় পাই। যদিও এদের সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না, তবুও আমরা উক্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু উক্ত মতামতের সার্বজনীনতা থাকে না। কেননা, তার প্রমাণ আমরা এভাবেই পাই যে, এক জনের কাছে যা সুন্দর অন্য জনের কাছে তা সুন্দর নাও

মনে হতে পারে। আমরা লক্ষ্য করি যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বস্তুর সত্যমূল্য না থাকলেও তার ব্যবহারিক মূল্য তিনি অস্বীকার করেননি। যদিও এক্ষেত্রে সত্য বলতে হয়তো তিনি আদি সত্যের ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, সাধারণত আমরা তাদেরই সত্যমূল্য আছে বলে দাবি করি যা অপ্রাসঙ্গিক নয়, স্ববিরোধী ধারণা নয়। অর্থাৎ যার বাস্তব মূল্য আছে বা ব্যবহারিক মূল্য আছে। যেমন- আমরা যখন বলি যে, দেওয়ালটি হয় সাদা। তখন উক্ত বাক্যটি স্ববিরোধী নয় এবং উক্ত বাক্যটি তখনই সত্য হবে যখন বাস্তবিক দেওয়ালটি সাদা হবে। আর তখনই মিথ্যা হবে যখন দেওয়ালটি সাদা না হবে। ফলে উক্ত বাক্যের বাস্তব মূল্য আছে তা স্বীকার করে নেওয়া হল এবং তার ব্যবহারিক মূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আমরা দেখলাম যার ব্যবহারিক মূল্য আছে তার সত্যমূল্যও থাকে। কিন্তু প্লেটো বলেন যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বস্তুর সত্যমূল্য না থাকলেও তার ব্যবহারিক মূল্য আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্লেটো সত্যমূল্য বলতে আদি সত্যের কথাই বলেছেন। 'C' হল জ্ঞানের নিম্ন অবস্থান, এর বিষয় হল একপ্রকার মধ্যবর্তী সত্তা, যার অস্পষ্ট প্রতিরূপ তৈরি করা যায়। যেমন- ত্রিভূজ হল বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়, যদিও তা কোন জমি বা কোন ক্ষেত্রের উপর দাগ কেটেই তবে প্রতিরূপ পেতে হয়। এসকল বিষয়ের জ্ঞান সুনিশ্চিত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। 'A' হল জ্ঞানের উচ্চ অবস্থা। এই জ্ঞানের বিষয় সারসত্তা (Essence) যা পরাজাগতিক সত্তা, যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হয় না এবং যা কেবলমাত্র বুদ্ধি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। সৌন্দর্য, ন্যায়, প্রভৃতি বিষয়গুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং

এগুলির সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান হয়। যদিও সারসত্ত্বাসমূহ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও অস্তিত্বশীল, তথাপি এদের সকলের মধ্যে বিন্যাসের সম্পর্ক আছে এবং উক্ত বিন্যাস অনুযায়ী কেউ অধিনস্ত কেউ উর্দ্ধতন। সকল সারসত্ত্বার চূড়ান্ত সারসত্ত্বা বা সকল সারসত্ত্বাই যার অধিনস্ত তা হল মঙ্গল (The Good) এবং উক্ত মঙ্গলকে বুদ্ধিদ্বারা প্রত্যক্ষ করাই হল প্রকৃত দার্শনিক প্রজ্ঞা। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, ছায়ার জগতকে আসল জগৎ বলে মনে করে। সেই কারণেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

তিনি গুহার রূপকের সাহায্যে এই চিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, কেমন করে মানুষের মন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে উত্তোলিত হয়ে পরম জ্ঞানের শিখরে অর্থাৎ মঙ্গলের জ্ঞানে (Knowledge of Good) উপনীত হতে পারে। তবে গুহার রূপককে বুঝতে গেলে তাঁর দ্বিজাগতিক ধারণার ব্যাখ্যা বোঝা দরকার। তিনি মনে করেন যে, আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সদা পরিবর্তনশীল, সদা চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চলতার শর্তেও একটি গাছের সাথে অন্য একটি গাছের, একটি ফলের সঙ্গে অন্য ফলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারি এবং তাদের এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কেননা, একই শ্রেণীর বিভিন্ন জাগতিক বস্তু একই পরাজাগতিক নিত্য বস্তুর বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির যে আধারে এই ছবিগুলি রচিত হয় সে আধারের গুণে ছবিগুলি অবিকল নয় বা মূলের সব গুণও তাতে প্রতিবিম্বিত হয়

না এবং প্রকৃতির আধারের গুণে তারা গতিপ্রাপ্ত হয়। এই ছায়াগুলি সবই মূলের অস্পষ্ট নকল। আসলকে ছেড়ে নকলকে জানলে, তা থেকে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না। বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে গেলে আসলকে জানা দরকার। যাকে তিনি ধারণা (Ideas) বা সামান্য (Universals) বলেছেন।

তিনি মনে করেন যে, কোন এক ঈশ্বর (Demiurge) এদের ছায়াপাত ঘটিয়ে আকারবিহীন জড়বস্তুর আধারে প্রকৃতি রচনা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির বস্তুসমূহ হল নিত্য বস্তুসমূহের নকল। যেমন- একই চাঁদ বিভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হলে বিভিন্ন চাঁদ দেখায়। কিন্তু তার কোনটিই প্রকৃত চাঁদ নয়। জাগতিক বস্তুগুলিও ঠিক তাই। চাঁদকে জানতে হলে প্রকৃত চাঁদকে জানা দরকার, ছায়াকে নয়। প্রকৃতপক্ষে চাঁদের ছায়া সম্পর্কেও যথার্থভাবে জানতে গেলে প্রকৃত চাঁদকে জানা দরকার। তিনি প্রকৃত জ্ঞান বলতে ধারণা (Idea) বা সামান্যকে (Universal) বুঝিয়েছেন। উক্ত সত্তার মধ্যে মূল সত্তা হিসাবে তিনি মঙ্গলকে (The Good) বুঝিয়েছেন। যাকে আবার তিনি সূর্যের (The Sun) সাথে তুলনা করেছেন। এই পৃথিবীর সবকিছুই সূর্য থেকে এসেছে এবং সূর্যের আলোতে আমরা যেমন সবকিছু দেখি তেমনই মঙ্গল (The Good) হল সব কিছুর রক্ষার শর্ত, জ্ঞানের শর্ত এবং আমাদের নৈতিকতার শর্ত। অজ্ঞানতার অন্ধকার পেরিয়ে মঙ্গলকে জানাই চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই সমস্ত বিষয় তাঁর রিপাবলিক

(Republic) গ্রন্থে গুহার রূপকের (Allegory of the Cave) মোড়কে সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

সেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, কল্পনা করা যাক আমাদের ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে একটি গুহা আছে যার মুখ আলোর দিকে উন্মুক্ত। এই গুহার মধ্যে কিছু মানুষ বসবাস করে যাদের হাত, পা, ঘাড় এমনভাবে বাঁধা যে তারা গুহার পিছনের দেওয়ালটিকেই শুধু দেখতে পায়, বাঁধার কারণে গুহার যে মুখটি আলোর দিকে আছে তা তারা দেখতে পায় না। ফলত তারা সূর্যের আলো কখনো দেখেনি। আবার এও কল্পনা করা যাক যে, গুহার প্রবেশ পথের কিছুটা দূরে আগুন জ্বলছে এবং আগুনের কিছু দূরে সামনে একটি পর্দা ও অর্ধেক উচু করা দেওয়াল আছে। এই পথ দিয়ে বাইরের জগতের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যায় এবং তার ছায়া গিয়ে পড়ে পিছনের দেওয়ালে, যেদিকে গুহার বন্দীরা মুখ করে বাঁধা অবস্থায় আছে। বন্দীরা জীবনের শুরু থেকে এই আলো আধারিতে অভ্যস্ত এবং তাদের সামনে যে ছায়াগুলি ভেসে আসে সেগুলিকেই তারা চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে। এরপর যদি কোন এক বন্দীকে বন্ধন মুক্ত করে গুহার বাইরে নিয়ে আসা হয়, তাহলে সে প্রাথমিক অবস্থায় সূর্যের আলোরদিকে তাকাতেই পারবে না। ধীরে ধীরে তার চোখ সূর্যের আলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং ছায়া ছেড়ে আসল বস্তুগুলিকে দেখবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় বিশ্বাস করতে পারবে না যে, এখন যেগুলি দেখছে সেগুলিই সত্য বা

প্রকৃত, পূর্বেরগুলি নয়। কিছুদিনের মধ্যে সে বুঝতে পারবে কোনটা আসল আর কোনটা ছায়ার জগৎ।

এক্ষেত্রে গুহার রূপকে আলো-আঁধারিতে ছায়া প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং সূর্যের আলোতে বস্তুর দিকে চোখ মেলে দেখা হল বুদ্ধি-প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ থেকে সরে এসে বুদ্ধি-প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করাই জ্ঞানগত দিকের উত্তরণ। অর্থাৎ বন্দীজীবন থেকে মুক্তি লাভ করা। যে ব্যক্তি এখন ছায়া ছেড়ে মূল বস্তুকে দেখছে, সে একদিন এও জানবে যে সকল মূলবস্তুই এসেছে সূর্য থেকে। সূর্যের তুলনা করা হয় মঙ্গলের (The Good) সাথে। অর্থাৎ মঙ্গলকে জানাই হল চূড়ান্ত জানা, চূড়ান্ত প্রজ্ঞা। দার্শনিক অভিভাবকেরা হবেন সেই চূড়ান্ত জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অধিকারী।

তাঁর মতে ধারণার জ্ঞানই (knowledge of Ideas) যথার্থ জ্ঞান এবং এই বস্তুজগৎ হল ধারণার জগতের অনুলিপি (Copy) । অর্থাৎ তিনি মনে করেন যে, আমাদের বস্তুজগতের যাবতীয় জ্ঞান হল প্রতিলিপির জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নয় এবং ধারণার অবস্থান অতিবর্তী জগতে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় না, আমরা মতামত (Opinion) প্রদান করতে পারিমাত্র। অপরদিকে ধারণার জগৎ সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়ে থাকে। যেহেতু বস্তুজগতের জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ তাই ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান যেহেতু বুদ্ধিগ্রাহ্য তাই উক্ত বিষয়ে জ্ঞান সর্বদা অভ্রান্ত হয়। বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান

ব্যক্তিমন সাপেক্ষ হলেও ধারণার জ্ঞান ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ। যেমন- বিশেষ বিশেষ ফুল সুন্দর হলেও তার তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু উক্ত বিশেষ বিশেষ ফুলের সৌন্দর্যের উৎসরূপে যে সৌন্দর্যের ধারণা তা অপরিবর্তনীয়। বিশেষ বিশেষ ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। অর্থাৎ একজনের কাছে যা সুন্দর তা অন্যজনের কাছে সুন্দর নাও মনে হতে পারে। কিন্তু ধারণারূপে যে সৌন্দর্য তার সম্পর্কে বিপরীত মত হতে পারে না। কেননা, তা অপরিবর্তনীয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। তাঁর তত্ত্বে সকল ধারণার মূল বা ঐক্যবিধায়ক ধারণারূপে যে মঙ্গলের ধারণার উল্লেখ করেছেন তাকে তিনি ঈশ্বরের (The God) সাথে তুলনা করেছেন।

প্রসঙ্গত তাঁর ধারণাতত্ত্ব অংশত যৌক্তিক ও অংশত আধিবিদ্যক (This theory is partly logical, partly metaphysical)[4]। ধারণাতত্ত্বের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, ধারণা হল সামান্যের ধারণা বা সাধারণ ধারণা। যেমন– ব্যক্তি-মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে প্রভৃতি নানা পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ধর্মের সাদৃশ্য থাকার জন্য আমরা সকলকে মানুষ বলে অভিহিত করি এবং এটিই হল সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Character)। যেমন- মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম হল মনুষ্যত্ব, গরুর সাধারণ ধর্ম হল গোত্ব। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, বিভিন্ন

[4]B. Russell, *History of Western Philosophy*, (London: Routledge, 2016), 123.

বস্তু যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়, ধারণারও কি এমন অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য রূপ আছে, যে তা প্রত্যক্ষিত হবে? কেননা, অভিজ্ঞতাবাদে আমরা লক্ষ্য করি যে, সকল জ্ঞানের উৎস অভিজ্ঞতা। তাহলে ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞানেরও উৎস কি অভিজ্ঞতা? এক্ষেত্রে প্লেটোর মত পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ এবং অভিজ্ঞতায় যে সকল জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলে মনে হয় তা আসলে উক্ত ধারণার প্রতিচ্ছবি। ধারণাই হল প্রকৃতপক্ষে সকল জাগতিক জ্ঞানের উৎস। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আমরা যদি বলি সুন্দর কী? তার উত্তরে আমাদের মনে হতে পারে অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুন্দর বিষয়। কিন্তু এগুলো সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তির উদাহরণ। যেমন- আমরা বলে থাকি চাঁদ খুব সুন্দর, শিশুর মুখ খুব সুন্দর এবং তুলনা করেও বলি শিশুর মুখ চাঁদের মতো সুন্দর, গোলাপ ফুল সুন্দর প্রভৃতি। কিন্তু সুন্দর কী? তার কোন উত্তর অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। উক্ত সুন্দরের ধারণা আমাদের মনে থাকে। যার সঙ্গে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই অভিজ্ঞতার জগতের। তাহলে প্রশ্ন জাগে ধারণা কি মন-স্বাপেক্ষ? না মন-নিরেপেক্ষ? সেক্ষেত্রে উত্তর হবে ধারণা ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ। অপরদিকে ধারণাতত্ত্বের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় বলা হয় ধারণা এক, অপরিবর্তনীয়, নিত্য, এবং ঈশ্বরসৃষ্ট।

## ১.২ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের মত-

কিন্তু প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল পূর্বোক্ত মতের নানা সীমাবদ্ধতা উল্লেখপূর্বক তা সংশোধনের মাধ্যমে গুরুর মতকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। তিনি সামান্যতত্ত্বের আলোচনায় প্লেটোর মত খণ্ডন করেন এবং নিজ মত প্রকাশ করেন। প্লেটোর সামান্যতত্ত্ব খণ্ডনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রকাশ। এছাড়াও আরও অন্যান্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি গুরুর মত খণ্ডন করেন। সেগুলি আমি ধাপে ধাপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

প্রথমত- প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেনা। দার্শনিকের কাছে অন্যতম সমস্যাধীন প্রশ্ন হল, এই জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা কী? কিন্তু প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব তার কোন সদুত্তর দিতে অক্ষম। নিত্য, অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় ধারণা থেকে কিভাবে এই অনিত্য, নশ্বর, পরিনামী, দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়, তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব দিতে অক্ষম। নিত্য পদার্থ কীভাবে উৎপত্তির কারণ হয়? নিত্যপদার্থ থেকে উৎপন্ন পদার্থ অনিত্য কেন হয়? তার সদুত্তর প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব দিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত- প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে ধারণা ও বস্তুর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্লেটো কখনো বস্তুকে ধারণার প্রতিচ্ছবি (Copy) বলেছেন আবার কখনো বলেছেন যে, বস্তু ধারণাতে অংশগ্রহণ করে। ধারণার প্রতিচ্ছবি যদি বস্তুজগৎ

হয় তাহলে ধারণাকেও দৃশ্যমান জগতে অবস্থান করতে হবে। কেননা, আসল ছাড়া তার প্রতিচ্ছবি (Copy) গঠিত হতে পারেনা। আবার ধারণায় যদি বস্তুর অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ আসে, তাহলে ধারণাকেও বস্তুর মতো দেশ-কালের জগতে অবস্থান করতে হয়। আসলে বস্তুর সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্লেটো অযৌক্তিক কাব্যিক রূপক ব্যবহার করে বলেছেন যে, ধারণার প্রতিচ্ছবি হল দৃশ্যমান জগৎ।

তৃতীয়ত- যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বস্তুজগৎ ধারণার জগতের প্রতিচ্ছবি। তবুও ধারণার জগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকায় বস্তুজগৎ ধারণার জগতের প্রতিচ্ছবি তা বলা যায় না। কেননা, ধারণার জগৎ গতিহীন, নিত্য কিন্তু বস্তুজগৎ গতিশীল ও অনিত্য। গতিহীন ধারণার যা প্রতিচ্ছবি তা নিশ্চই গতিহীন হবে। কিন্তু বস্তুজগৎ তার বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ ধারণার সঙ্গে বস্তুজগতের সম্বন্ধস্থাপনে প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব অক্ষম। প্লেটো যদি তাঁর ধারণাতত্ত্বে ধারণার এমন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতেন যে, ধারণা গতিশীল তাহলে তা থেকে বলাই যেত যে, ধারণার প্রতিচ্ছবিরূপ এই জগৎ গতিশীল।[5]

চতুর্থত- রাসেলের মতে প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অ্যারিস্টটলের সর্বোচ্চ শক্তিশালী যুক্তি হল তৃতীয় মানবের যুক্তি,

[5]Hugh Lawson-Tancred, *Aristotle, The Metaphysics*, (London: Penguin Classics, 2004), 37.

"The strongest argument is that of the third man."[6]

তৃতীয় মানবের যুক্তিটি এরূপ যে, প্লেটোর মতে, যেখানেই সমধর্মীতা সেখানেই ধারণার প্রসঙ্গ। যেমন- সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ ধর্ম উপস্থিত থাকায় ধারণারূপে মানুষের কল্পনা। কিন্তু কোন ব্যক্তি-মানুষ যদি এই কারণেই মানুষরূপে পরিচিত হয় যে, সে অন্য কোন আদর্শ মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা আদর্শ মানুষের অনুলিপি। তাহলে উক্ত আদর্শ মানুষ এই কারণে আদর্শ মানুষ যা কোন আদর্শতর মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে চলতে থাকলে তা অনাবস্থা দোষে পরিণত হয় (Fallacy of Infinite Regress)।[7]

পঞ্চমত- প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে অনেকের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত ধর্ম দেখে তাদের সমান্তরাল এক আদর্শ ধারণা স্বীকার করা হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে টেবিলে ঘটের অভাব, জলে অগ্নির অভাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভাব সাধারণভাবে উপস্থিত থাকায় ধারণারূপে পৃথক অভাবের ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অভাবকে সৎবস্তু হিসেবে স্বীকার করা হয় না।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর উক্ত ধারণা সম্পর্কিত মতবাদকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন। তিনি প্লেটোর মতো ধারণা বা সামান্যের ভিন্ন জাগতিক

---

[6]B. Russell, *History of Western Philosophy*, (London: Routledge, 2016), 159.

[7]Hugh Lawson-Tancred, *Aristotle, The Metaphysics*, (London: Penguin Classics, 2004), 33.

অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি সামান্যকে ব্যক্তি (Individuals) বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র সত্তা না বলে ব্যক্তিতে অন্তঃসূত (Immanent) বলে মত প্রকাশ করেন। যেমন- ব্যক্তি-মানুষ বহির্ভূতভাবে মনুষ্যত্ব সামান্য কোন ভিন্ন জগতে অবস্থান করে না। মনুষ্যত্ব সামান্য হল ব্যক্তি মানুষের আকার। যা সকল মানুষের ক্ষেত্রে একই। এই আকারই হল সামান্যধর্ম এবং তার উপাদান হল বিশেষ। পরবর্তী আধিবিদ্যক আলোচনায় এবিষয়ে তিনি সবিস্তর আলোকপাত করেছেন।

এপ্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের কার্য-কারণ সম্পর্কিত মতবাদ (Theory of Causation) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটল ফিজিক্স (Physics) এবং মেটা-ফিজিক্স (Metaphysics) নামক দুটি গ্রন্থেই চার-কারণতত্ত্ব (Theory of Four Causes) আলোচনা করেছেন, যদিও উভয়ক্ষেত্রে একই মত প্রকাশ পেয়েছে বলে অনেক ব্যাখ্যাকার মনে করেন। অ্যারিস্টটলের মতে, দার্শনিকের যথার্থ জ্ঞানীয় অনুসন্ধানের বিষয় হল প্রজ্ঞার জ্ঞান (Knowledge of Wisdom) এবং প্রজ্ঞাকে জানা মানেই মূল কারণকে জানা (Final Cause) । আর মূল কারণকে জানতে গেলে অ্যারিস্টটলের চার-কারণতত্ত্ব সবিস্তার বিশ্লেষণ করা দরকার। মেটা-ফিজিক্স (Metaphysics) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারণ শব্দটির চারটি বাচ্যার্থ নির্দেশিত হয়েছে, যথা – ১. কারণ হল তাই যার থেকে কোন বস্তু উৎপন্ন

হয়। ২. কারণ হল কোন বস্তুর আকার বা নমুনা। ৩. কারণ হল তাই যা কোন বস্তুর গতি বা স্থিতির উৎস। ৪. কারণ হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল।[8]

উক্ত কারণের চারটি অর্থ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে কারণের যথার্থ স্বরূপ নির্দেশ করা যাবে। সাধারণত প্রত্যেক কার্যের কারণ থাকে। (যদিও অ্যারিস্টটল যে 'Final Cause' বা চরম কারণের উল্লেখ করেছেন তা অ-কারণ অর্থাৎ তার কোন কারণ নেই)। যেগুলিকে রাসেল তাঁর 'History of Western Philosophy' গ্রন্থে একটি উদাহরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।[9] যেখানে জ্ঞানতত্ত্ব থেকে অধিতত্ত্বে উত্তরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

কোন ভাস্কর যখন মূর্তি গঠন করেন সেক্ষেত্রে উপাদানগত কারণ (Material Cause) হল পাথর বা যা দিয়ে মূর্তিটি গড়া হচ্ছে সেটি। অর্থাৎ সেই উপাদান যা দিয়ে মূর্তি গড়া হচ্ছে এবং যে মূর্তিটির আকার চিত্রকর মনের মধ্যে কল্পনা করেছেন তাহলো উক্ত মূর্তির আকারগত কারণ (Formal Cause)। আর ভাস্কর ও তার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হল উক্ত মূর্তি গঠনের নিমিত্ত কারণ (Efficient Cause) এবং উক্ত নিমিত্ত কারণের মধ্যে পরিবর্তন কাজ করে। অর্থাৎ ছিল একটা পাথরের খণ্ড সেটি থেকে হল একটি মূর্তি। আর যে

---

[8]Andrea Falcon, "Aristotle on Causality," *Stanford Encyclopedia of Philosophy,* March 7, 2019, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-causality/#FouCau, (accessed December 29, 2022).

[9]B. Russell, *History of Western Philosophy*, (London: Routledge, 2016), 165.

উদ্দেশ্য নিয়ে ভাস্কর মূর্তিটি গঠন করতে চেয়েছেন তা সম্পন্ন হওয়ায় এটা সহজেই বলা যায় ভাস্করই মূল কাণ্ডারি যিনি মূর্তির পূর্ণরূপ দান করেছেন। সেই অর্থে ভাস্করই হল চরম কারণ (Final Cause)। যদিও অ্যারিস্টটল তাঁর চারটি কারণকে শেষপর্যন্ত দুটি কারণে রূপান্তরিত করেন। সেদুটি কারণ হল আকারগত কারণ (Formal Cause) ও উপাদানগত কারণ (Material Cause)। তিনি এটি দেখাতে চেয়েছেন যে, আকারগত কারণ, নিমিত্ত কারণ ও চরম কারণ এগুলি সবই আকারগত কারণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা- আকারগত কারণ হল কোন বস্তুর সারধর্ম। আর চরম কারণও বস্তুর সারধর্মকে বোঝায়। সুতরাং আকারগত কারণ ও চরম কারণ একই কারণের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। আর নিমিত্ত কারণ এবং চরম কারণ একই। কেননা, নিমিত্ত কারণ হল তাই, যা হতে হবে এবং চরম কারণ হল তাই, যা নিমিত্ত কারণ হয়ে ওঠে বা যা হওয়ার লক্ষ্যে নিমিত্ত কারণ কার্যকরী হয়। সুতরাং আকারগত কারণে চরম কারণকে ও নিমিত্ত কারণকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। আসলে কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিষয়বস্তু (object) নয়, বরং সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বস্তুটি উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত কারণগুলি আসলে চারটি কারণই নয়, একই কারণের চারটি রূপ। যদি তা না হতো, তাহলে একটি কারণকে অন্য কারণে অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। আসলে এই কারণগত ব্যাখ্যায় যেমন যান্ত্রিকতা প্রকাশ পায় তেমনই উদ্দেশ্যমুখীতাও প্রকাশ

পায়। যান্ত্রিকতার দ্বারা জাগতিক কার্য-কারণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং উদ্দেশ্যমুখীতার দ্বারা চরম কারণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

উক্ত কারণ সম্পর্কিত মতবাদের সর্বশেষ কারণ হল চরমকারণ (Final Cause)। যেটিকে অ্যারিস্টটল ঈশ্বর (The God) বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। আর ঈশ্বরকে তিনি নিশ্চল চালক (Unmoved Mover) বলে উল্লেখ করেন।[10] অর্থাৎ যা সমগ্র জাগতিক পরিবর্তনের কারণ কিন্তু নিজে অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে তাঁর মতে ঈশ্বর হলেন চরম আকার (Absolute Form) যেখানে উপাদান নেই (Matter less) । আর ঈশ্বর যেহেতু সমগ্র পরিবর্তনের কারণ সেহেতু আকার থেকে উপাদানে পরিবর্তিত হয়ে যেমন জগৎ সৃষ্টি হয় তেমনই উপাদান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সর্বদা আকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর ঈশ্বর যেহেতু মঙ্গলময় সেহেতু উপাদান সর্বদা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে তিনি সমগ্র জাগতিক গতি ও পরিবর্তনকে ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু সমস্যা হল সমগ্র সত্তাই যদি ঈশ্বরসৃষ্ট হয় তাহলে অভিন্ন, অবিনশ্বর সামান্য সত্তাকেও সেই অর্থে ঈশ্বরসৃষ্ট বলতে হয়। এরূপ অতিবর্তী সত্তার ধারণা আমরা পূর্বেই প্লেটোর সামান্যতত্ত্বে লক্ষ্য করি।

[10]Istvan Bodnar, "Aristotle's Natural Philosophy," *Stanford Encyclopedia of Philosophy,* January 8, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-natphil/, (accessed December 29, 2022).

আবার তাঁর দ্রব্য সম্পর্কিত মতবাদে আমরা লক্ষ্য করি যে, দ্রব্য বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে যা চূড়ান্ত অর্থে প্রাথমিক। প্রথমত- সংজ্ঞার দিক থেকে প্রাথমিক অর্থাৎ দ্রব্য ছাড়া যেকোন বিষয়ের সংজ্ঞা দিতে গেলে দ্রব্যের ধারণাকে প্রয়োজন। দ্রব্য ছাড়া কোন কিছুর সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থাকে। যদিও দ্রব্যের সংজ্ঞার জন্য অন্য কোন ধারণার প্রয়োজন নেই। এই অর্থে দ্রব্যের ধারণা হল চরম অর্থে প্রাথমিক। দ্বিতীয়ত- জ্ঞানের দিক থেকে দ্রব্য হল প্রাথমিক। কেননা, কোন বস্তুকে জানতে গেলে তাকেই জানতে হয়, তার গুণকে নয় বা গুণগুলিকে জানাটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওই বস্তুকে জানা। সুতরাং জ্ঞানের দিক থেকেও দ্রব্যের ধারণা হল প্রাথমিক। তৃতীয়ত- সময়ের দিক থেকেও দ্রব্যকে আগে স্থান দিতে হয়। কেননা, সেক্ষেত্রে দ্রব্য হল স্বয়ং সত্তাবান, তার অস্তিত্বের জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দ্রব্য হল সত্তা।

তাহলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল সামান্যকে (Universals) কি দ্রব্য বলা যাবে? মুখ্য অর্থে অ্যারিস্টটল দ্রব্য বলতে যা ব্যক্ত করেন সেই অর্থে সামান্য (Universals) দ্রব্য নয়। কেননা, সাধারণত সামান্য বলতে তাকেই বোঝায়, যা অনেক বস্তুর মধ্যে সমধর্মের উপস্থিতি বা সামান্যধর্ম হল তাই যা বিভিন্ন বস্তুকে সমধর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু স্বরূপগতভাবে দ্রব্য হল তাই, যা কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা বস্তুগত ধর্ম। সুতরাং কোন শ্রেণীগত ধর্ম দ্বারা দ্রব্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যদিও গৌণ অর্থে সামান্যকে

দ্রব্য বলা যায়। এই অর্থে দ্রব্য হল আকারগত উপাদান অথবা বিশিষ্ট সারধর্ম, যা সার্বিক প্রত্যয়ের অনুরূপ।

> "...Substance in the secondary sense is the formal element or specific essence that corresponds to the universal concept."[11]

যদিও অ্যারিস্টটলের সামান্য সম্পর্কিত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমত- প্লেটো তাঁর ধারণাতত্ত্বে দুটি ভিন্ন জগৎ- ধারণার জগৎ ও দৃশ্যমান বস্তুজগতের উল্লেখ করলেও তাদের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বলে অ্যারিস্টটল মনে করে বস্তুজগতকেই একমাত্র জগৎ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল দুটি ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও একই জগতে পরস্পর বিরোধী স্বভাবধর্মী দুটি পদার্থ স্বীকার করেছেন। যথা- আকার ও উপাদান। উক্ত আকার ও উপাদান পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের হওয়ায় তাদের মধ্যে সম্বন্ধ গঠন করা অসম্ভব। অর্থাৎ তাঁর মতবাদও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত- অ্যারিস্টটল প্লেটোর ধারণা সম্পর্কিত মতবাদে এইজন্য দোষদুষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন যে, বিশুদ্ধ আকার (যার প্রতিলিপি হল বস্তুজগৎ) একটি বিমূর্ত ধারণামাত্র, যার সঙ্গে উপাদানযুক্ত না হলে সদবস্তু হতে পারেনা।

---

[11]F. Copleston, *A History of Philosophy*, Vol- 1, (New York: Image Books, 1993), 303.

তাই অ্যারিস্টটলের মতে, আকার ও উপাদান মিলিত বস্তু হল সদবস্তু এবং তা বস্তুজগতেই অবস্থিত। এমন কোন কাব্যিক জগৎ নেই যেখানে ধারণাগুলি অবস্থান করে। কিন্তু অ্যারিস্টটল তাঁর মতবাদে যে আকারহীন উপাদান (Formless Matter) স্বীকার করেছেন তা প্লেটোর ধারণা নামক ভিন্ন জাগতিক সৎ বস্তুর অনুলিপির অনুরূপ । আবার উপাদানহীন আকার (Matterless Form) স্বীকার করেছেন, যা প্লেটোর স্বীকৃত ধারণার অনুরূপ। অর্থাৎ অ্যারিস্টটল প্লেটোর মতবাদের সংশোধন করতে গিয়ে তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়।

তৃতীয়ত- অ্যারিস্টটল উপাদান ও আকারকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি মৌলিক পদার্থরূপে গণ্য করলেও আকারকে উপাদানের তুলনায় যথার্থ বলেছেন এবং চরম আকার হিসেবে নিশ্চল চালক ঈশ্বরকে উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে রাসেল (B. Russell) বলেন,

> "Only God consists of form without matter. The world is continually evolving towards a greater degree of form, and thus becoming progressively more like God."[12]

[12]B. Russell, *History of Western Philosophy*, (London: Routledge, 2016), 165.

এখন পাশাপাশি প্লেটোর ধারণা সম্পর্কিত মতবাদ পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করবো যে, দৃশ্যমান বস্তুজগৎ যা ধারণার জগতের প্রতিলিপিমাত্র এবং উক্ত ধারণাগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। আর সর্বোচ্চ ধারণা হল মঙ্গলের ধারণা (The Good) বা যাকে প্লেটো ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন। অর্থাৎ প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটলের মতেও চরম কারণ হল ঈশ্বর।

## ১.৩ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে রাসেলের মত-

অন্যদিকে সমকালীন বস্তুবাদী রাসেলের মতে সামান্যসত্তা জাগতিক বস্তু থেকে ভিন্ন এবং ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ। তাঁর পূর্ববর্তী বস্তুবাদী প্লেটোর মতের যৌক্তিক ও আধিবিদ্যক উভয় দিক উল্লেখ করেন এবং যৌক্তিক দিকের মান্যতা দিয়ে আধিবিদ্যক দিক খণ্ডন করেন। যৌক্তিক অংশে দেখা যায় যে, সামান্য হলো একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ ধর্ম। যেমন- বিশেষ বিশেষ মানুষের সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব, বিশেষ বিশেষ ঘটের সাধারণ ধর্ম হল ঘটত্ব প্রভৃতি। অন্যদিকে আধিবিদ্যক অংশে দেখা যায় যে, সামান্য হলো বিশেষ অতিবর্তী সত্তা এবং সম্ভবত ঈশ্বরসৃষ্ট। রাসেল প্লেটোর সামান্যতত্ত্বের যৌক্তিক অংশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে সামান্যের মন-নিরপেক্ষ, নিত্য, অপরিবর্তনীয় বস্তুগত বিদ্যমানতা (Subsistence) স্বীকার করেন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু

অস্তিত্বশীল (Existence) হলেও সামান্যসত্তাকে বিদ্যমানতার (Subsistence) ধারণা দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

> "We shall find it convenient only to speak of things existing when they are in time, that is to say, when we can point to some time at which they exist ( not excluding the possibility of their existing at all times). Thus thoughts and feelings, minds and physical objects exist. But Universals do not exist in this sense; we shall say that they subsist or have being, where "being" is opposed to "existence" as being timeless. The world of Universals, therefore, may also be described as the world of being."[13]

যেমন- আমরা যখন বলি যে, টমেটো হয় লাল, সূর্যোদয়ের রং লাল প্রভৃতি। তখন উভয়ক্ষেত্রের অভিন্ন সত্তা হলো লালত্ব গুণ। বিশেষ বিশেষ বস্তু কিংবা

[13]B. Russell, *The Problems of Philosophy*, (London: Williams & Norgate, 1912), 155-156.

ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট কালে অবস্থান করলেও তাদের গুণ বা সম্বন্ধ দেশ-কালের অতীত ও নিত্য।

তিনি আরও মনে করেন যে, সামান্য কোনো মানসিক ধারণা নয় যদিও আমরা তা জানি চিন্তার মধ্য দিয়ে। কেননা, একজনের মানসিক ক্রিয়া অন্য জনের থেকে ভিন্ন হবেই। কিন্তু সামান্যসত্তা অপরিবর্তনীয়।

> “One man's act of thought is necessarily a different thing from another man's; one man's act of thought at one time is necessarily a different thing from the same man's act of thought at another time. Hence, if whiteness were the thought as opposed to its object, no two different men could think of it, and no one man could think of it twice. That which many different thoughts of whiteness have in common is their object, and this object is different from all of them. Thus Universals are not thoughts,

> though when known they are the objects of thoughts."[14]

এছাড়াও তিনি দেখান যে, প্রতিটি বাক্য গঠিত হয় কোন না কোন সামান্যের ধারণা দিয়ে,

> "It will be seen that no sentence can be made up without at least one word which denotes a universal."[15]

যেমন- আমরা যখন বলি যে, টেবিলটি হয় আয়তাকার বা দেওয়ালটি হয় সাদা প্রভৃতি। তখন আয়তাকার বা সাদা প্রভৃতি হল সামান্যের ধারণা। সাধারণত বাক্যের বিধেয় সামান্যকে নির্দেশ করে, তা কখনো বিশেষণ হতে পারে আবার কখনো বাক্যের ক্রিয়া সামান্যধর্ম নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত তিনি পূর্ববর্তী প্রত্যয়বাদী (Conceptualist) জন্ লকের (John Locke) মত যেমন খণ্ডন করেন তেমনই নামবাদী (Nominalist) জর্জ বার্কলের (George Berkeley) মতের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেন। জন্ লকের মতবাদের সার কথা হলো, সামান্যের ধারণা মনসৃষ্ট একপ্রকার জটিল ধারণা।

---

[14]Russell, *The Problems of Philosophy*, 155.

[15]Russell, *The Problems of Philosophy*, 146.

যেমন- সকল ঘটের সাধারণ ধর্ম ঘটত্ব, সকল পটের সাধারণ ধর্ম পটত্ব প্রভৃতি। সমজাতীয় বিভিন্ন ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যক্ষগোচর হলে তার সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে সরল ধারণা তৈরি হয়। মন তার ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির বিমূর্ত সাধারণ ধারণা গঠন করে। তদতিরিক্ত সামান্যের কোনো বস্তুগত সত্তা নেই। আবার অন্যদিকে নামবাদী জর্জ বার্কলের (George Berkeley) মতে সামান্য হলো মনুষ্য আরোপিত একজাতীয় বিভিন্ন বিশেষ বস্তুর শ্রেণীবাচক নাম। তদতিরিক্ত সামান্যের যেমন বস্তুগতসত্তা নেই তেমনই বিমূর্ত মনোগত সত্তাও নেই।

কিন্তু বস্তুবাদী রাসেলের মতে উক্ত প্রত্যয়বাদ এবং নামবাদ উভয়ই সামান্য সম্পর্কে যথার্থ মতবাদ নয়। তিনি সামান্যের বস্তুগতসত্তা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বিশেষ (Particulars) স্থান-কালে সীমায়িত হলেও সামান্যসত্তা দেশকালাতীত। সামান্যসত্তা মনসৃষ্ট হলে বলতে হয় যে, তা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট। মন সমজাতীয় বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে বিমূর্তকরণের মধ্যদিয়ে সামান্যের ধারণা গঠন করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিশেষের মতোই সামান্যকে অনিত্য বলতে হয়। অন্যদিকে বার্কলের মত মানলে সামান্যতত্ত্ব অনেক বেশি সরলীকরণ হয়ে পড়ে। কেননা, সামান্য যদি কেবল ব্যক্তি আরোপিত নামমাত্র হতো তাহলে একই সামান্যসত্তা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিত করতো। আবার বিশেষ বিশেষ বস্তুর অবলুপ্তিতে সামান্যসত্তা অবলুপ্ত হতো।

এছাড়াও সামান্য হিসেবে আমরা সম্বন্ধকেও (Universal as Relations) নির্দেশ করতে পারি। যেমন- যখন আমরা বলি এডিনবার্গ (Edinburgh) লন্ডনের (London) উত্তর দিকে অবস্থিত। এক্ষেত্রে 'উত্তর দিক' এই সম্বন্ধটি লন্ডন এবং এডিনবার্গকে বর্ণনা করতে সহায়তা করে। তাছাড়া লন্ডন ও এডিনবার্গ যেভাবে অস্তিত্বশীল সেই অর্থে 'উত্তরদিকের ধারণা' অস্তিত্বশীল নয়, তা স্থান-কালের অতিবর্তী এবং ব্যক্তির মানসিক ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়।

> "We may therefore now assume it to be true that nothing mental is presupposed in the fact that Edinburgh is north of London. But this fact involves the relation "north of," which is a universal; and it would be impossible for the whole fact to involve nothing mental if the relation "north of," which is a constituent part of the fact, did involve anything mental."[16]

[16]Russell, *The Problems of Philosophy*, 153.

একইভাবে ‘পূর্বে’, ‘পরে’ প্রভৃতি সম্বন্ধকে সামান্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়।[17] যেমন- যখন আমরা ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনি তখন প্রথম যে ঘন্টাধ্বনি বাজানো হয় সেটি আমরা প্রথম শুনি এবং পরবর্তীতে যেগুলি বাজানো হয় সেগুলোকে ক্রমানুসারে শুনতে থাকি। আমরা এটিও চিহ্নিত করতে পারি যে, কোন ঘন্টাধ্বনি পূর্বে শোনা গেল এবং কোনটি পরে। এভাবে আমরা ‘পূর্বে’, ‘পরে’ প্রভৃতি কালগত সামান্য সম্বন্ধ যেমন চিহ্নিত করতে পারি তেমনই ‘উত্তর দিক’, ‘দক্ষিণ দিক’ প্রভৃতি স্থানগত সম্বন্ধমূলক সামান্যও পাই। আবার আমরা সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধ আকারে একধরণের সামান্য পাই। যেমন- যখন আমরা বলি যে, দুটি সদৃশ বস্তু একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং একটি লালবস্তু সেভাবে সবুজবস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তখন এই যে সাদৃশ্যের সাথে আমরা পরিচিত হই তাকে বলে সাদৃশ্যমূলক সামান্য।

প্রসঙ্গত তাঁর মতে সামান্যের জ্ঞান অর্জিত হয় মূলত দুইভাবে, যথা- পরিচিতির মাধ্যমে জানা (Known by Acquaintance) এবং বর্ণনার মাধ্যমে জানা (Known by Description)।[18] সামান্যকে পরিচিতির মাধ্যমে জানা বলতে বোঝায়, লাল, হলুদ, সাদা প্রভৃতি গুণকে সামান্য হিসেবে জানা এবং তার বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হওয়া। যেমন- যখন আমরা কোন একটি স্থানে একটি ‘সাদা ছাপ’ লক্ষ্য করি তখন আমরা প্রাথমিক অবস্থায়

[17]Russell, *The Problems of Philosophy*, 160.

[18]Russell, *The Problems of Philosophy*, 158.

তার সাথে পরিচিত হই এবং যখন একাধিক জায়গায় এমন 'সাদা ছাপ' লক্ষ্য করি তখন আমরা বিমূর্তভাবে সাদাত্বের জ্ঞান অর্জন করি যা সকল সাদা বস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান। একই রকমভাবে আমরা অন্যান্য সকল বিশেষ গুণের প্রেক্ষিতে সামান্যজ্ঞান অর্জন করি। এরূপ সামান্যকে বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ (Sensible Qualities)।

অন্যদিকে বস্তুর নিষ্কাশনযোগ্য জ্ঞানকে (Derivative Knowledge) তিনি বর্ণনার মাধ্যমে সামান্যকে জানা বলেন। যেমন- যুক্তিবিজ্ঞান, জ্যামিতিক বিভিন্ন সূত্র যে সামান্যসত্তা নির্দেশ করে সেটি আমরা বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারি।

## ১.৪ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা-

অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে উক্ত অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি যে, সামান্য প্রসঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রধান উদ্দেশ্য হলো একজাতীয় বিশেষের সমধর্ম বা সাধারণ ধর্ম সামান্যের মন-নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করা। যেমন- প্লেটোর সামান্যতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো সামান্যই প্রকৃত সৎ এবং বিশেষ তার অনুলিপি বা প্রতিচ্ছবিমাত্র। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো সামান্য যদি একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সমধর্ম হয় তাহলে তা বিশেষ থেকে স্বতন্ত্র হবে কীভাবে? তা যদি হয় তাহলে আমাদের এটি স্বীকার করতে হয় যে, সামান্য পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা। তাহলে সেটি দাবি করার জন্য বিশেষের সমধর্ম বলার আবশ্যিকতা থাকেনা। আর তখন

এটিও স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকেনা যে, দৃষ্টান্তহীন কেবল সামান্য (Mere Universals) আছে। সেক্ষেত্রে পক্ষীরাজ ঘোড়াত্ব বা এধরণের যেকোনো অলীক বস্তুর সামান্যসত্তা স্বীকার করতে হয়।

আসলে প্লেটোর সামান্যতত্ত্বের যৌক্তিকদিকের গুরুত্ব থাকলেও অতিবর্তী আধিবিদ্যক অংশে আমরা লক্ষ্য করি যে, সবকিছুর মূলে পরম সত্তাকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে মান্যতা প্রদান করায় অনেকাংশে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। এর কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে যে, প্রতিটি ভাবনা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেই সময়ের প্রভাব উক্ত ভাবনায় কমবেশি প্রতিফলিত হয়। প্লেটোর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। যেমন- তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক হেরাক্লিটাস-এর (Heraclitus) তত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, সব কিছুই ক্ষণিক। দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার জগৎ সদা পরিবর্তনশীল এবং কোন কিছুই স্থির নয়। উক্ত মতের আংশিক স্বীকৃতি স্বরূপ প্লেটোর তত্ত্বে লক্ষ্য করা যায় যে, সবকিছুই ক্ষণিক নয় কিন্তু দৃশ্যমান জগৎ সদা পরিবর্তনশীল। কাজেই দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান হয়না, মতামত (Opinion) প্রদান করা যায় মাত্র। যদিও ভৌতবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান যথার্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভৌতবিজ্ঞানের পরিধি হল কেবল দৃশ্যমান জগৎ। কিন্তু একজন দার্শনিকের কাছে অধিবিদ্যার হাতছানি বারবার বিচলিত করবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই

জগৎ যথার্থ, পরিবর্তনশীল প্রভৃতি বলতে দোষ নেই কিন্তু আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা হতেই পারে। অন্যদিকে প্লেটো এলিয়াটিক দার্শনিকদের দ্বারা হয়তো প্রভাবিত হয়ে বলেন যে, পরমসত্তা হল অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং সক্রেটিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হয়তো সামান্যসত্তার নিত্যত্বের কথা বলেন। তাঁর তত্ত্বে উক্ত সকল মতের প্রতিফলন যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনই নিজ মৌলিক চিন্তার প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। ফলে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশেষ পরিবর্তনশীল হলেও সামান্যসত্তা অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং সমগ্র সামান্যসত্তা যে পরম সত্তায় মিলিত হয় তা হল মঙ্গলের ধারণা (The Concept of Good) বা ঈশ্বরের ধারণা (The Concept of God)।

কিন্তু তাঁর তত্ত্বের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলাই বাহুল্য। কেননা, তাঁর পরবর্তী যেসকল দার্শনিক সামান্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকে প্লেটোর সামান্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যেমন- অ্যারিস্টটল তাঁর সামান্যতত্ত্বের শুরুতেই প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের অতিবর্তী আধিবিদ্যক দিক খণ্ডন করেন এবং যৌক্তিক অংশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেন যে, সামান্য বিশেষ অতিবর্তী নয় বরং সামান্য বিশেষে অন্তঃসূত। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে তা সর্বাংশে দোষমুক্ত নয়। কেননা, তাঁর কার্য-কারণতত্ত্ব অনুযায়ী জগতের সকল কিছুর কারণ আছে এবং উক্ত কারণকে প্রথমে তিনি চারভাগে যথা- উপাদান কারণ, আকারগত কারণ, নিমিত্ত কারণ ও চরম কারণে ভাগ করেন। পরবর্তীতে তাকে আবার দুটিভাগে

পর্যবসিত করেন; যথা- আকারগত কারণ এবং উপাদানগত কারণ এবং আকারগত কারণকে উপাদানগত কারণের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দেন। তাহলে এটিও স্বীকার করতে হয় যে, আকার বা সামান্যসত্ত্বা উপাদান বা বিশেষসত্ত্বার তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে সামান্য ও বিশেষকে আর সমপর্যায়ভুক্ত বলা যায় না। ফলে সামান্য ও বিশেষের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। এভাবে আমরা অ্যারিস্টটলের সামান্যতত্ত্বের অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করি। কিন্তু তাঁর মতের প্রভাব আমরা পরবর্তী অনেক দার্শনিকের মধ্যে লক্ষ্য করি।

অন্যদিকে আধুনিক বস্তুবাদী রাসেল প্রথমে প্লেটোর অতিবর্তী বস্তুবাদ খণ্ডন করেন। তাঁর মতে সামান্যের বস্তুগতসত্তা আছে এবং সামান্য বিশেষের বিপরীত ধর্মযুক্ত, বিশেষ ধ্বংস হলেও সামান্য অবিনশ্বর। আর তা যদি হয় তাহলে সামান্য ও বিশেষ পরস্পর স্বতন্ত্র বলতে হয়। কিন্তু সামান্য সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ ধর্ম হয়েও কিভাবে বিশেষ থেকে উচ্চ পর্যায়ভুক্ত সত্তা হয় তার সদুত্তর রাসেলের সামান্যতত্ত্বে নেই। সেই কারণে আমরা লক্ষ্য করবো পরবর্তী অনেক দার্শনিকগণ সামান্য এবং বিশেষকে সমপর্যায়ভুক্ত বলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে নামবাদ

সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে নামবাদী চিন্তাধারার প্রধান লক্ষ্য হলো সামান্যের মন-নিরপেক্ষ, বিমূর্ত, বিশেষ অতিরিক্ত সত্তা স্বীকার না করা। তাঁদের মতে সামান্য হলো একজাতীয় বিশেষকে প্রকাশের শ্রেণীবাচক নাম। মানুষ তাদের মনের ভাব সহজে আদান প্রদানের জন্য এরূপ শ্রেণীবাচক নাম সৃষ্টি করেছেন। সেহেতু এরূপ মতবাদকে নামবাদ বলা হয়। মূলত বস্তুবাদকে খণ্ডন করার মধ্য দিয়ে নামবাদী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। বস্তুবাদী চিন্তাধারায় যেখানে বলা হয় যে, সামান্য হলো একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ ধর্ম, যা ব্যক্তিমন নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করতে পারে। আবার কোন কোন বস্তুবাদী এটিও বলেন যে, সামান্যধর্ম বিশেষ অতিবর্তী এবং সম্ভবত ঈশ্বর সৃষ্ট। সেখানে নামবাদীরা দাবি করেন যে, সামান্য যদি বিশেষ অতিবর্তী এবং ঈশ্বর সৃষ্ট হয় তাহলে সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা বিভ্রান্তিকর হয়। বস্তুবাদী চিন্তাধারা সামান্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, কিন্তু নামবাদী চিন্তাধারা বিশেষকে কেন্দ্র

করে গড়ে ওঠে। এরূপ নামবাদী চিন্তার প্রথম সূত্রপাত হয় মধ্যযুগীয় দার্শনিক পিটার অ্যাবেলার্ড (Peter Abelard)-এর হাত ধরে। এর পরে আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জর্জ বার্কলের (George Berkeley) দর্শনে অনেক বিস্তারিতভাবে এই মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে সমকালীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যায় ডাব্লু. ভি. ও. কোয়াইন (W.V.O. Quine), এইচ. এইচ. প্রাইস (H. H. Price) প্রমূখের দর্শন ভাবনায় উক্ত মতবাদের প্রতিফলন ঘটে। এই অধ্যায়ে আমি মূলত পিটার অ্যাবেলার্ড, জর্জ বার্কলে, এইচ. এইচ. প্রাইস এবং কোয়াইন-এর মত আলোচনা করবো।

## ২.১ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে পিটার অ্যাবেলার্ড (Peter Abelard)-এর মত-

পিটার অ্যাবেলার্ড হলেন মধ্যযুগীয় সামান্য সম্পর্কিত নামবাদের জনক। তাঁর মতে সামান্য ব্যক্তি মন-নিরপেক্ষ বিমূর্ত সত্তা নয় বরং সামান্য হলো একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর শ্রেণীবাচক নামমাত্র বা তাৎপর্যপূর্ণ একটি শব্দ। [... his claim that a universal is a name (nomen) or significant word (sermo)]।[1] তিনি পূর্বপক্ষ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে মূলত তিনটি ভাগে আলোচনা করেন। যথা- বস্তুগত সারসত্তাবাদী (Material Essence Realism), অভিন্ন

[1]Jeffrey E. Brower and Kelvin Guilfoy, eds., *The Cambridge Companion to Abelard*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 65.

সত্তাবাদী (Indifference Realism) এবং যৌথ সত্তাবাদী (Collective Realism)।[2]

বস্তুগত সারসত্তাবাদ অনুসারে জাগতিক সমজাতীয় বিভিন্ন বিশেষ বস্তুর মধ্যে তারতম্য থাকলেও তাদের সামান্যসত্তা অভিন্ন, জাগতিক বিভিন্ন বস্তু পরিবর্তীত হলেও সামান্যসত্তা অপরিবর্তনীয়, জাগতিক বিভিন্ন বস্তু ক্ষণিক হলেও সামান্যসত্তা নিত্য। যেমন- দ্রব্য, গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ, অবস্থান, সময় প্রভৃতি। আবার বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত ব্যক্তি বা বস্তু অস্থায়ী হলেও সেই বস্তুর সামান্যসত্তা অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর এবং একটি বিশেষ অন্য বিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তভাবে অবস্থান করে। সেক্ষেত্রে সম্বন্ধযুক্ত বিশেষ পরিবর্তনশীল হলেও সম্বন্ধরূপ সামান্যসত্তা অপরিবর্তীত থাকে। যেমন- যখন আমরা বলি যে, 'কলমটি টেবিলের উপরে অবস্থিত' তখন বিশেষ বস্তু 'কলম' এবং 'টেবিল' পরিবর্তীত হলেও 'উপরে' এরূপ সামান্যসত্তা অপরিবর্তীত থাকে। কিন্তু পিটার অ্যাবেলার্ডের মতে বস্তুগত সারসত্তাবাদ (Material Essence Realism) মানলে বিশেষের বিশেষত্ব বিনষ্ট হয়। কেননা, যদি কোন বিশেষের বিশেষ নামক কোন গুণ স্বীকার করা না হয় এবং বলা হয় যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি মুখ্য নয় বরং তাদের সামান্যসত্তা মুখ্য তাহলে একটি বিশেষ থেকে অন্য বিশেষের পার্থক্য করা যায় না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, স্থান-কাল ভেদে বিশেষ যেমন ভিন্ন

[2]Brower and Guilfoy, eds., *The Cambridge Companion to Abelard*, 66.

তেমনই তাদের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন ভিন্ন। সেহেতু বিশেষ বিশেষ বস্তুর অভিন্ন সামান্যসত্তা স্বীকৃতি বিভ্রান্তিকর। তাছাড়া বস্তুবাদ মানলে সামান্যকে বিশেষ পূর্ববর্তী সত্তা হিসেবে স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ সামান্যকে পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা বলতে হয়। আর তা যদি হয় তাহলে সামান্যধর্ম হলো বিশেষের সমধর্ম এরূপ উক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই কারণে অ্যাবেলার্ড সামান্যধর্মকে অভিজ্ঞতালব্ধ পরতঃসাধ্য ধারণা বলেন এবং সামান্যকে সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর শ্রেণীবাচক নাম বলেন।

অন্যদিকে অভিন্ন সত্তাবাদ (Indifference Realism) অনুসারে সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে অন্তত কিছু বৈশিষ্ট্য অভিন্নরূপে বিদ্যমান। আর উক্ত অভিন্ন বৈশিষ্ট্যই হলো সামান্যসত্তা। যেমন- যখন আমরা বলি যে, 'সক্রেটিস' ও 'প্লেটো' উভয়ই মানুষ শ্রেণীর সদস্য তখন মনুষ্য শ্রেণীরূপ সামান্যসত্তা স্বীকার করতে হয়। কেননা, অন্তত কিছু বৈশিষ্ট্য দুজনের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান। যেমন- তারা দুজনেই মানুষ, দুজনেই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মরণশীল জীব। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, দুজনের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' নামক সাধারণ ধর্মটি বর্তমান। কিন্তু পিটার অ্যাবেলার্ড মনে করেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি একই সাথে বিশেষ ও সামান্য হতে পারে না। সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য সামান্য এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য বিশেষ এরূপ ধারণা বিভ্রান্তিকর। কেননা, বিশেষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষযোগ্য হলেও সামান্যসত্তা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। সুতরাং বিশেষ ব্যক্তিই স্বীকৃত, কেবল সামান্যসত্তা (Mere Universals) স্বীকৃত নয়।

আবার যৌথ সত্তাবাদ (Collective Realism) অনুসারে বিশেষ সংগৃহীত হয়ে সামান্য গঠিত হয়। যেমন- বিশেষ বিশেষ মানুষ নিয়ে গঠিত শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম হল 'মনুষ্যত্ব'। যদিও উক্ত সামান্যসত্তা বিশেষ অতিবর্তী এবং অভিন্ন। কিন্তু সামান্যধর্ম যদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক সত্তা হয় তাহলে তা বিশেষ অতিবর্তী সত্তা হতে পারে না। আবার বিশেষ বিশেষ বস্তুর বৈশিষ্ট্য কীভাবে অভিন্ন হতে পারে? সেহেতু বলা যায় যে, সামান্য শুধুই নামমাত্র (Mere Name)। ব্যক্তি অতিরিক্ত সামান্যসত্তা স্বীকারের কোন উপযুক্ত প্রমাণ না থাকার জন্য সামান্য স্বীকারের কোনো যথার্থতা থাকে না।

কিন্তু প্রশ্ন হল সামান্য স্বীকার না করলে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যাবে কীভাবে? মানুষকে মানুষ হিসেবে জানতে হলে পূর্ববর্তী মানুষের ধারণা বা আকার জানা প্রয়োজন। যার সাদৃশ্য দেখে ব্যক্তি-মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। আবার কেবল বিশেষ স্বীকার করলে বলতে হয় যে, সমগ্র জগৎ কেবল বিশেষ দিয়ে গঠিত। সেক্ষেত্রে জাগতিক সকল বস্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলতে হয় এবং জগৎ শৃঙ্খলের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। যদিও এপ্রসঙ্গে অ্যাবেলার্ড বলেন যে,

> "God conceives an exemplar or model in his mind before he makes individuals."[3]

[3]Kevin Guilfoy, "Peter Abelard (1079—1142)," *Internet Encyclopedia of philosophy,* https://iep.utm.edu/abelard/, (accessed December 29, 2022).

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, ঈশ্বরের ধারণার (The Idea of God) কী অন্যান্য সামান্যের মতো নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) আছে? নাকি শুধুই পূর্বস্বীকৃতি (Mere Presupposition)? কিন্তু ঈশ্বরের ধারণার কোন নির্দেশক মূল্য জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু বলতে হয় যে, ঈশ্বরের ধারণা পূর্বস্বীকৃত। সুতরাং পিটার অ্যাবেলার্ডের মতবাদ প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের বস্তুবাদের মতই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। আবার অন্যভাবে তাঁর মতবাদের দোষ দেখিয়ে বলা যায় যে, সামান্য বলে বা সামান্যের ধারণা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে ব্যক্তি বিনষ্ট হলে ব্যক্তিবিশেষক নামও কী বিনষ্ট হয়? আবার কোন ব্যক্তি বা বস্তু কিছুকাল বিনষ্ট হয়ে আবার যদি ওই জাতীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তু পুনরায় উৎপন্ন হয় তাহলে তার প্রতি কোন্ নাম প্রযোজ্য হবে? তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে যদি নামকরণ করা হয়, তাহলে একজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামের অধিকারী হবে। কিন্তু সাধারণত কোন একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে যে নামে চিহ্নিত করা হয় তা সর্বদাই একই নামে চিহ্নিত করা হয়, বিভিন্ন সময়ে তা পরিবর্তন হয় না। এই সকল সমস্যার কোন সদুত্তর তাঁর মতবাদ দিতে অক্ষম।

## ২.২ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে জর্জ বার্কলের (George Berkeley) মত-

অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে নামবাদের অন্যতম পুরোধা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জর্জ বার্কলের (George Berkeley) মতে সামান্য একটা নামমাত্র, একজাতীয় বস্তুর একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবাচক নাম, তদতিরিক্ত সামান্যের মন-নিরপেক্ষ কোনো বিমূর্ত অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাঁর মতে সামান্য হলো এমনই সাধারণ ধারণা যা একজাতীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে একটি শব্দ বা একটি ধারণা দ্বারা প্রকাশের বিশেষ কৌশল। তা কখনই ব্যক্তি বা বস্তু অতিবর্তী বিমূর্ত ধারণা হতে পারেনা। যেমন- 'বিদ্যালয়' এই ধারণাটি মনুষ্য আরোপিত একটি ধারণা। যেটি বলতে আমরা বুঝি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক প্রভৃতি সহযোগে যেখানে পঠন পাঠন হয় তাকে বিদ্যালয় বলে। কিন্তু যার সঙ্গে পঠন পাঠনের কোনো যোগ নেই, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক নেই অথচ তা একটি বিমূর্ত বিদ্যালয়ের ধারণা হতে পারে সেটি বার্কলের মতে স্বীকৃত হবে না। অর্থাৎ কোন ধারণা গড়ে ওঠে বিশেষের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। আসলে অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিতে এটি কখনোই স্বীকৃত নয় যে, ধারণা বিশেষ পূর্ববর্তী। কিন্তু বস্তুবাদ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ধারণা বা সামান্যসত্তা বস্তুগতভাবে সৎ এবং মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। সেক্ষেত্রে ধারণাকে পূর্বতঃসিদ্ধ আবশ্যিক বলতে হয়। আর তা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে সামান্যসত্তা বিশেষ

অতিবর্তী এবং বিমূর্ত বলতে কোনো বাধা থাকে না। সেই কারণে বার্কলের মতে সাধারণ ধারণা স্বীকৃত হলেও বিমূর্ত সাধারণ ধারণা অর্থাৎ কেবল মন সৃষ্ট বিমূর্ত সাধারণ ধারণা স্বীকৃত নয়।

আসলে বার্কলের নামবাদ জন্ লকের (John Locke) সামান্য সংক্রান্ত মতবাদের বিরোধিতার ফসল বলে মনে হয়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন্ লকের মতে সামান্য বলে বাহ্য জগতে বিশেষ বস্তু অতিরিক্ত কোন সত্তা না থাকলেও মনোজগতে সামান্যের ধারণা বিদ্যমান। সামান্য সম্পর্কে যদি কোন মানসিক চিত্র মনের মধ্যে না থাকে তাহলে স্মৃতি থেকে একজাতীয় বস্তুকে চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হবে না। এই কারণে লকের সামান্য সংক্রান্ত মতবাদকে প্রত্যয়বাদও (Conceptualism) বলা হয়। তিনি মনে করেন যে, সামান্য মন সৃষ্ট এক প্রকার জটিল ধারণা। যেমন- সকল ঘটের সাধারণ ধর্ম ঘটত্ব, সকল পটের সাধারণ ধর্ম পটত্ব প্রভৃতি। সমজাতীয় বিভিন্ন ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গোচর হলে তার সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে সরল ধারণা তৈরি হয়। তারপর মন সক্রিয়ভাবে তা থেকে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির বিমূর্ত সাধারণ ধারণা গঠন করে। তদতিরিক্ত সামান্যের কোনো মন-নিরপেক্ষ বস্তুগতসত্তা নেই। বিশেষ বিশেষ বস্তুবাচক শব্দের নির্দেশক মূল্য হিসেবে আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তু পাই আবার, সাধারণ শব্দবাচক ধারণার নির্দেশক মূল্য হিসেবেও আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুকে চিহ্নিত করি। তাহলে এটিই বলা শ্রেয় যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু আছে এবং তাদের একত্রে প্রকাশের জন্য আমরা এক শ্রেণীর অন্তর্গত করে বাক্য

ব্যবহার করি। যেমন- ঘট বলতে আমরা যেমন বিশেষ ঘটকে বুঝি তেমনই ঘট শব্দের একটি শ্রেণীবাচক রূপও আছে। সেটি হলো সমগ্র ঘটকে বোঝানোর ক্ষমতা। তাহলে ঘট শব্দটি যখন বিশেষ ঘটকে বোঝায় তখনও যেমন ঘট শব্দের নির্দেশক মূল্য ঘট নামক বস্তু, আবার ঘট বলতে যখন সমগ্র ঘটকে বোঝায় তখনও তার নির্দেশক মূল্য হলো ঘট নামক বস্তু। কিন্তু ঘটকে বোঝায় না অথচ কেবল ঘটত্ব জাতির কোনো বস্তুগতমূল্য থাকতে পারে না। আর যখনই আমরা বিশেষ ঘট এবং ঘটত্ব জাতির ভিন্ন ভিন্ন সত্তা স্বীকার করি তখনই তাদের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। সেই কারণে বার্কলে সামান্যসত্তার মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার না করে বরং বলেন যে, সামান্য হলো একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝানোর শ্রেণীবাচক নাম। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্যের বিমূর্ত ধারণা অস্বীকার করেন এবং লকের মতবাদের বিরোধিতা করে বলেন,

> “For example, does it not require some pains and skill the general idea of a triangle (which is yet none of the most abstract, comprehensive, and difficult); for it must be neither oblique nor

rectangle , neither equilateral nor scalene , but all and none of these at once?"[4]

অর্থাৎ আমরা এমন কোন বিমূর্ত ত্রিভূজের চিন্তা করতে পারি না যা সমবাহু, বিষমবাহু, সমদ্বিবাহু নয় আবার সমকোণী বা বিষমকোণীও নয়। ত্রিভূজ হতে গেলে উপরের কোন একটি বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো সাধারণ ধারণা কীভাবে স্বীকার করা সম্ভব? বা যদি কোন সত্তা পূর্বতঃসিদ্ধ আকারে না থাকে তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে বলি যে, 'সমজাতীয় বস্তু'? সমজাতীয় আমরা তখনই বলতে পারি যখন আমাদের পূর্বে সমজাতীয় কাকে বলে সেটি জানা থাকে। আসলে বিশেষ আছে এবং তাদের সমজাতীয় ধর্মও আছে। তা না হলে আমরা কখনোই বলতে পারিনা যে, এই এই বস্তুগুলো এই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রেণীকরণ করা সম্ভব হতো না যদি না সেটি বাস্তবিক সাদৃশ্যযুক্ত হতো। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে বস্তু সমজাতীয় এবং মানুষ তার আবিষ্কর্তা বা শ্রেণীর নামদাতা বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তি শ্রেণীবাচক নাম প্রদান না করলেও স্বভাবগতভাবেই তা সমজাতীয়। যেমন- প্রকৃতিতে বিভিন্ন গাছের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটি নারকেল গাছের সঙ্গে অন্য একটি নারকেল গাছের যে সাদৃশ্য আছে তা আমাদের বুঝতে

[4]J. Berkeley, *A Treatise Concerning The Principles of Human Knowledge*, (Philadelphia: J.B. Lippincott & Co.), 181-182.

ভুল হয় না। আবার একটি নারকেল কলকাতায় দেখে যেমন বলা যায় যে, সেটি একটি নারকেল তেমনই আসানসোলে দেখলেও সেটি যে নারকেল তা বুঝতে ভুল হয়না। অর্থাৎ স্বভাবতই যদি তারা সাদৃশ্যপূর্ণ না হতো তাহলে আমরা চিহ্নিত করতে পারতাম না। আরও ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমরা সমজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে চিহ্নিত করলাম অর্থাৎ আবিষ্কার করলাম কিন্তু সমজাতীয়তা সৃষ্টি করলাম না।

কিন্তু কৃত্রিমভাবে বা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমজাতীয় বস্তু তৈরি করা সম্ভব? তাহলে কি বলা যাবে যে, সমজাতীয়তা ব্যক্তি-সৃষ্ট? আরও প্রশ্ন হলো একজাতীয় বস্তুগুলো কী একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন? নাকি সাদৃশ্যপূর্ণ? কেননা, একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন হলে একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা লক্ষ্য করি যে, একটি বস্তু অন্য বস্তুর থেকে অন্তত স্থান-কালগতভাবে ভিন্ন। তাছাড়া আরও অন্যান্য বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে। উক্ত সাদৃশ্যতার ধারণা প্রসঙ্গে আমরা সমকালীন নামবাদী এইচ. এইচ. প্রাইস-এর মত পর্যালোচনা করবো।

## ২.৩ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে এইচ. এইচ. প্রাইস (H. H. Price)-এর মত-

এইচ. এইচ. প্রাইস মনে করেন যে, আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি বা জানার চেষ্টা করি তখন সেটি কোন না কোন ধর্মযুক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন- যদি বলা হয় আপেল কী? আসলে তখন আমরা আপেলের গঠন সম্পর্কে জানতে চাই। সেক্ষেত্রে তার আকার, রং প্রভৃতি দ্বারাই আমরা সেটি বর্ণনা করি। আবার আমরা যখন বলি আপেলটি টেবিলের উপর রাখা আছে। তখন আপেলের সঙ্গে টেবিলের সম্বন্ধ প্রকাশ করে বলা হয় যে, 'উপরে অবস্থিত'। এরূপ 'ধর্ম' এবং 'সম্বন্ধ'-কে প্রাইস সামান্য ধারণা বলেন এবং তার প্রকৃতিকে সাদৃশ্যতত্ত্বের (Theory of Resemblance) দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, বস্তুর গুণ এবং সম্বন্ধ আমাদের এটি দেখায় যে প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তনশীল। কেননা, একটি বস্তুর গুণ আরেকটি বস্তুর গুণের থেকে আলাদা এবং একটি বস্তু একটি সময়ে একটি গুণযুক্ত হলেও পরবর্তীতে আবার ভিন্ন গুণযুক্ত হতে পারে। যেমন- একটি আম একটি সময়ে সবুজ থাকলেও তা অন্য সময়ে লাল রঙের হতে পারে। আবার একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সঙ্গে যে সম্বন্ধে যুক্ত সেভাবে প্রতিটি বস্তু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। প্রতিটি বস্তু একে অপরের সঙ্গে অনন্য সম্বন্ধে (Unique Relation) যুক্ত থাকে।

প্রসঙ্গত তিনি প্লেটোর অতিবর্তী বস্তুবাদ যেমন মানেন না তেমনই অ্যারিস্টটলের সামান্যতত্ত্বের সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করেন। অ্যারিস্টটলের সামান্যতত্ত্বে বলা হয় যে, সামান্যসত্তা বিশেষের মধ্যে অবস্থিত (Universals in Things)[5], বিশেষ অতিবর্তী নয়। কিন্তু কোন সামান্যধর্ম যেমন লালত্ব যদি কোন একটি বিশেষ টমেটোর মধ্যে অবস্থান করে তাহলে তা কীভাবে অন্যান্য অনেক টমেটোর মধ্যে অবস্থান করতে পারে? আবার টমেটো যখন বাদামি রঙের হয় তখন ওই লালত্ব (যা টমেটোর মধ্যে অবস্থান করে) কোথায় অবস্থান করে? অথবা এই বাদামি হওয়া কীভাবে সম্ভব হলো?

আবার কোনকিছুর মধ্যে (In) অবস্থান করে বললে এটিও বোঝায় যে, দুটি বস্তু আছে এবং একটির মধ্যে অন্যটি অবস্থান করে। যেমন- 'আপেল বাক্সের মধ্যে অবস্থান করে' বললে বোঝায় যে, আপেল এবং বাক্স ভিন্ন ভিন্ন বস্তু এবং একটি অন্যটির মধ্যে অবস্থান করে। তা যদি হয় তাহলে সামান্য বিশেষের মধ্যে অবস্থান করে বললে বোঝায় যে, সামান্য এবং বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় এবং সামান্য বিশেষের মধ্যে অবস্থান করে। এমনটি আমরা প্লেটোর সামান্যতত্ত্বেও লক্ষ্য করি, সেখানে সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর থেকে ভিন্ন। সেটি হলে সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ স্থাপন বিভ্রান্তিকর হয়। সেই কারণে আধুনিক যুগের প্রায় সকল সামান্যতাত্ত্বিকরা এমনটি বলেন না যে, সামান্য এবং বিশেষ

[5]H. H. Price, "Universals and Resemblances," *Metaphysics Contemporary Readings*, ed. M. J. Loux (London: Routledge, 2008), 23.

ভিন্ন ভিন্ন বরং এটি স্বীকার করেন যে, সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। আবার সামান্যসত্তাকে যদি বিশেষ অতিবর্তী বলা হয় তাহলে সামান্য বিশেষের তুলনায় উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন একটির সঙ্গে অন্যটির সম্বন্ধ প্রকাশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা সামান্য এবং বিশেষকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন।

এপ্রসঙ্গে প্রাইস মনে করেন যে, বিশেষ অতিরিক্ত সামান্যসত্তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। সেই কারণে তিনি বলেন যে, সামান্য এই শব্দটি গ্রীক যুগে প্রাধান্য পেলেও আজ অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছে। সেখানে তিনি বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম (Characteristics) শব্দটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।[6] সেক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। যেটিকে তিনি আধুনিক যুক্তি বিজ্ঞানের বিধেয়ের ধারণা (Mx, xLy প্রভৃতি) দ্বারা ব্যক্ত করতে চান। এখানে 'Mx'-এর ক্ষেত্রে 'M' হলো বিধেয় প্রতীক এবং 'x' হলো ব্যক্তি বা বস্তু-গ্রাহক এবং 'xLy'-এর ক্ষেত্রে 'L' হলো সম্বন্ধের প্রতীক এবং 'x', 'y' হলো ব্যক্তি-গ্রাহক। উক্ত গ্রাহকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম স্থাপন করে বচন পাওয়া সম্ভব। যেমন- আমরা যখন বলি আপেল (a) হয় লাল (R) তখন সেটি লেখা হয় 'Ra'। অর্থাৎ প্রথমে বড়ো হাতের অক্ষরে বিধেয়ের প্রতীক (R) এবং তার পরে বস্তু বিশেষক নাম (a)। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন গুণের ধারণা একত্রে ব্যক্ত করা হয়। আবার আমরা

[6]Price, "Universals and Resemblances," 22.

যখন বলি যে, সূর্যের আলোর রঙ লাল বা আবিরের রং লাল সেক্ষেত্রে লাল গুণ সকলের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলেও প্রাইসের মতে তার তারতম্য আছে। অর্থাৎ আপেলের রঙ যেমন লাল সূর্যের রঙ হয়তো তেমন লাল নয় আবার আবিরের রঙের লাল আভা হয়তো অন্য রকম। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। সেই কারণে তিনি কোন সামান্যসত্তার বস্তু-স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পান না। আর অভিন্ন গুণ না থাকার সর্বোচ্চ অন্তরায় হয় সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুগুলোর মধ্যে স্থানগত ভেদ। সেই কারণে তিনি মনে করেন যে, প্রতিটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু একে অপরের থেকে সংখ্যাগতভাবে এবং স্থান-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এদেরকে তিনি একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেন। আর সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুর মধ্যে কীভাবে অভিন্ন গুণ থাকা সম্ভব? সেই কারণে তিনি সবকিছুকে একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেন। ফলত তিনি এটিকে সামান্য না বলে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ বলেন, যেটি তাঁর সাদৃশ্যতত্ত্ব (Theory of Resemblance) নামে পরিচিত।

এক্ষেত্রে কেউ বলতে পারেন যে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে গুণগত অভিন্নতা না থাকলেও সম্বন্ধগত অভিন্নতা থাকে। যেমন- যখন আমরা বলি যে, রাম (r) হল শ্যামের (s) ভাই (B) অর্থাৎ 'rBs'। অথবা যদু (j) হলো মধুর (m) ভাই (B) অর্থাৎ 'jBm'। এসকল ক্ষেত্রে যদু, মুধু, রাম, শ্যাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও ভাই-এর ধারণা উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন। তাহলে অভিন্ন সামান্যসত্তা হিসেবে সম্বন্ধকে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাম, শ্যাম এবং তাদের ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ তা যেমন কেবল তাদের মধ্যের সম্বন্ধ ঠিক তেমনই যদু ও মধু এবং তাদের

ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ কেবল তাদের দুজনের মধ্যের সম্বন্ধ, তা কখনোই অভিন্ন হতে পারেনা। কেননা, দুজনের পরিস্থিতি অভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তবে এটি বলা যায় যে, উক্ত পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

তবে একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ তার মাত্রা তিনি স্বীকার করেন। কোন কোন বস্তু একে অন্যের সঙ্গে সর্বোচ্চ সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে আবার কোন কোন বস্তু তুলনামূলক কম সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে।[7] তবে একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন নয়, সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সেটি নির্ণয়ের সর্বোচ্চ মানদণ্ড হলো স্থানগত ভেদ। যেমন- একটি লাল কালি দিয়ে লেখা সাদা কাগজ এবং একটি নীল কালি দিয়ে লেখা সাদা কাগজ একে অপরের সঙ্গে তুলনামূলক কম সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু দুটি 'A4' সাইজের সাদা কাগজ একে অপরের সঙ্গে সর্বোচ্চ সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, তাদের ক্ষেত্রে অন্য কোন বৈসাদৃশ্য থাক বা না থাক স্থানগত বৈসাদৃশ্যতা আছে। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, দুটি বস্তু যতই সাদৃশ্যপূর্ণ হোক না কেন তারা কখনোই অভিন্ন হতে পারেনা। কেননা সেক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো স্থানগত ভেদ।

সেক্ষেত্রে কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন যে, এটিকে সাদৃশ্যতার মাত্রা না বলে বৈসাদৃশ্যতার মাত্রা বলা যায়। কেননা, সেক্ষেত্রে এটি দেখানো হবে যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন- যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে একজনের

[7]Price, "Universals and Resemblances," 36-37.

সঙ্গে অন্যজনের হয়তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে আকার, রং প্রভৃতি বিষয়ে বৈসাদৃশ্য রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- একটি লাল রঙের জামা এবং একটি নীল রঙের জামার মধ্যে কেবল রং আছে এটুকুই সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যই বরং বেশি। আসলে বৈসাদৃশ্য বা সাদৃশ্য উভয়ভাবেই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা যায় কিন্তু তিনি সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই তার তত্ত্ব গঠন করেছেন, নঙর্থকভাবে অর্থাৎ বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে নয়।

কিন্ত সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো কিসের ভিত্তিতে একটি বস্তু আরেকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যেতে পারে? এর উত্তরে তিনি বলেন যে, যদি সামান্যতত্ত্ব স্বীকার করা হয় তাহলে এটি মানতে হবে যে, একাধিক বস্তু একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এই অর্থে যে, সাদৃশ্য নামক সামান্যধর্ম আছে। সেক্ষেত্রে একটি বস্তু যে আর একটি বস্তুর সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে সে পথ আর খোলা থাকেনা। কিন্তু তিনি বলতে চান যে, কোন বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে যেমন সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে তেমনই বৈসাদৃশ্যপূর্ণও হতে পারে। যেমন- আমরা যখন দুটি পাঁচ টাকার কয়েন লক্ষ্য করি তখন দেখবো যে, তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কেননা তারা সম আকৃতির। আবার অন্যদিকে একটি পাঁচ টাকার কয়েন-এর সঙ্গে একটি দশ টাকার কয়েন-এর মধ্যে এটিই সাদৃশ্য যে, তাদের একটি আকৃতি আছে, যদিও তা সম আকৃতিবিশিষ্ট নয় কিন্তু আকৃতিবিশিষ্ট। আসলে এই মতে সাদৃশ্যতা বস্তুর আভ্যন্তরীণ স্বভাব, বস্তুর স্বকীয় ধর্ম।

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, যদি সাদৃশ্য ধর্মের মাত্রা স্বীকার করা হয় তাহলে কতটা মাত্রা পূরণ হলে আমরা বুঝবো যে, একটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? এর উত্তরে তিনি বলেন যে, একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিচার করে সাদৃশ্যতা নির্ণয় করতে হবে। যেমন- বিভিন্ন গুণগত সাদৃশ্যতা, আকারগত সাদৃশ্যতা, রঙের সাদৃশ্যতা প্রভৃতি এবং প্রয়োজনে তিনি ব্যক্তির সাধারণ বোধের (Commonsense) ওপর জোর দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার সাধারণ বোধ থেকে বুঝবে যে, কোন বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ।

তবে বস্তুবাদে যেভাবে সামান্য ও বিশেষ এবং তার শ্রেণীর ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সাদৃশ্যতত্ত্বে তার ব্যাখ্যা ভিন্ন। যেমন- বস্তুবাদীরা একই সামান্যের বিভিন্ন বিশেষ স্বীকার করেন। অর্থাৎ সামান্য এখানে একটি শ্রেণী যার অন্তর্গত বিভিন্ন বিশেষ এবং বিভিন্ন বিশেষের মধ্যে অভিন্ন শ্রেণীগত গুণ বর্তমান। সেই কারণে তাঁরা বলেন যে, সামান্য যেমন আছে বিশেষও তেমনই আছে। কিন্তু সাদৃশ্যতত্ত্বে শ্রেণীর ধারণা ভিন্ন। এখানে প্রতিটি শ্রেণীকে এক একটি ক্ষুদ্রতম একক শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যেমন- ধরা যাক এখানে লাল হলো একটি শ্রেণী যার সদস্য হলো কিছু টমেটো, কিছু ইট, উদীয়মান সূর্য প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে লাল বস্তু হলো সেটি যেটি উক্ত টমেটো, ইট, উদীয়মান সূর্য প্রভৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে উক্ত বস্তুগুলি একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এই সাদৃশ্যপূর্ণতা সর্বদা খুব ঘনিষ্ঠ নাও হতে পারে, সেই কারণে সাদৃশ্যতার

মাত্রা স্বীকার করা হয়। এখানে শুধু একটি বিষয় প্রাধান্য পায়, সেটি হল একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণতা। কিন্তু শ্রেণীর প্রেক্ষিতে কোন বস্তুগত সামান্যসত্তা স্বীকার করা হয়না। আসলে এক্ষেত্রে শ্রেণী হলো বিশেষের সাদৃশ্যগত শ্রেণী। অর্থাৎ শ্রেণী কখনোই বিশেষ পূর্ববর্তী নয়।

আবার তিনি সাদৃশ্যকে সামান্য হিসেবে স্বীকার করেন।[৪] তিনি বলেন যে, অন্যান্য সামান্য ধারণার মতো সাদৃশ্যও একটি সামান্য ধারণা হতে পারে। যেমন- দুটি জমজ ভাই একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার দুটি গান একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণতা সমভাবে বর্তমান এবং যমজ ভাই ও সাদৃশ্যপূর্ণ দুটি গান একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে অনাবস্থা দোষের আশঙ্কা থাকে। কেননা, সাদৃশ্যকে যদি সামান্য হিসেবে স্বীকার করা হয় তাহলে কোন দুটি বস্তু, যেমন- দুটি গোলাকার আপেল একে অপরের সঙ্গে আকৃতিগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ তেমনই আকারও সাদৃশ্যপূর্ণ, কেননা তা অন্যান্য আকৃতিযুক্ত বস্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে সামান্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করায় অনাবস্থা দোষ হয় (Fallacy of Infinite Regress)।

কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি সাদৃশ্যতার মাত্রা স্বীকার করেন এবং উক্ত দোষ নিরসন করেন। সেটি হলো প্রথম পর্যায়ের সাদৃশ্যতা, দ্বিতীয় পর্যায়ের সাদৃশ্যতা

[৪]Price, "Universals and Resemblances," 35.

প্রভৃতি। যেমন- পূর্বের উদাহরণের সূত্র ধরে বলা যায় যে, দুটি যমজ ভাই এবং দুটি গান কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে? এক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, সাদৃশ্যপূর্ণ পরিস্থিতি বা সাদৃশ্যপূর্ণ সময়ে সেগুলি ঘটে বা ঘটতে পারে। সেহেতু পরিস্থিতিগত বা সময়গত সাদৃশ্যতা রয়েছে। যদিও এই সময়গত বা পরিস্থিতিগত সাদৃশ্যতাকে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের সাদৃশ্যতা বলেছেন। আর যমজ ভাই একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বা একটি গান আর একটি গানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রভৃতি হল প্রথম পর্যায়ের সাদৃশ্যপূর্ণতা। এভাবে তিনি দেখান যে, সাদৃশ্যপূর্ণতা সবক্ষেত্রেই অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের বা দ্বিতীয় পর্যায়ের এভাবে সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত। আসলে সাদৃশ্য হল মৌলিক ও সর্বোচ্চ, যা সর্বক্ষেত্রে সকল বস্তুর মধ্যে কোন না কোনভাবে উপস্থিত। সেহেতু এটিকে আধিবিদ্যক সত্তা বলা যায়। কেননা, সকল বস্তুর মধ্যে কোন না কোনভাবে তা বর্তমান। কিন্তু বস্তুবাদীরা যেভাবে সামান্যের ব্যাখ্যা দেন সেভাবে সাদৃশ্যকে সামান্য হিসেবে প্রকাশ করা যায় না। কেননা, তাঁরা সামান্য এবং বিশেষকে সমপর্যায় বলেন না। তাদের মতে সামান্যসত্তা বিশেষ অতিবর্তী অর্থাৎ সামান্যসত্তা বিশেষ থেকে উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু প্রাইসের মতে বস্তু এবং সাদৃশ্য ধর্ম সমপর্যায়ভুক্ত। সেহেতু সাদৃশ্যমূলক সামান্যসত্তার সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রকাশে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় না।

এভাবে তিনি তার সাদৃশ্যতত্ত্ব দ্বারা অ্যারিস্টটলের তৃতীয় মানবের যুক্তি বা এরকম অনাবস্থা দোষের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেন। কেননা তাঁর মতে,

> "When it is said that 'cathood is a universal' the word 'universal' is itself a general word, just as 'cat' is when we say 'Pussy is a cat'. So according to the Philosophy of Universals, there must be a universal called 'universality'. And if it is a universal, universality must accordingly be an instance of itself. But this is a contradiction. For according to this Philosophy, anything which is an instance of a universal is ipso facto a particular, and not a universal. To get out of this difficulty, the Philosophy of Universals must introduce the notion of 'different orders' too. The word 'universal', it has to say, stands for a second-order universal, whereas 'green' or 'cat' or 'in' stand for first-order ones. This is equivalent to saying that the expression 'a

universal', or the propositional function 'ø is a universal', can occur only in a metalanguage."[9]

কিন্তু প্রশ্ন হলো সাদৃশ্যকে সামান্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করলে বৈসাদৃশ্যকে কেন সামান্যসত্তা বলবো না? কেননা, আমরা যখন বলি একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তখন এটিও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, তারা একে অপরের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। তাহলে সাদৃশ্যকে সামান্যসত্তার মর্যাদা দিলে বৈসাদৃশ্যকেও সামান্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করাই বাঞ্চনীয়। কিন্তু আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর মত পর্যালোচনা করে উক্ত সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

আবার তিনি গুণকে যেমন সামান্যের মর্যাদা দেন তেমনই সম্বন্ধকেও সামান্য হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু সম্বন্ধকে সামান্য হিসেবে স্বীকার করলে অনাবস্থা দোষ ঘটে। যেমন- যদি বলি আপেল (a) হয় গোলাকার (R) তাহলে আপেল (a) (বিশেষ) যেমন অস্তিত্বশীল তেমনই গোলাকারত্বও (R) (সামান্যও) অস্তিত্বশীল। আর এভাবে যদি বলা হয় যে, 'a' হয় 'R', 'b' হয় 'R', 'c' হয় 'R', 'd' হয় 'R' প্রভৃতি তাহলে বলতে হয় যে, 'a', 'b', 'c', 'd' প্রভৃতি 'R'-এর সঙ্গে অভিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত। এভাবে বিভিন্ন সামান্যের বিভিন্ন বিশেষ থাকলে

[9]Price, "Universals and Resemblances," 35.

সেখানেও উক্ত সামান্যের সঙ্গে তাদের বিশেষেরও একটি পৃথক সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। তাহলে এখানে আপেল (a) এবং গোলাকারত্ব (R-ness) সম্বন্ধের অন্তর্গত হয়। আবার সম্বন্ধ সামান্য হওয়ায় তার বিভিন্ন বিশেষ স্বীকৃত যথা 'R-ness', 'S-ness', 'T-ness', 'U-ness' প্রভৃতি। তাহলে 'R-ness', 'S-ness', 'T-ness', 'U-ness' প্রভৃতি এবং সামান্যের সম্বন্ধ বোঝাতে অন্য একটি সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে, ধরি তার নাম 'সম্বন্ধ২'। আবার 'সম্বন্ধ২' নামক সম্বন্ধ যেহেতু সামান্য হওয়ার যোগ্য, তাই 'সম্বন্ধ২' যখন সামান্য তখন তার বিশেষ হল 'সম্বন্ধ'। এভাবে সম্বন্ধকে সামান্য হিসেবে স্বীকার করায় সম্বন্ধগত অনাবস্থা দোষ সৃষ্টি হয়।

## ২.৪ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে ডাব্লু.ভি.ও. কোয়াইন (W.V.O. Quine)-এর মত-

আবার অন্যদিকে কোন কোন নামবাদী মনে করেন যে, সামান্যসত্তা কোনোভাবেই স্বীকৃত নয় বরং তাঁরা একথা বলেন যে, বস্তুজগতে আছে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ। কিন্তু সে গুণ বা সম্বন্ধকে বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য প্রদান করা হয় না। কেননা, সেক্ষেত্রে যেমন বিশেষের সঙ্গে সামান্যের সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায়না তেমনই বিশেষহীন সামান্য স্বীকৃত হতে কোনো বাধা থাকে না অথবা সামান্যসত্তা রোহিত কেবল বিশেষকেও স্বীকার করতে হয়। এপ্রসঙ্গে কোয়াইন-এর বিখ্যাত প্রবন্ধ

'On What There Is' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সামান্যসত্তার বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য প্রদান করলে কাল্পনিক বস্তুর সামান্যসত্তা স্বীকৃতিতে কোনো বাধা থাকে না। সেই কারণে তিনি বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তার অবিচ্ছেদ্য গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকার করেন। যেমন- যদি বলা হয় যে, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয় এমন প্রাণী যা উড়তে পারে। এই বাক্যটি অর্থপূর্ণ, কেননা আমরা রাসেলের বর্ণনাতত্ত্বে লক্ষ্য করি যে, উক্ত বাক্য যেহেতু যৌক্তিকভাবে স্ববিরোধী নয় সেহেতু তা অর্থপূর্ণ। কিন্তু সেই অর্থপূর্ণতা প্রদর্শনের জন্য কোনো ভিন্ন জাগতিক সত্তা স্বীকৃতি আবশ্যিক নয়। কেননা, উক্ত বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা তিনটি বাক্যের সংযৌগিক রূপ। যেমন– 'অন্তত একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে [(∃x)Px]', 'সর্বাধিক একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে [ (x)(y)(Px . Py) ⊃ x=y]' এবং 'যা পক্ষীরাজ ঘোড়া তা উড়তে পারে (x)(Px ⊃ Fx)'। সমগ্রটি সাংকেতিক আকারে লিখলে হয় '(∃x){Px . (x)(y)[(Px . Py) ⊃ x = y]. Fx}'। কিন্তু উক্ত সংযৌগিক বাক্যের প্রথম সংযোগী মিথ্যা। কেননা, বাস্তবে পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই। ফলে সম্পূর্ণ বাক্যটি অর্থাৎ 'পক্ষীরাজ ঘোড়া হয় এমন প্রাণী যা উড়তে পারে' বাক্যটি মিথ্যা।[10] প্রসঙ্গত যুক্তি বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সংযৌগিক বাক্যের অন্তত একটি সংযোগী মিথ্যা হলে সমগ্র সংযৌগিক বাক্য মিথ্যা হয়। আর কোন বাক্য অর্থপূর্ণ তখনই বলবো যখন তা

[10]এক্ষেত্রে রাসেলের 'On Denoting' প্রবন্ধ অনুসরণ করা হয়েছে।
B Russell, "On Denoting," *Mind* Vol. 14, No. 56 (1905): 483-84.

সত্য অথবা মিথ্যা হবে। তা যদি হয় তাহলে 'পক্ষীরাজ ঘোড়াত্ব' এমন সামান্যসত্তা স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু উক্ত বাক্য অর্থপূর্ণ (সত্য বা মিথ্যা) হলেও তার কোনো বস্তুগতমূল্য নেই। কিন্তু অতিবর্তী বস্তুবাদ মানলে এটিও স্বীকার করতে হবে যে, 'পক্ষীরাজ ঘোড়াত্ব' এরূপ সামান্যসত্তার মন-নিরপেক্ষ বস্তুগত সত্তা আছে। কেননা, তাঁদের মতে যেহেতু সামান্য মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল সেহেতু বিশেষ (Particular) আবশ্যিক নয়। যেমন- 'উত্তর দিক' এটি হলো একটি সম্বন্ধগত সামান্য। এরূপ সামান্যসত্তার বিশেষ হিসেবে আমরা ধরতে পারি 'লন্ডন' ও 'এডিনবার্গ' বা 'প্রশাসনিক ভবন' ও 'কলা ভবন' প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে বাক্য হবে 'লন্ডন এডিনবার্গের উত্তর দিকে অবস্থিত' বা 'প্রশাসনিক ভবন কলা ভবনের উত্তর দিকে অবস্থিত' প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তিত হলেও সামান্যসত্তা অপরিবর্তিত থাকে। আবার বিশেষ না থাকলেও অর্থাৎ প্রশাসনিক ভবন ও কলা ভবন না থাকলেও 'উত্তর দিক'- এরূপ সামান্যসত্তার অস্তিত্ব থাকতে কোনো বাধা নেই।[11] কেননা, তাঁদের মতে সামান্যের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। আর তা যদি হয় তাহলে 'পক্ষীরাজ ঘোড়াত্ব' এরূপ সামান্যসত্তাও স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না। কেননা, তার বিশেষ (Particular) অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকা আবশ্যিক নয়।

[11]B. Russell, *The Problems of Philosophy*, (London: Williams & Norgate, 1912), 152-153.

কিন্তু এরূপ কাল্পনিক সত্তাকে সামান্যসত্তার মর্যাদা দিলে আমাদের সত্তার জগৎ অতি বৃহৎ হয়ে পড়ে এবং সত্তার জগতে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেই কারণে সত্তাগত সরলতার জন্য কোয়াইন বিশেষ অতিরিক্ত সামান্যসত্তা স্বীকার করতে নারাজ।[12] তাঁর মতে সামান্যসত্তা বলে কিছু নেই, আছে কেবল বিশেষ বিশেষ নামযুক্ত বস্তু (Name Object) এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য গুণ বা সম্বন্ধ। যেমন- কেবল লাল (Mere Red) অর্থাৎ বিশেষ অতিরিক্ত সামান্যসত্তা হিসেবে লাল-এর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না বরং লাল বলতে বোঝায় তা কোন না কোন বিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ লালের ধারণা। যেমন– 'লাল বাড়ি' বা 'লাল জামা' বা 'লাল সূর্য' প্রভৃতি। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'বাড়ি হয় লাল' তখন এই বাক্যের বিচার্য বিষয় হলো 'অন্তত একটি বাড়ি আছে' এবং 'তার রং লাল'। কিন্তু সমগ্র 'লালত্ব জাতি' বস্তুগতভাবে আছে কি না সেটি বিচার্য বিষয় নয়। এবিষয়ে তিনি "On What There Is" প্রবন্ধে বলেন,

> "We may say, for example, that some dogs are white and not thereby commit themselves to recognising either doghood or whiteness as the entities. 'Some dogs are white' says that some things that are dogs are white; and, in order that

[12]W. V. O. Quine, "On What There Is," *The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly,* Vol. 2, 2/1, (1948): 29.

> statement to be true, the things over which the bound variable 'something' rangers must include some white dogs, but need not include doghood or a whiteness."[13]

এবিষয়ে তিনি আরও মনে করেন যে, বস্তুজগৎ বিভিন্ন বিশেষ এবং তার অবিচ্ছেদ্য গুণ বা সম্বন্ধ দিয়ে গঠিত। আর সেভাবেই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জগৎ ও জাগতিক বিষয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু অতিবর্তী সামান্যসত্তা বা সামান্যের ধারণা ব্যক্তি মন সৃষ্ট, এরূপ মত অহেতুক সত্তাগত জটিলতা সৃষ্টি করে। উক্ত ধারণাগুলিকে ভাষাগতভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সরল আকারে যদি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় তাহলে দেখা যাবে যে, আছে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ। কিন্তু তৎ অতিরিক্ত কোনো বিমূর্ত সত্তা আছে কি নেই সেটি যেমন আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়, তেমনই সেগুলি তিনি মানতেও নারাজ। বস্তুজগৎ সরল এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞানও

---

[13]W. V. O. Quine, "On What There Is," *The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly,* Vol. 2, 2/1, (1948): 13.

সরল কিন্তু সে সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা বা মানুষের ভাবনা বা ভাব প্রকাশের ভঙ্গি জটিল।

কিন্তু কোয়াইনের উক্ত মতবাদ আংশিক গ্রহণীয় হলেও সার্বিকভাবে তা গ্রহণীয় নয়। কেননা, তা সার্বিকভাবে গ্রহণ করলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, জগতের কোন সাধারণ আকার নেই। কেননা, প্রতিটি বস্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হয় তাহলে তাদের যেমন কোনো শ্রেণীর অন্তর্গত করা সম্ভব হয় না, তেমনই তারা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, জগৎ কোন বিচ্ছিন্ন ধারণা নয় বরং শ্রেণী বা সম্বন্ধগত শৃঙ্খলে সমগ্র জগৎ গঠিত। অর্থাৎ জাগতিক প্রতিটি বস্তুর সাধারণ ধর্ম বা সাধারণ আকার আছে। আর সেই সাধারণ আকারই হলো সামান্যসত্তা। কিন্তু কোয়াইনের মতবাদ সার্বিকভাবে গ্রহণ করলে এরূপ সাধারণ আকারের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না।

## ২.৫ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা-

তাহলে বস্তুবাদে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁরা বিশেষ যেমন স্বীকার করেন তেমনই সামান্যও স্বীকার করেন এবং সামান্যের বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগত সত্তার মর্যাদা দেন। যার ফলে সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধগত দোষ সৃষ্টি হয়। আবার অন্যদিকে নামবাদে লক্ষ্য করি যে, তারা বিশেষ যেমন স্বীকার করেন তেমনই বিশেষের গুণ বা সম্বন্ধকেও স্বীকার করেন। কিন্তু সেই গুণ বা সম্বন্ধকে

বিশেষ অতিরিক্ত সামান্যসত্তার মর্যাদা দেন না। ফলে প্রতিটি বস্তু বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেহেতু জগৎ শৃঙ্খল বা জাগতিক সাধারণ আকারের ব্যাখ্যা উক্ত মতে পাওয়া যায় না। তাহলে এমন কোন মতবাদ কি আছে বা থাকতে পারে যেখানে উক্ত দুটি ধর্মই থাকবে অর্থাৎ বিশেষ থাকবে এবং সাধারণ ধর্মও থাকবে অথচ উক্তরূপ কোনো দোষ থাকবে না। সেটি যদি সম্ভব হয় তাহলে জাগতিক বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং জাগতিক সাধারণ আকারের সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে ট্রোপতত্ত্ব

একদিকে বস্তুবাদ যেমন দাবি করে যে, সামান্য বস্তুগতভাবে সৎ ও বিশেষ অতিবর্তী। যেমন- আমরা যখন বলি যে, গোলাপ হয় লাল, টমেটো হয় লাল, সূর্য উদয়ের রঙ লাল প্রভৃতি। তখন বিশেষ বিশেষ বস্তু পরিবর্তীত হলেও লালত্ব গুণ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। কেননা, তা বস্তুগতভাবে সৎ। আর এরূপ সত্তাকে বস্তুগতভাবে সৎ বলা মানে এটিই বোঝানো হয় যে, বিশেষ (Particulars) যেমন আবশ্যিক নয়, তেমনই বিশেষের সমধর্মও আবশ্যিক হতে পারে না। সেহেতু এটি বলা সম্ভব যে, তারতম্যযুক্ত ধর্মবিশিষ্ট (যেমন- গোলাপ হয় লাল, টমেটো হয় লাল, সূর্য উদয়ের রঙ লাল। তখন বিশেষ বিশেষ বস্তু পরিবর্তিত হলেও 'লাল' নামক গুণ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে) বস্তুর মধ্যে অভিন্ন সামান্যসত্তা বিরাজমান বা অভিন্ন সামান্যসত্তাকে তারতম্য ধর্মবিশিষ্ট বিশেষ দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব (যেমন- গোলাপ হয় লাল, টমেটো হয় লাল, সূর্য উদয়ের রঙ লাল। তখন বিশেষ বিশেষ বস্তু পরিবর্তিত হলেও 'লাল' নামক গুণ

সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে)। কিন্তু সেখানে নামবাদ এবং ট্রোপতত্ত্ব উভয়ই আপত্তি করে বলেন যে, তারতম্য ধর্মযুক্ত বিশেষের মধ্যে কখনোই অভিন্ন সামান্যসত্তা অবস্থান করতে পারে না বা তারতম্য ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর অভিন্ন সামান্যসত্তা স্বীকৃতির কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। সেই কারণে কোন কোন নামবাদী সেগুলিকে একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেন, অভিন্ন সামান্যসত্তা নয় (যেমন- এইচ. এইচ. প্রাইস)। অন্যদিকে ট্রোপতত্ত্বে দাবি করা হয় যে, প্রত্যেক বস্তু যেমন একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র তেমনই তাদের গুণও ভিন্ন ভিন্ন।[1]

আবার সামান্যসত্তা প্রসঙ্গে বস্তুবাদীরা যা বলেন নামবাদীরা ঠিক তার বিপরীত কথা দাবি করে বলেন যে, সামান্যের বিশেষ অতিরিক্ত কোনো বস্তুগতসত্তা নেই বরং সমধর্মবিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে একত্রে প্রকাশের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীবাচক নাম তৈরি করেন। যেমন- উপরিউক্ত উদাহরণে গোলাপ হয় লাল, টমেটো হয় লাল, সূর্য উদয়ের রঙ লাল প্রভৃতি ক্ষেত্রে লাল সমজাতীয় ধর্ম পরিলক্ষিত হওয়ায় তাদেরকে একত্রে বোঝানোর জন্য ব্যক্তি 'লাল' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনা করেন। কেননা, তাতে মনের ভাবপ্রকাশের পথ আরও সুগম হয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে শ্রেণীকরণ মনুষ্যসৃষ্ট বা কৃত্রিম। নামবাদীদের মতে স্বাভাবিক বা ওমুক ওমুক বস্তু স্বভাবতই এই শ্রেণীর অন্তর্গত তা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু বস্তুবাদে শ্রেণীকে স্বাভাবিক বলা হয়। অর্থাৎ বস্তু স্বভাবতই

[1]Anna-Sofia Maurin, "Tropes," *Stanford Encyclopedia of Philosophy,* June 11, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/tropes/, (accessed December 30, 2022).

যদি লাল রঙের না হতো তাহলে সেটিকে আমরা লাল শ্রেণীর অন্তর্গত- এই হিসেবে প্রকাশ করতাম না। অর্থাৎ শ্রেণীর ধারণা মনুষ্য আরোপিত নয়, বরং মনুষ্য আবিষ্কৃত।

কিন্তু ট্রোপতত্ত্ব উক্ত দুটি মতের কোনোটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে না। প্রথমত, তাঁদের সামান্য ধারণা ব্যাখ্যার ধরণ ভিন্ন। তাঁরা একজাতীয় বস্তুর সমধর্ম যেমন স্বীকার করেন না, তেমনই বিশেষ বিশেষ বস্তু যে একজাতীয় হতে পারে এটিও মান্যতা দেন না। আর তা যদি হয় তাহলে সামান্যধর্ম বলে যেমন কিছু হয় না, তেমনই সামান্যসত্তা ব্যক্তিসৃষ্ট শ্রেণীবাচক নাম বলার মধ্যেও সার্থকতা থাকে না। তাঁরা মনে করেন যে, পরস্পর সংখ্যা বা স্থান- কালগত ভেদ বিশিষ্ট বস্তুর অভিন্ন গুণ বা অভিন্ন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, প্রতিটি বিশেষ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার অন্যতম লক্ষণ হলো সংখ্যাগত ও স্থান-কালগত ভিন্নতা। আর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের কখনোই অভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধ কোনোটিই অস্বীকার করেন না। তাঁরা দাবি করেন যে, বিশেষ যেমন স্বতন্ত্র তেমনই তাদের গুণ ও সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ তাঁরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ ও সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাঁরা বিশেষকে মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars)

বলেন এবং গুণ ও সম্বন্ধকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বলেন।[2] যেমন- যখন বলা হয় যে, 'টমেটো হয় লাল' তখন বোঝানো হয় যে, কোন একটি বিশেষ টমেটো এবং তার লাল রঙ। তেমনই আবার যখন বলা হয় যে, পোড়া ইট হয় লাল রঙের তখন আসলে এটি বোঝানো হয় যে, কোন একটি বিশেষ পোড়া ইট এবং তার লাল রঙ। সুতরাং এখানে বিশেষ যেমন স্বীকার করা হয়, তেমনই গুণ বা সম্বন্ধকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু গুণকে বিশেষ স্বতন্ত্র বা একাধিক বিশেষের অভিন্ন গুণ হিসেবে স্বীকার করা হয় না। স্থান-কাল বা সংখ্যাগতভাবে ইট বা টমেটো বা অন্য কিছু যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনই তাদের একটির গুণ বা সম্বন্ধের সঙ্গে অন্যটির গুণ বা সম্বন্ধ অভিন্ন হতে পারে না, সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে। ফলে এমন মতবাদে এটি বলার কোনো অবকাশ থাকে না যে, সামান্যসত্তা বিশেষ অতিবর্তী বা বিশেষ স্বতন্ত্র বা বিশেষ অতিরিক্ত বিমূর্তসত্তা।

## ৩.১ ট্রোপতত্ত্ব প্রসঙ্গে জি. এফ. স্টাউট (G. F. Stout)-এর মতঃ-

সামান্যের ধারণা প্রসঙ্গে এরূপ অভিনব তত্ত্বের প্রণেতা হলেন জি. এফ. স্টাউট (G. F. Stout)। আমরা জাগতিক নানা বিষয়ের একত্রীকরণ বা সাধারণ আকার

[2]Anna-Sofia Maurin, "The Nature of Tropes," *Stanford Encyclopedia of Philosophy,* June 11, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/tropes/, (accessed December 30, 2022).

লক্ষ্য করি। যেমন- অনেকগুলি সমগুণযুক্ত বস্তুর সাধারণ রূপ হিসেবে আমরা একটি নির্দিষ্ট গুণকে চিহ্নিত করি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অনেকগুলি লাল রঙের বস্তুর সাধারণ গুণ হলো লালত্ব। এছাড়াও আমাদের মানব দেহে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সমগ্র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, ফলে এখানে স্নায়ুতন্ত্র হল এমন একটি একক যার দ্বারা বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালিত হয়। এগুলি সাধারণীকরণের সরলরূপ হলেও দার্শনিক বিশ্লেষণে আমরা অনেক গভীর প্রশ্নের সন্মুখীন হই। যেমন- বলা হয় যে, আধিবিদ্যক আলোচনার অন্তর্গত সাধারণসত্তা বা সামান্যসত্তা কি স্বসত্তাবান নাকি মনুষ্যসৃষ্ট? এটি কি শাশ্বত, না কি ক্ষণিক? তা কি অপরিবর্তনীয় নাকি পরিবর্তনশীল? এপ্রসঙ্গে জি. এফ. স্টাউটের বক্তব্য হল,

> "...the unity of a class or kind is quite ultimate, and that any attempt to analyse it leads to a vicious circle."[3]

তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা আধুনিক কালের অনেক বস্তুবাদী দার্শনিক যেমন- রাসেল, জনসন প্রমুখ মনে করেন যে,

[3]G. F. Stout, "The Nature of Universals and Propositions," *Annual Philosophical Lecture, Henriette Hertz Trust,* (December 14, 1921), 1.

> "...qualities and relations, as such, are universals. A plurality of particular things, sharing a common character, is a logical class, signified by a general term."[4]

আর বিভিন্ন বিশেষ হলো জাতিগত শ্রেণীর (Connotative Class) নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) । কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, আমরা নির্দেশক মূল্য থেকে জাতিগত শ্রেণী গঠন করি? অথবা জাতিগত শ্রেণী থেকে নির্দেশক মূল্য অনুসন্ধান করি? যদি জাতিগত শ্রেণী থেকে নির্দেশক মূল্য খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে জাতিগত শ্রেণী বা সামান্যসত্তাকে শাশ্বত বলতে হয়। আর যদি নির্দেশক মূল্য থেকে জাতিগত শ্রেণী গঠন করি তাহলে তা শাশ্বত নয়। সামান্য প্রসঙ্গে বস্তুবাদ (Realism), নামবাদ (Nominalism), ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory), বস্তুস্থিতিতত্ত্ব (Theory of States of Affairs) প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে বিবাদের অন্যতম মূল বিষয় হলো এটি।

এপ্রসঙ্গে ট্রোপতাত্ত্বিক স্টাউট মনে করেন যে, সামান্য কোন শাশ্বত ধারণা নয়, তা বিশেষ থেকে নিঃসৃত। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, বিশেষের মধ্যে এমন কোন সত্তা অবস্থান করে যা স্থান-কালভেদে অভিন্ন থাকে, বিশেষ

[4]Stout, "The Nature of Universals and Propositions," 1-2.

পরিবর্তনশীল হলেও সেই সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তীত থাকে এবং সেগুলিই হল শাশ্বত সামান্যসত্তা। যেমন- দুটি বিলিয়ার্ড বল গোলাকার এবং মসৃণ। এক্ষেত্রে 'গোলাকারত্ব' উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন এবং 'মসৃণত্ব' উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও সম্বন্ধকে অনেক অনেক দার্শনিক অভিন্ন বলে স্বীকার করেন এবং তারা সম্বন্ধ নামক সামান্যকেও শাশ্বত বলেন। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় যে, 'এডিনবার্গ লন্ডনের উত্তর দিকে অবস্থিত'। এক্ষেত্রে 'উত্তর দিক'-রূপ সম্বন্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রতিক্ষেত্রে 'উত্তর দিক' অভিন্ন সম্বন্ধ প্রকাশ করে। কিন্তু এপ্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে, গুণ, সম্বন্ধ সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশেষ বিশেষ সামান্যসত্তা স্বীকার করেন। এপ্রসঙ্গে স্টাউটের উক্তি হল,

> "A character characterizing a concrete thinking or individual is as particular as the thing or individual which it characterizes. Of two billiard balls, each has its own particular roundness separate and distinct from that of the other, just

as the billiard balls themselves are distinct and separate."[5]

এপ্রসঙ্গে তিনি বিশেষ (Particulars)-এর স্বরূপ স্পষ্ট করে বলেন যে, বিশেষ হল এমন কিছু যা কোন বাক্যের বিধেয় দ্বারা প্রকাশিত উদ্দেশ্যপদ।[6] যেমন- আমরা যখন বলি যে, রাম হয় মরণশীল জীব, তখন রাম হলো উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্যপদ (এবং মরণশীল জীব নামক বিধেয় যা সম্পর্কে প্রযোজ্য)। সুতরাং এক্ষেত্রে বিশেষ (Particulars) হল 'রাম' পদ। অন্যদিকে মূর্ত বস্তু (Concrete Things) হলো সেটি যা সংখ্যাগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন এবং সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যগতভাবে পরস্পর স্বতন্ত্র। (কিন্তু তার মানে এটি নয় যে, দুটি বস্তু পরস্পর ভিন্ন এই কারণে যে, তারা সংখ্যাগতভাবে এক নয়। কিন্তু সংখ্যাগত ভিন্নতা পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে না ধরলে একটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে অন্য বিশেষ বস্তুর পার্থক্য করা যাবে না)। ঠিক একইভাবে একটি গুণ বা সম্বন্ধও একে অপরের থেকে সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন। যেমন- কোন একটি বিলিয়ার্ড বলের গোলাকৃতি (যা অন্যান্য আকারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ) অন্য বিলিয়ার্ড বলের গোলাকৃতির থেকে ভিন্ন। যেটিকে বিশেষ বিলিয়ার্ড বলের ন্যায় বলা হয় বিশেষ

[5]Stout, "The Nature of Universals and Propositions," 2.

[6]G. E. Moore, G. F. Stout and G. Dawes Hicks, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?," *Aristotelian Society Supplementary Volume,* Vol. 3, Issue 1, (1923), 114.

আকার (Shapes Particular)। একই রকমভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Particular Character) বলতে তিনি এটি বোঝেন না যে, যেকোন বস্তুকে বোঝাতে উক্ত বিধেয় ব্যবহৃত হয়, বরং তা একটি বিশেষ বস্তুর (Particular Thing) বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আসলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Particular Character) মূর্ত বিশেষের (Concrete Particular) স্বতন্ত্রতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ একটি মূর্ত বিশেষ (Concrete Particular) যে আরেকটি মূর্ত বিশেষের থেকে স্বতন্ত্র সেটি জানা যায় কেবলমাত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের (Particular Character) দ্বারা।

কিন্তু তিনি বিশেষ (Particular) এবং মূর্ত (Concrete) বিষয়কে সমার্থক বলেন না। তাঁর মতে মূর্ত (Concrete) হলো তাই যার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু তা নিজে কোন কিছুর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত কোন বৈশিষ্ট্য (Character) হলো বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) যেটি মূর্ত বিশেষের (Concrete Particular) বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্য (Character) হলো এমন বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) যেটি মূর্ত বিশেষকে (Concrete Particular) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আমরা যখন বলি যে, আমি দুই-গজ কাপড় কিনলাম। তখন প্রতিটি গজ হলো বিশেষ দৈর্ঘ্য (Particular Length) যা একে অপরের থেকে সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন। কিন্তু বিশেষ দৈর্ঘ্য (Particular Length) হলো বিমূর্ত। অন্যদিকে মূর্ত (Concrete) বিষয় হলো কাপড়ের টুকরো, যার প্রতিটি এক-

গজ লম্বা। অন্যদিকে আমরা যখন বলি যে, আমার টাকার ব্যাগ আমার কাছে আছে বা আমার নাক আমার দেহের অন্তর্গত, তখন কেবল নাক বা কেবল টাকার ব্যাগ বিধেয় নয় বরং টাকার ব্যাগ থাকা বা নাক দেহের অন্তর্গত হওয়া এগুলোই হলো বিধেয়। ঠিক একইভাবে আমার যখন বলি যে, আম হয় সবুজ তখন সবুজ এবং ঐ আমের মধ্যে একটি অনন্য সম্বন্ধ (Unique Relation) বোঝায়, কিন্তু কোন সাধারণ শ্রেণী হিসেবে সবুজ স্বীকৃত নয়।[7] যখন আমরা বলি যে, 'নাক থাকা' একটি সাধারণ পদ, তখন সেটি কিন্তু একটি একক বৈশিষ্ট্য (Single Character) নয় বরং একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Character)। যেমন- যখন আমরা বলি যে, আমার একটি নাক আছে তখন বলি যে, নাক থাকা-রূপ বৈশিষ্ট্য আমার আছে। এটি থেকে বলা যায় যে, শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য (Class of Character) এবং কোন বস্তুর শ্রেণীর (Class of Things) গঠন অভিন্ন নয়। একটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত হয় এই কারণে যে, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর একটি বৈশিষ্ট্য উক্ত বস্তুর বিধেয় হয়। অর্থাৎ গুণ ও সম্বন্ধ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হয় এই কারণে যে, তারা গুণ বা সম্বন্ধ। সেহেতু বলা যায় যে, কোন বৈশিষ্ট্য (Characters) হলো সামান্যসত্তার (Universals) উদাহরণ কিন্তু বৈশিষ্ট্য (Characters) নিজে সামান্যসত্তা (Universals) নয়।

[7]Moore, Stout and Hicks, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?," 114-115.

আবার অন্যদিকে যখন আমরা বলি যে, দুটি মূর্ত বস্তু (Concrete Thing) যেমন- 'ক-বল' এবং 'খ-বল' উভয়ই গোলাকার, তখন সেটি কীভাবে প্রমাণ করা সম্ভব? এখানে 'ক' এবং 'খ'-এর গোলাকৃতি সাধারণভাবে গোলাকৃতির (Roundness in General) উদাহরণ নয়, তা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট গোলাকৃতির উদাহরণ স্বরূপ। যেখানে ক-এর গোলাকৃতি খ-এর গোলাকৃতির থেকে ভিন্ন। আসলে প্রসঙ্গহীন কেবল গোলাকৃতির (Context free Roundness) ধারণা এক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়। প্রসঙ্গত অতিবর্তী বস্তুবাদে আমরা এমন সামান্যসত্তার ধারণা পাই, সেটি যেমন বিমূর্ত তেমনই বিশেষ (Particulars) অতিবর্তী সত্তা। এখানে এরূপ সত্তাকে স্বীকার করা হয় না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল আমরা যখন বলি যে, আপেল লম্বাকার নয় তখন লম্বাকার-এর ধারণা সাধারণভাবে (In Generally) অতীত থেকে না জানা থাকলে কীভাবে বলবো যে, আপেল লম্বাকার নয়? এই প্রসঙ্গে স্টাউট বলেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্র হল একটি বিশেষ ক্ষেত্র। আসলে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি এমন হবে যে, একটি বিশেষ আপেল হয় একটি বিশেষ গোলাকার বিশিষ্ট। কিন্তু তা লম্বাকার নয় বা ডিম্বাকার নয় বা অন্য কোন আকার নয় প্রভৃতি ধারণা দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না বা ব্যাখ্যা করলে কেবল কথার কথা হবে, প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরা যাবে না। কেননা, তা যখন গোলাকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন সেটি এভাবে বুঝতে হবে যে, গোলাকার ছাড়া অন্য কোন আকার নয়, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু নঞর্থকভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেমন সম্ভব হবে

না, তেমনই বিষয়টি যথার্থভাবেও উপস্থাপন করাও সম্ভব হবে না। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ধরা যাক, কোন একটি মানুষের হাঁচি হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানুষটি এবং হাঁচি দুটি স্বতন্ত্র ধারণা নয় বরং উক্ত বিশেষ মানুষের বিশেষ হাঁচি দিয়েই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু প্রসঙ্গহীন সাধারণ হাঁচির ধারণা স্বীকৃত নয়।

কিন্তু সেক্ষেত্রে একই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, যখন আমরা দেখবো লোকটির হাঁচি আর নেই, সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে হাঁচির ধারণা না জানলে কিভাবে বলছি যে, হাঁচি আর নেই। অর্থাৎ হাঁচির ধারণা পূর্ব থেকে না জানা থাকলে কিভাবে বলা সম্ভব যে, হাঁচি আর নেই। সেক্ষেত্রে তিনি বলবেন যে, উক্ত লোকটি এখন অন্য পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে অথবা তিনি এখন সুস্থ। কিন্তু হাঁচি নেই তার থেকে এটি প্রমাণিত হয় না যে, সাধারণভাবে হাঁচির ধারণা মন-নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত ছিলো বা আছে বা থাকবে। আসলে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, লোকটির যখন হাঁচি হচ্ছিলো তখন আমার হাঁচির ধারণা হয়েছিল। কিন্তু এখন তার সুস্থতার ধারণা হচ্ছে। কিন্তু হাঁচি বা সুস্থতার ধারণা মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল বলার কোনো যথার্থ যুক্তি নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল,

> “I affirm that some qualities at least are locally separate, just as the concrete things which possess them are locally separate. Hence I infer

that such qualities are numerically district, however much they may resemble each other."[8]

যদিও তিনি মনে করেন যে, এমন কিছু কিছু ধর্ম আছে যারা স্থান-কাল ভেদে অভিন্ন থাকে। যেমন- বিভিন্ন যৌগিক একক (Complex Unity)-এর ধারণা হিসেবে; সকল (All), যেকোনো (Any) কোন কোন (Some) প্রভৃতি ধারণা স্থানগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন (Locally Separated) ধারণা হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে পূর্বের উদাহরণ নিয়ে বলা যায় যে, যখন গোলাকৃতি (Roundness) বলতে কোন একক গুণকে (Single Quality) বোঝায়, তখন সেটি সংখ্যাগতভাবে এবং স্থানগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু গোলাকৃতি (Roundness) বলতে আমরা যখন সাধারণভাবে (In general) কোন গুণবাচক শ্রেণী বুঝি তখন তা সমগ্রকে (Whole or All) বোঝায়, যা স্থান-কাল ভেদে অভিন্ন থাকে। আসলে তিনি মনে করেন যে, দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-উপাত্ত যেমন- রঙ, উজ্জ্বলতা, আকৃতি, বিস্তৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু সাধারণভাবে রঙ, আকার, বিস্তৃতি প্রভৃতি যখন সমগ্রকে নির্দেশ করে তখন সেটি স্থান-কাল ভেদে অভিন্ন গুণকে নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও মনে করেন যে, একটি মূর্ত (Concrete) বস্তুর সঙ্গে আরেকটি মূর্ত বস্তুর

[8]Moore, Stout and Hicks, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?," 120.

পার্থক্য জানার একমাত্র মাধ্যম হলো তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য। এখান থেকে বলা যায় যে, একটি গুণ আরেকটি গুণের থেকে ভিন্ন। যার ফলে উক্ত গুণযুক্ত প্রতিটি মূর্ত বস্তু একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সেহেতু বলা যায় যে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর ন্যায় গুণও বিশেষ বিশেষ হয়। এমনকি আমরা যখন দুটি যমজ ভাই দেখি তখন তাদের একে অপরের থেকে সংখ্যাগত ভিন্নতা জানার আগেই সমগ্র চিত্র দেখে আমরা বলে দিতে পারি যে, তারা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ একে অপরের থেকে ভিন্ন। আসলে তারা কেবল সংখ্যাগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন তা নয়, তারা সাদৃশ্যময় গুণযুক্ত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অভিন্ন গুণ নেই, কিন্তু গুণগত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রতিটি গুণ একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু অভিন্ন নয়।

যদিও তাঁর সাদৃশ্যের ধারণার সঙ্গে নামবাদীদের সাদৃশ্যের ধারণা অভিন্ন নয়। তিনি নামবাদীদের বিরুদ্ধে বলেন যে, তাঁরা কখনোই গুণ বা শ্রেণীর ধারণা পূর্ব থেকে মনে ধারণ না করে বলতে পারেন না যে, একটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আসলে 'সাদৃশ্যপূর্ণ' এই কথাটি বলতে গেলে কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেটি আমাদের পূর্বে বলতে হয় এবং যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা হচ্ছে সেটি হলো গুণ বা সম্বন্ধরূপ সামান্যসত্তা। যেমন- যখন আমরা বলি একটি ত্রিভূজ অন্য ত্রিভূজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তখন আসলে ত্রিভূজ এই একক ধারণাটি আমাদের মনে পূর্ব থেকে উপস্থিত থাকে। সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে,

একটি ত্রিভূজ অন্যটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সেটি স্বীকার করে নেওয়া মানে সামান্যকে বিমূর্ত আকারে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বিমূর্ত ত্রিভূজত্বরূপ সামান্যের সাথে বিশেষ বিশেষ ত্রিভূজের সম্বন্ধ কীভাবে নির্ণয় করা সম্ভব? আসলে এরূপ সম্বন্ধ অস্তিত্বশীল (Existence) নয়, কিন্তু তার বিদ্যমানতা (Subsistence) থাকে। যেটিকে মৌলিক সম্বন্ধ (Fundamentum Relationis) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- যখন আমরা বলি মাথা দেহের উপরে অবস্থিত। সেক্ষেত্রে 'উপরে' এই সামান্য ধারণাটি একান্তই দুটি বিষয়কে বোঝায়, তা হল মাথা এবং দেহ। এক্ষেত্রে স্টাউট 'মাথা' এবং 'দেহ'-কে যেমন বিশেষ হিসেবে গণ্য করেছেন তেমনই 'মাথা দেহের উপরে' এই সম্বন্ধটিও বিশেষ, কিন্তু এটি বিমূর্ত বিশেষ বা বিশেষ সামান্য (Abstract Particular or Particular Universal)। কেননা, এক্ষেত্রে বিশেষ দেহ এবং বিশেষ মাথার বিশেষ সম্বন্ধ হল 'মাথা দেহের উপরে অবস্থিত'। আসলে তিনি নামবাদীদের মতো সামান্যসত্তাকে অস্বীকার করেন না, আবার বস্তুবাদীদের মতো বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য হিসেবে বিমূর্ত সামান্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সামান্য হলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ সামান্য।

এপ্রসঙ্গে তিনি দেখাচ্ছেন যে, কেবল সমান্য (Mere Universals) স্বীকৃত নয় অর্থাৎ এমন সামান্য স্বীকৃত নয় যার বিশেষ দৃষ্টান্ত নেই। সামান্য মানে বিশেষ সামান্য। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, ধারণাগতভাবে বিশেষ আগে

এবং সামান্য পরে। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও মনে করেন যে, কেবল দ্রব্য স্বীকৃত নয়, এমন দ্রব্য স্বীকৃত যার কোন না কোন বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ দ্রব্য মানে এমন কোন দ্রব্যের ধারণা স্বীকার করেন না, যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন- দুটি বিলিয়ার্ড বল স্বতন্ত্র দুটি দ্রব্য, যারা দুটি ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করে, একটি টেবিলের এক প্রান্তে এবং আরেকটি অপর প্রান্তে। এটিও লক্ষ্য করি যে, একটি বল মসৃণ, গোলাকার এবং সেটি একটি অবস্থানে অবস্থিত এবং আরেকটি বল সেটিও মসৃণ এবং গোলাকার এবং সেটিও ভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত। সুতরাং অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে স্টাউট বলছেন যে, তাদের মধ্যে মসৃণতা বা গোলাকার এই ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন এবং তারা কেবল সেই বিশেষ বলের ধর্ম। এছাড়াও তিনি দ্রব্য বলতে গুণের সমাহারকে বোঝেন। তাঁর মতে দ্রব্যকে জানতে হলে গুণকে জানতে হবে। এটা থেকে বলা যায় যে, আমরা একটি দ্রব্য থেকে আরেকটি দ্রব্যকে পার্থক্য করতে পারি তখনই যখন তাদের গুণগুলিকে বিশ্লেষণ করি। এখান থেকে আরও বলা যায় যে, গুণগুলোকে প্রাথমিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ হিসেবে গণ্য করতে হয়, যাদের দ্বারা দ্রব্যগুলিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সুতরাং দ্রব্যগুলি যেমন বিশেষ তেমনই গুণগুলিও দ্রব্যকে ব্যাখ্যা করার কারণে বিশেষ, সামান্য নয়। তাহলে কোন একটি দ্রব্যকে জানা মানে তার সকল বৈশিষ্ট্য জানা। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দ্রব্য, তা যদি গুণের সমাহার হয় তাহলে দ্রব্য এবং গুণের মধ্যে পার্থক্য কী? এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"A substance is a complex unity of an altogether ultimate and peculiar type, including within it all characters truly predictable of it."[9]

## ৩.২ ট্রোপতত্ত্ব প্রসঙ্গে ডি. সি. উইলিয়ামস্ (D. C. Williams)-এর মতঃ-

তত্ত্বগত দিক থেকে জাগতিক সাধারণ আকারকে ব্যাখ্যা করার জন্য দুইরকম ভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়, একটি হল বিশেষ এবং অপরটি হল সামান্য। যেমন- সক্রেটিস হয় মানুষ। এক্ষেত্রে সক্রেটিস হল ব্যক্তি-মানুষ এবং মানুষ বলতে শুধু সক্রেটিসকে বোঝানো হয় না, তার দ্বারা আরও অনেককেই বোঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং সক্রেটিস এরূপ ব্যক্তি বা বিশেষ নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু সমস্যা হল মানুষ এই সাধারণ পদটি নিয়ে। এরূপ সাধারণ পদের প্রকৃতি কী বা প্রকৃতি কেমন? তা কি বিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না সম্পূর্ণভাবে বিশেষ স্বতন্ত্র? তা কি বিমূর্ত না কি মূর্ত?

এখানে আমরা দেখব যে, সামান্যের সমস্যাকে সমগ্র এবং তার অংশ এভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সামান্যসত্তা বিশেষ বহির্ভূত বা বিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধ রোহিত এমনটি নয়। যেটিকে ডি. সি. উইলিয়ামস্ নাম

[9]G. F. Stout, "The Nature of Universals and Propositions," *Annual Philosophical Lecture, Henriette Hertz Trust,* (December 14, 1921), 9.

দিচ্ছেন বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বা ট্রোপ (Trope)। উক্ত ট্রোপতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা যদিও স্টাউট কিন্তু উইলিয়ামস্ তাকে অনেক পরিপূর্ণতা প্রদান করেন। এখানে তিনি তত্ত্বের (Ontology) একটি বিশ্লেষিত (Analytic) রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্মটি হল উক্ত বস্তুর সারতত্ত্ব। যাকে গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য, বিধেয় প্রভৃতি বলা হয়। এর দ্বারা একথা বলা যায় যে, বিমূর্ত কেবল-সামান্য (Mere Abstract Universals) যেমন সম্ভব নয়, তেমনই এটি বোঝানো হয় যে, সামান্য এবং বিশেষ একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধিত।

এক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সামান্য কি অবিনশ্বর নাকি নশ্বর? বিশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সামান্য অবস্থান করবে কোথায়? আসলে এমন প্রশ্ন এপ্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা, কোন একটি বিশেষ (Particular) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ওই বিশেষের যে সামান্যধর্ম সেটি বলার প্রয়োজন থাকে না। সামান্যসত্তা মানে এক্ষেত্রে বিশেষের সাধারণ ধর্ম। একটি বিশেষ বস্তুর সাদা রঙ, গোলাকৃতি তা কেবল সেই বিশেষ বস্তুরই রঙ এবং আকার, তা একাধিক বস্তুর অভিন্ন আকার বা অভিন্ন রঙ নয়। এটি হলো বিশেষ সামান্য (Particular Universal) যাকে ট্রোপ (Trope) বলা হয়।

একটি গোলাকার বস্তুর গোলাকৃতি অন্য গোলাকার বস্তুর গোলাকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ (Resemblance) হতে পারে, কিন্তু অভিন্ন (Identical) নয়। যেমন- ধরা যাক একজন ললিপপ প্রস্তুতকারী তিনটি এমন ললিপপ তৈরি

করেছে যে, প্রথম ললিপপটি লাল ও গোলাকার, দ্বিতীয়টি বাদামি ও লাল এবং তৃতীয়টি লাল ও বর্গাকার। এখানে একটি বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের কিছু সাদৃশ্য আছে কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে। যেমন- এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, ললিপপ তৈরির যে কাঠি তা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত তিনটি ললিপপ একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, তাদের একটি অংশ 'কাঠি' তা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার লালরঙের ক্ষেত্রেও প্রতিটি ললিপপ সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ অংশের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আমরা সমগ্রের সাদৃশ্য নির্ণয় করি। ধরা যাক, এক্ষেত্রে আমরা নামকরণ করলাম ললিপপ নাম্বার ওয়ান, ললিপপ নাম্বার টু, এবং ললিপপ নাম্বার থ্রি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, তাদের কাঠির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, রঙের সাদৃশ্য আছে, আকারের সাদৃশ্য আছে প্রভৃতি। এছাড়া তারা যে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, অভিন্ন নয় সেটি আমরা আরও বুঝতে পারি যখন দেখি তারা সংখ্যাগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন, স্থানগতভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন এবং কালগতভাবেও একে অপরের থেকে ভিন্ন।

কিন্তু প্রশ্ন হল ললিপপ বা তার কাঠি যেভাবে মূর্ত (Concrete) সেভাবে আকার বা রঙ কি মূর্ত? এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, কেবল আকার (Mere Shape) যতটা বিমূর্ত (Abstract) তার তুলনায় আকার + রঙ অনেক কম বিমূর্ত অর্থাৎ অনেক বেশি মূর্ত। এভাবে দেখলে আকার + রঙ + সাধ সমগ্রটা নিয়েই বস্তুটি গঠিত, যেটি সম্পূর্ণরূপে মূর্ত (Completely Concrete)। তাহলে

এখানে দেখা গেল যে, কোন বস্তুর বিমূর্ততা দূরীকরণের জন্য আমরা যদি অংশে অংশে ভাগ করে ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখব বিমূর্ত ধর্ম আলাদাভাবে কিছু নেই।[10] তাঁর মতে এই সকল আকার, রঙ প্রভৃতি গুণাবলীযুক্ত যে বিমূর্ত জগৎ তা কোন অতিবর্তী সত্তা নয় বরং তা বিমূর্ত হলেও যথার্থ। সে কারণেই তিনি এর নাম দিয়েছেন বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বা ট্রোপ (Trope)। অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ট্রোপ হল বিশেষ উপাদান, তা হতে পারে বিমূর্ত, হতে পারে মূর্ত অথবা এমন হতে পারে যা যথার্থ কিন্তু বিমূর্ত। যেমন- পূর্বোক্ত উদাহরণে ললিপপের কাঠি মূর্ত, আবার আকার, রঙ প্রভৃতি বিমূর্ত, আবার সমগ্র ললিপপ যা আকার, রঙ, গন্ধ প্রভৃতি গুণযুক্তভাবে মূর্ত। অর্থাৎ এখানে মূর্ততা এবং বিমূর্ততা উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সমগ্রটা নিয়েই ট্রোপতত্ত্ব গঠিত।

কিন্তু প্রশ্ন হল যদি প্রতিটি ট্রোপ এভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন হয় তাহলে একটি ট্রোপের সাথে অন্য ট্রোপের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে কীভাবে? যেহেতু তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে সেহেতু তারা কি একে অপরের সাথে কোনভাবেই সম্বন্ধিত নয়? আর তা যদি হয় তাহলে জগৎ শৃঙ্খলের ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হবে কীভাবে? এর উত্তরে তিনি বলেন যে, লাইবনিজের মনাডতত্ত্বে

[10]D. C. Williams, "The Elements of Being," *Metaphysics Contemporary Readings*, ed. M. J. Loux, (London: Routledge, 2008), 60.

বর্ণিত পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাতত্ত্বের দ্বারা যেভাবে জাগতিক শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই প্রতিটি ট্রোপ একে অপরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ।[11]

আমরা যখন বললাম যে রঙ + আকার তখন আসলেই এখানে কেবলমাত্র রঙ এবং আকারকে যুক্ত করা হয়নি এখানে প্রকৃতপক্ষে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, রঙ ও আকার অবিচ্ছেদ্যভাবে (Colour cum Shape) অবস্থান করে। অর্থাৎ রঙ এবং আকার একে অপরের সঙ্গে স্বয়ং সম্বন্ধিত। যেটিকে রাসেল (Russell) বলেন কমপ্রেসেন্স (Compresence) এবং হোয়াইটহেড (Whitehead), কেইনস্ (Keynes), মিল (Mill) প্রমুখ বলেন কনকারেন্স (Concurrence)।[12] যদিও রঙ, আকার প্রভৃতি সম্ভাব্য জগতে অবস্থিত কিন্তু তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আসলে আকার, রঙ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তুর সঙ্গে কেবল সম্বন্ধিতই নয় বরং বস্তুর সাথে তা অনন্য সম্বন্ধে (Unique Relation) আবদ্ধ। আমরা যখন ট্রোপ এবং তার সদস্য অর্থাৎ বিশেষ এভাবে ব্যাখ্যা করি তখন ট্রোপ এবং সদস্য ভিন্ন ভিন্ন হয়, ফলে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন বলা হয় যে, এই সদস্য সমগ্রই হলো ট্রোপ তখন ট্রোপ এবং তার সদস্য ভিন্ন ভিন্ন হয় না বরং তারা অভিন্ন বিষয়রূপেই পরিগণিত হয়। যাকে ব্যক্ত করার সুবিধার্থে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা অর্থাৎ ট্রোপ বা সামান্য এবং তার বিশেষ এভাবে প্রকাশ

---

[11] Williams, *The Elements of Being,* 61.

[12] Williams, *The Elements of Being,* 61.

করা হয়। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ শ্রেণী' বোঝাতে তেমনভাবে কোন শ্রেণী স্বীকার করা হয় না। যখন আমরা বলি মানুষ ট্রোপ তখন এটি বোঝায় না যে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ উক্ত ট্রোপ শ্রেণীর সদস্য, বরং এটিই বোঝায় যে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ হল মূর্ত বিশেষ। কিন্তু আমরা যখন এটি বলি যে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কেননা তারা মানুষ শ্রেণীর অন্তর্গত। তখন সাদৃশ্যপূর্ণতা একটি সত্তা এবং মানুষ শ্রেণীকে অপর একটি সত্তা হিসেবে আমাদের স্বীকার করতে হয়। ফলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয় না এবং যে সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধের কথা বলা হয় তা নেহাতই বাহ্যিক।

এছাড়াও তিনি বলেন যে, বিমূর্ত সামান্য (Abstract Universals) এবং মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars) এ দুটিকেই ট্রোপতত্ত্বে দ্বন্দ্বহীনভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যেমন- সক্রেটিস হল মূর্ত বিশেষ (Concrete Particular) এবং তিনি জ্ঞানী, যেখানে 'জ্ঞানী' হলো বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular or Trope), আর সাধারণভাবে জ্ঞানত্ব হল বিমূর্ত সামান্য (Abstract Universals) এবং সমগ্র সক্রেটিসধর্মীতা (Total socratesity) অর্থাৎ সমগ্র প্রাণী যারা সক্রেটিসের মতো জ্ঞানী তারা হল উক্ত সক্রেটিসধর্মীতার অংশ, তাকে বলা হয় মূর্ত সামান্য (Concrete Universal)।[13]

[13]Williams, *The Elements of Being,* 64.

## ৩.৩ ট্রোপতত্ত্ব প্রসঙ্গে কেইথ্ ক্যাম্পবেল-এর (Keith Campbell) মত-

প্রথম দর্শন বা অধিবিদ্যায় বস্তুবাদী সামান্যতত্ত্বের আলোচনা মূলত শুরু হয় প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের হাত ধরে এবং আধুনিক যুগে রাসেলের দর্শনেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। এছাড়াও সমসাময়িক কালে ডি. এম. আমস্ট্রং-এর দর্শনেও বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেখানে দুটি বিপরীতধর্মী সত্তা যথা বিশেষ এবং সামান্যের আলোচনায় সমগুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ এবং তার গুণ ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বীকার করা হয় এবং অভিন্ন গুণ সমজাতীয় একাধিক বস্তুতে অবস্থান করে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। বিশেষকে ভিন্ন ভিন্ন বলার মূল কারণ হলো তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থান করে। কিন্তু সামান্যসত্তা স্থান-কাল ভেদেও অভিন্ন থাকে। বিশেষের সংখ্যা কম হোক বা বেশি তার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য সর্বদাই অভিন্ন থাকে। কিন্তু ট্রোপতত্ত্বে এমন সত্তা স্বীকার করা হয় না। কেইথ্ ক্যাম্বেলের মতে, যদি গুণ বা সম্বন্ধকে স্বতন্ত্র সামান্য হিসেবে স্বীকার না করা হয় তাহলে সামান্য প্রসঙ্গে এমন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ বলা যায় যে, তিনি কেবল সামান্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সামান্য মানে সর্বদা কোন না কোন বিশেষের সামান্য। যেটি আমরা জি. এফ. স্টাউটের ট্রোপতত্ত্বেও লক্ষ্য করি।

তিনি বলেন যে, বিশেষের ন্যায় গুণ এবং সম্বন্ধও বিশেষ। অর্থাৎ একই সামান্যের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকৃত। আর স্টাউটের পরে আমরা ডি. সি. উইলিয়ামস্-এর তত্ত্বে উক্ত ধারণা আরও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম। আবার ক্যাম্বেলের মত পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো যে, সেখানে পূর্বসূরীদের মতের প্রভাব যেমন আছে তেমনই তাঁর মতের অভিনবত্ব আছে বলা যায়। তাঁর মতে, একদিকে সামান্য ও বিশেষ এবং অন্যদিকে বিমূর্ত ও মূর্ত দুটি ধারণা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত নয়। কেননা, বিশেষ সামান্য (Particular Universal) বা বিশেষের সাধারণ ধর্ম বিমূর্ত (Abstract) হতে পারে। যেমন- মূর্ত বস্তু হিসেবে আমরা যখন একটি জুতোকে দেখি তখন সেই জুতো মূর্তবস্তু। আর তার আকার, রঙ প্রভৃতি উক্ত জুতোর গুণ বা বৈশিষ্ট্য, তা বিমূর্ত এবং বিশেষ (Abstract Particular or Trope)। কেননা, এই বিশেষ জুতোর যে বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য তা কেবল উক্ত জুতোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিশেষ হতে পারে। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, কোন বস্তুর বিশেষ গুণ তা কেবল উক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা কখনোই একাধিক বস্তুর সাধারণ গুণ হতে পারে না। যেমন- ধরা যাক দুটি লাল কাপড় এবং উক্ত লাল ধর্ম দুটি কাপড়েই সমভাবে বর্তমান। তাহলে প্রশ্ন হল উক্ত লাল ধর্ম কি দুটি বস্তুর মধ্যে অভিন্ন? উত্তরে ক্যাম্বেল বলবেন যে, না। দুটি বস্তুর লাল ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম বস্তুর লাল ধর্ম তা কেবল প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং

দ্বিতীয় বস্তুর লাল ধর্ম তা কেবল দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, প্রথম বস্তুটি অক্ষুন্ন রেখে যদি দ্বিতীয় বস্তুটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় তাহলে দেখব দ্বিতীয় বস্তুটির ধ্বংসের পরেও প্রথম বস্তুটি লাল গুণযুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রথম বস্তুর লাল হওয়া কোনভাবেই দ্বিতীয় বস্তুর উপরে নির্ভরশীল হতে পারে না। অথবা প্রথম বস্তুটিকে অভিন্ন রেখে যদি দ্বিতীয় বস্তুটিকে সবুজ রংয়ের আকৃতি দেওয়া যায় তাহলে দেখব প্রথম বস্তুটির মধ্যে লাল ধর্মই বর্তমান। এক্ষেত্রে উক্ত কাপড়টি বিশেষ এবং তার লাল রঙ বিমূর্ত। সুতরাং একত্রে বলা যায়, এটি বিশেষ বিমূর্ত বা বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) যাকে ট্রোপ বলা হয়।

> "The simplest thesis about them is that they are not the compound or intersection of two distinct categories, but are as they seem to reflection to be, items both abstract and particular. Williams dubs abstract particulars tropes."[14]

[14]Keith Campbell, *The Metaphysics of Abstract Particulars*, (Oxford: Oxford University Press, 1997), 478.

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা সাধারণভাবে এখানে কাপড়ত্ব নামক কোন ধর্ম স্বীকার করছি কি? যদি করি তাহলে সেটি উভয় রঙের বস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান এবং সেটিই সামান্যসত্তা। এর প্রেক্ষিতে ট্রোপতাত্ত্বিকরা বলবেন যে, কেবল কাপড় এমন সত্তা স্বীকৃত হতে পারে না। কাপড় মানে তা কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্ষেত্রহীন কেবল কাপড় (Context free or Mere Cloth), কেবল গুণ, কেবল রঙ প্রভৃতি ট্রোপ হিসেবে স্বীকৃত নয়। সুতরাং গুণ মানে বিশেষের গুণ। অর্থাৎ বলা যায় যে, আগে মূর্ত বস্তু তারপরে তার বিমূর্ত ধর্ম। ট্রোপতাত্ত্বিকরা আরও বলেন যে, সামান্যের সমস্যায় ন্যূনতম সত্তা স্বীকৃত হয়, কোন শাশ্বত বিমূর্ত অতিবর্তী সত্তা স্বীকৃত নয়। যেমন- ধরা যাক লাল রঙের অনেকগুলি কাপড়। তাহলে বলা যায় অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কাপড় অভিন্ন লাল-রঙ যুক্ত। কিন্তু এর স্বরূপ হিসেবে ট্রোপতাত্ত্বিকরা বলেন যে, এখানে একই সাদৃশ্যযুক্ত বিমূর্ত বিশেষ (Resembling Tropes) অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ লাল রঙ অবস্থান করে। তদতিরিক্ত কেবল অভিন্ন বিমূর্ত শাশ্বত লাল গুণের সত্তা তাঁরা স্বীকার করেন না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, একটি বিশেষ লাল কাপড়ের বিমূর্ত বিশেষ গুণ বা ট্রোপ আরেকটি লাল রংযুক্ত কাপড়ের বিমূর্ত বিশেষ গুণ থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র? একটি ট্রোপের সাথে অন্য ট্রোপের কোন সম্বন্ধ আছে কি? না কি তারা পরস্পর স্বতন্ত্র? যদি তারা পরস্পর স্বতন্ত্র হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, ভৌত জগৎ এক অদ্ভুত কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এর ব্যাখ্যা ট্রোপতাত্ত্বিকরা কীভাবে দেবেন?

এর উত্তরে তাঁরা বলবেন যে, ট্রোপ পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে এবং পরস্পর স্বতন্ত্র ট্রোপ নিজ স্বভাবে বৌদ্ধিক জগৎ শৃঙ্খল গঠন করতে পারে। তাছাড়া আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, লাইবনিজের মতো উইলিয়ামস্ সেক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাতত্ত্বের কথা বলেন (Pre-Established Harmony)। উইলিয়ামস্-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, উইলিয়ামস্-এর তত্ত্বে বলা হয়, পরস্পর স্বতন্ত্র ট্রোপ সর্বদা বাস্তব (Actual) নাও হতে পারে, কখনো কখনো সম্ভাব্য (Possible) হতে পারে। যেমন- আমরা লক্ষ্য করি যে, আকাশ যা বিমূর্ত এবং বিশেষ (Abstract Particular or Trope) যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে এবং আকাশে অবস্থিত বে-নী-আ-স-হ-ক-লা (Rainbow বা রামধনু) হল বিমূর্ত বিশেষ। কিন্তু ক্যাম্পবেল ট্রোপের স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানকে সম্ভাবনা না বলে, বরং বাস্তব বলেন। কেননা, তা স্বীকার করলে এটিও স্বীকার করতে কোন বাধা থাকে না যে, বাস্তব ভিত্তিহীন অলীক বস্তুও স্বীকৃত, কেননা সেগুলি অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য সম্ভাব্য জগতের অন্তর্গত বলতে হয়।[15]

[15]['... dissociated tropes be possible (capable of independent existence), not that they be actual. So the possibility of a Cheshire cat face, as areas of colour, or a massless, inert, impenetrable zone as a solidify trope, or free floating

কিন্তু অন্য আপত্তি ওঠে যে, স্বভাবতই ট্রোপ যদি মৌলিক হয় এবং তা অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে জাগতিক পরিবর্তন সম্ভব হবে কীভাবে? এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একটি ট্রোপের সঙ্গে অন্য ট্রোপ স্বয়ং সম্বন্ধিত হয়, ফলে জাগতিক বস্তুশৃঙ্খল তৈরি হয়। এপ্রসঙ্গে তিনি একটি হিরের গঠন বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন,

> "Think of a diamond. The trope theory of diamonds is a bundle theory. This diamond is a compresent bundle of tropes, i.e. of particular cases of qualities. It combines in a compresent collection hardness, transparency, brilliance, many-facetedness, a carbon constitution, an inner crystal lattice, inner electro-magnetic and other sub-atomic forces, mass, solidity, temperature, and so one. ...The solidity of diamond D1 is different case of solidity from that

---

sounds and smells, are sufficient to carry the point. (Campbell, *The Metaphysics of Abstract Particulars*, 479)]

in diamond D2, D1's transparency is not D2's transparency, and so forth."[16]

আর জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হয় কার্য-কারণ শৃঙ্খলের দ্বারা। যদিও এখানে বিশেষ বিশেষ কার্যের বিশেষ বিশেষ কারণ স্বীকার করা হলেও 'কেবল কারণ' বা 'কেবল কার্য' স্বীকার করা হয় না। যেমন- আমরা দেখি যে, কারেন্টের শর্ট সার্কিট হলে আগুন জ্বলে। অর্থাৎ শর্ট সার্কিট হল আগুন জ্বলার কারণ। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শর্ট সার্কিট একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের আগুন নামক কার্যটি ঘটায়। কিন্তু সাধারণভাবে শর্ট সার্কিট (Short Circuit in General) যা যেকোনো আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে, একথা তাঁরা স্বীকার করবেন না। কেননা, এমন অনেক অনেক ক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট ছাড়াও আগুন জ্বলতে পারে। এক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট হল বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular or Trope) সত্তা। যা মূর্ত বিশেষ কার্য অর্থাৎ আগুন জ্বালানো নামক ঘটনাটি ঘটায় এবং যার দ্বারা তাঁরা জাগতিক সমগ্র পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেন। কেননা যদিও প্রতিটি ট্রোপ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র কিন্ত উক্ত কার্য-কারণ শৃঙ্খলা দ্বারা জাগতিক সমগ্র পরিবর্তন সাধিত হয়

[16]Keith Campbell, *Abstract Particulars*, (Cambridge: Basil Blackwell, 1990), 20-21.

> "In my opinion, best viewed as trope-sequences, in which one condition gives way to others. Events, on this view, are changes in which tropes replace one another. This is a promising schema for many sorts of change."[17]

এছাড়া তিনি পূর্ববর্তী মতবাদকে সংশোধনের মাধ্যমে দেখান যে, কার্য-কারণ তত্ত্ব দ্বারা কিভাবে জাগতিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কেননা তিনি মনে করেন যে, পূর্ববর্তী মতগুলি দ্বারা বস্তুর পরিবর্তন এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে না পারার মূল কারণ হল, তাঁরা ট্রোপকে সকল কিছুর মূল, নিরংশ ও অপরিবর্তনীয় বলেন। ফলে কেবল এটিই বলতে হয় যে, প্রতিটি ট্রোপ অন্তর্নিহিত স্বভাব দ্বারাই চালিত ও পরিবর্তিত হয়। যদিও ক্যাম্পবেল নিজেই ট্রোপতত্ত্বের আলোচনার প্রাথমিক অবস্থায় উক্ত মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত ব্যাখ্যায় অনেক অসম্পূর্ণতা আছে বলে মত প্রকাশ করেন।

---

[17]Keith Campbell, *The Metaphysics of Abstract Particulars*, (Oxford: Oxford University Press, 1997) 480.

> "As trope replacement, one trope disappears and its place is taken by a brand new creation, a trope that has not hitherto existed. The trouble with such a theory is that the whole process remains absolutely obscure and magical. Where does the original trope go? Where does the replacement come from? How does the new trope nudge the old one out of the way? There is no machinery to manage the transition?"[18]

এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, পূর্ববর্তী মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে উক্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কেননা, ট্রোপকে মূল বা মৌলিক উপাদান বললে তা জাগতিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে অপারক। সেহেতু তিনি ট্রোপকে দুই ভাগে ভাগ করেন, মূল ট্রোপ (Basic Tropes) এবং উদ্ভাবিত ট্রোপ (Quasi Trope or Manifested Tropes)। তিনি মূল ট্রোপকে নিরংশ, মহৎ পরিমাণ, একক, অপরিবর্তনশীল বলেন। যেমন- স্থান-কাল, মহাকর্ষ, তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র প্রভৃতি। এগুলি নিরংশ হওয়ায় তার বিস্তার সম্ভব নয় এবং জাগতিক অন্যান্য বিশেষ বিশেষ উপাদান হল, এই সকল মৌলিক ট্রোপের সমষ্টি। জাগতিক কোন

[18]Keith Campbell, *Abstract Particulars*, (Cambridge: Basil Blackwell, 1990), 141.

বস্তুই এই সকল মৌলিক উপাদানের বাইরে থাকতে পারে না। যেমন- সকল বস্তু স্থান-কালে থাকে। অন্যদিকে উদ্ভাবিত ট্রোপ দ্বারা জগৎ গঠিত হয় এবং জাগতিক সমগ্র পরিবর্তন প্রভৃতি এই উদ্ভাবিত ট্রোপ দ্বারাই হয়ে থাকে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "A quasi-trope is a chunk of field trope, treated as if it were a distinct and independent item... Our familiar world of objects, of wattles and gums, tables and chairs, mountains and lakes, consists in non-frivolously selected co-located chunks of this kind."[19]

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ট্রোপতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় যে, যদি আমরা সবটাই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে ধর্ম নির্ণয় করি অর্থাৎ প্রত্যক্ষিত বিশেষের বিমূর্ত বিশেষ ধর্ম নির্ণয় করি, তাহলে সমস্যা হলো যখন প্রত্যক্ষ করা হয় তখন কোন একটি বস্তুর সর্বদা সর্ব অংশের প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হায় না, তাহলে তার বিমূর্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী হবে? যেমন- আমরা যখন কোন একটি বিড়ালকে প্রত্যক্ষ করি তখন উক্ত বিড়ালের সম্মুখ প্রত্যক্ষ হলেও সেই সময় পশ্চাৎ অংশ প্রত্যক্ষিত হয় না বা তার অভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষিত হয় না। তাহলে সেগুলির অস্তিত্ব আমরা কি অস্বীকার করব? এর উত্তরে বলা যায় যে, একইসঙ্গে

[19]Campbell, *Abstract Particulars*, 153.

সমগ্র বিড়ালকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, প্রত্যক্ষিত হয় বিড়াল ট্রোপ (Tropes of Cats)। অর্থাৎ যখন বিশেষ বিড়ালের আকার, রঙ প্রভৃতি প্রত্যক্ষিত হয়, তখন তা কেবল উক্ত বিশেষ বিড়ালের বিশেষ আকার বা বিশেষ রঙ, কিন্তু তার উষ্ণতা বা কতসংখ্যক অনু পরমাণু দিয়ে উক্ত বিড়ালটি গঠিত সেটি তখন বিচার্য নয়। আসলে উক্ত বিড়ালটির কিছু কিছু ট্রোপ প্রত্যক্ষিত হলেও সমগ্র ট্রোপ প্রত্যক্ষিত নাও হতে পারে। যেমন- আমাদের যখন কোন অনুভব হয় তখন একসঙ্গে সর্বাংশের অনুভব নাও হতে পারে। সেই কারণে যখন যতটার অনুভব হবে তখন ঠিক ততটুকুই জ্ঞান হবে। সুতরাং বিড়ালের জ্ঞান আমাদের ধাপে ধাপে হয়, একসাথে হয় না।

আবার আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ট্রোপতাত্ত্বিকরা একই গুণযুক্ত একাধিক বিশেষ স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হলো একই বিশেষে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন গুণ অবস্থান করতে পারে? যেমন একটি বই একই সঙ্গে আয়তাকার, লাল রংযুক্ত কি করে সম্ভব? অর্থাৎ কীভাবে একই সঙ্গে দুটি গুণের সমাহার অভিন্ন বিশেষে অবস্থান করতে পারে? এপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, উক্ত বইয়ের লাল রঙ কোন সাধারণ লাল রঙ নয় যা উক্ত বই ভিন্ন আর অন্য কোন বইয়ে অবস্থান করতে পারে। উক্ত লাল রঙ কেবল উক্ত বইয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ঠিক তেমনই আকারও। এক্ষেত্রে বইটি হল বিশেষ যা মূর্ত এবং উক্ত বইয়ের লাল রঙ বা বিশেষ আকার হলো বিমূর্ত বিশেষ বা ট্রোপ।

সামান্যসত্তা প্রসঙ্গে বস্তুবাদী বা নামবাদীদের যে অবস্থান, অর্থাৎ সামান্যসত্তা বিশেষ অতিরিক্ত এবং বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগতমূল্য আছে (বস্তুবাদী চিন্তাধারা), ঠিক অন্যদিকে নামবাদীদের দাবি হল সামান্যসত্তার বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগত মূল্য নেই, তা হল মনুষ্যসৃষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুর শ্রেণীবাচক নাম। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অভিন্ন সামান্যধর্ম হতে পারে না বা অভিন্ন সামান্যধর্ম একাধিক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষে অবস্থান করতে পারে না। সামান্যসত্তা হল বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ।

## ৩.৪ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা-

কিন্তু প্রশ্ন হল প্রতিটি বিশেষ এবং তার গুণ বা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হলে তাদেরকে আমরা সমজাতীয় বলে আখ্যায়িত করি কেন? আসলে ট্রোপতত্ত্বে সমজাতীয় বস্তু বলতে সাদৃশ্যপূর্ণ ট্রোপকে বোঝানো হয়। যেমন- যদি ধরা হয় ‘ক’ বস্তুটি মসৃণ, ‘খ’ নামক বস্তুটি মসৃণ, ‘গ’ নামক বস্তুটি মসৃণ, তাহলে এক্ষেত্রে ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ নামক বস্তুগুলি হল সাদৃশ্যপূর্ণ বিশেষ এবং ‘ক’-এর মসৃণতা হলো কেবল ‘ক’-এর বিমূর্ত বিশেষ, তেমনই ‘খ’-এর মসৃণতা হলো কেবল ‘খ’-এর বিমূর্ত বিশেষ, আবার ‘গ’-এর মসৃণতা হলো কেবল ‘গ’ -এর বিমূর্ত বিশেষ এবং এই সকল বিমূর্ত বিশেষ বা ট্রোপ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁরা একথা বলতে নারাজ যে, কেবল বিশেষ আছে এবং তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, কেবল বিশেষ বললে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রতিটি

বস্তুই তাঁদের মতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যেটিকে তাঁরা বলেন বিমূর্ত বিশেষ বা ট্রোপ। এভাবে তাঁরা হয়তো অতিবর্তী বস্তুবাদকে খণ্ডন করে বলবেন যে, বিশেষ অতিরিক্ত কোন সামান্যসত্তা নেই, বা সমজাতীয় বিশেষ বলে কিছু হয় না। অন্যদিকে নামবাদীদের মতকে খণ্ডন করে হয়তো বলবেন যে, সমজাতীয় বস্তুর শ্রেণীকরণ কখনোই মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে না। আসলেই সমজাতীয় এই কথাটির যথার্থ অর্থ এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। সমজাতীয় বলতে তাঁরা বোঝেন যে, পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ট্রোপ। তাঁদের মতে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তু যে পরস্পর পরস্পরের থেকে ভিন্ন তার সর্বচ্চ ভিত্তি হল সংখ্যাগত ভেদ।

কিন্তু প্রশ্ন হল এমন কী ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বা গুণ বা অন্য কোন কিছু আছে যার জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন আপেল সাদৃশ্যপূর্ণ লাল রংয়ের হতে পারে? বা অন্যভাবে বললে যদি এমন কোন অভিন্ন বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে তাদেরকে আমরা অভিন্ন দেখি কেন? এর উত্তরে তাঁরা হয়তো বলবেন যে, আসলে এর একটি সদুত্তর এমন হতে পারে যে, এটি পরিস্থিতি অথবা এটি উক্ত বস্তুগুলির স্বভাব। আসলে উক্ত সামান্যের সমস্যার এমন কোনো সমাধান ট্রোপতাত্ত্বিকরা দিতে পারেন না যে, সেটিই একমাত্র সমাধান। উক্ত সমস্যার যুক্তিপূর্ণভাবে যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করার প্রয়াসমাত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে উক্ত ট্রপতত্ত্বের আরও কী কী সীমাবদ্ধতা আছে তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

# চতুর্থ অধ্যায়

## সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বস্তুস্থিতিতত্ত্ব

সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে সুপ্রাচীন বস্তুবাদ সামান্যসত্তার বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতসত্তা স্বীকার করেন, আবার অন্যদিকে বস্তুবাদের সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষ নামবাদ সামান্যসত্তার বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য অস্বীকার করে যখন সামান্যকে ব্যক্তিসৃষ্ট শ্রেণীবাচক সাধারণ নাম বলে আখ্যায়িত করেন তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, এপ্রসঙ্গে সমকালীন অভিনব ট্রোপতত্ত্ব উপরিউক্ত উভয় মতবাদের আংশিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং নিজেদের মতের মৌলিকত্ব প্রদর্শন করে দেখালেন যে, নামবাদীদের মতো সামান্যসত্তা যেমন ব্যক্তিসৃষ্ট সাধারণ শ্রেণীবাচক নামমাত্র নয়, তেমনই কোন কোন বস্তুবাদের ন্যায় তার বিশেষ অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা নেই, বরং তা বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ বা ট্রোপ (Trope)। ঠিক তখনই উপরিউক্ত তিনটি মতের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে উদয় হয় ডি. এম. আর্মস্ট্রং-এর বস্তুস্থিতিতত্ত্বের (States of Affairs Theory)। সেখানে বস্তুবাদের অনেক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, যদিও

তা যেমন মার্জিত তেমনই পরিশোধিত। ফলত তথাকথিত বস্তুবাদের অনেক সীমাবদ্ধতা যেমন প্রদর্শিত হয় তেমনই নামবাদ, ট্রোপতত্ত্ব খণ্ডনের মাধ্যমে তিনি নিজ বস্তুস্থিতিতত্ত্বে উপনীত হন। আলোচনার শুরুতে তিনি দৃষ্টান্তহীন কেবল সামান্য (Mere Universals) খণ্ডনের কথা বলেন। তাঁর মতে সামান্য মানে বস্তুস্থিতি। অর্থাৎ সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর স্বতন্ত্র সত্তা নয়। সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে আবদ্ধ বস্তুজাগতিক সত্তা। কিন্তু সেটি কেমন? বস্তুস্থিতিতত্ত্বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, কোন বস্তু এবং তার ধর্ম দুটি ভিন্ন বিষয় নয়, তা কেবল উক্ত বস্তুর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধিত। যেমন- যখন আমরা বলি যে, 'রাম হয় লম্বা' তখন ব্যক্তি বিশেষ 'রাম' এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'লম্বা হওয়া' পরস্পর স্বতন্ত্র নয়, বরং এই সমগ্রটা অর্থাৎ 'রামের লম্বা হওয়া' হলো বিশেষ বস্তুস্থিতি। যেখানে এটি বোঝানো হয় না যে, 'রাম' হলো বিশেষ এবং 'লম্বা হওয়া' হলো এমন এক সামান্যসত্তা যার বিশেষ (রাম) স্বতন্ত্রভাবে বস্তুগত অস্তিত্ব আছে। যদিও এমন কথা আমরা অতিবর্তী বস্তুবাদে (Transcendent Realism) পাই। কেননা, সেখানে আমরা দেখেছি যে, সামান্যসত্তা বিশেষ অতিরিক্তভাবে অস্তিত্বশীল। যেমন- প্লেটোর বস্তুবাদী চিন্তাধারায় আমরা এমন প্রতিফলন লক্ষ্য করি যে, সামান্যসত্তা বিশেষ অতিবর্তী এবং উক্ত সত্তাই যথার্থ অর্থে সত্তাবান, যার প্রতিফলন ঘটে বস্তুজগতে এবং উক্ত সত্তা সম্ভবত ঈশ্বরসৃষ্ট। আবার প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলের মত পর্যালোচনা করে পাওয়া যায় যে, সামান্য বিশেষ অতিবর্তী কোনো সত্তা না হলেও তার

বস্তুগতমূল্য আছে। আর সামান্যকে বস্তুগতভাবে সৎ বললে এটি বলতে কোনো বাধা থাকে না যে, সামান্য বিশেষ থেকে স্বতন্ত্র। ঠিক তেমনই আধুনিক বস্তুবাদী রাসেলের মতেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সামান্যের বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য প্রদান করা হয়েছে। আসলে সামান্যের যদি বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগত সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহলে তার অস্তিত্বের জন্য বিশেষ আবশ্যিক হয় না। যদিও সমগ্র বস্তুবাদে আমরা লক্ষ্য করি যে, সামান্য হলো সমজাতীয় বিশেষের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু সমজাতীয় বিশেষের সাধারণ ধর্ম হয়েও বিশেষ অতিবর্তীরূপে প্রতিপাদিত হচ্ছে বলে মনে হয় এবং আশ্চার্যজনকভাবে সেখানে বিশেষের তুলনায় সামান্যসত্তাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে বলা হয়েছে যে, সামান্যই প্রকৃত সৎ। কেননা, বিশেষ পরিবর্তিত হলে বা বিশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সামান্য অপরিবর্তিত এবং অবিনশ্বর থাকে। কিন্তু বিশেষ যদি গুরুত্বহীন হয় তাহলে আমরা কেন বলছি যে, সামান্য হলো বিশেষের সাধারণ ধর্ম? সেক্ষেত্রে বস্তুবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায় যে, আসলে সামান্যসত্তাই প্রকৃত সৎ। কিন্তু  আমরা তা বিশেষের সমজাতীয় ধর্ম আকারে জানতে পারি। কেননা প্রকৃত সামান্যসত্তাকে আমরা কেউ সরাসরি জানতে পারি না, তাকে বিশেষের ধর্মের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

কিন্তু সেক্ষেত্রে নামবাদীদের আপত্তি হলো যাকে সরাসরি জানতে পারি না তার অহেতুক গুরুত্ব প্রদান করছি কেন? অর্থাৎ সামান্যসত্তাকে আমরা সরাসরি না জানতে পারলেও বস্তুবাদে তাকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আর যাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি অর্থাৎ বিশেষকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি কিন্তু তাকে কেন সামান্যসত্তার তুলনায় গুরুত্বহীন বলছি? আসলে যাকে সরাসরি জানতে পারি না তা আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না বা তা আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হওয়া উচিৎ নয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমরা কেবল বিশেষকে যেহেতু সরাসরি জানতে পারি এবং তাদের গুণ বা সম্বন্ধ জানতে পারি। সেহেতু আমাদের আলোচনার সীমানা সেটুকুই হওয়া দরকার বলে মনে হতে পারে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করি যে, মূলত সেই কারণেই কোন কোন নামবাদী সামান্যসত্তাকে অস্বীকার করেন আবার কোন কোন দার্শনিক এটিকে তাঁদের আলোচনায় স্থান দেন না। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে, ডি. এম. আর্মস্ট্রং (D. M. Armstrong) এরূপ মতবাদকে কিভাবে খণ্ডন করবেন। তাঁর এরূপ সত্তাগত আলোচনাকে আমরা তিনটি ধাপে আলোচনা করবো।

## ৪.১. কেবল সামান্যসত্তা (Mere Universals) খণ্ডন-

সামান্যকে বিশেষ অতিবর্তী বস্তুগতমূল্য প্রদান করলে তা এমন সত্তা হিসেবে প্রতিপাদিত হয় যা বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে সামান্যসত্তায় বিশেষ মুখ্য নয় এমনটিই বলতে হয়। ফলে সেক্ষেত্রে এমন সামান্যসত্তা স্বীকৃতিতে আর বাধা থাকে না, যার কোনো বিশেষ দৃষ্টান্ত নেই। যেমন- পক্ষীরাজ ঘোড়া (Pegasus)। এরূপ সত্তা যে অর্থপূর্ণ তার প্রমাণ

পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে। যদিও এর কোনো বাস্তব দৃষ্টান্ত নেই। আর্মস্ট্রং এমন দৃষ্টান্তহীন কেবল সামান্যসত্তা বা বিশেষের সঙ্গে অসম্বন্ধীয় কেবল সামান্যসত্তা (Mere Universals) স্বীকার করেন না।[1] কেননা তিনি মনে করেন যে, কোন বস্তুর প্রকৃত গুণ বা ধর্ম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরেই ঠিক হবে। এবিষয়ে কোন পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা থাকতে পারে না। সেই কারণে অতিবর্তী সত্তা রহস্যময়। ফলত, সামান্য সম্পর্কে অতিবর্তী বস্তুবাদ স্বীকৃত নয়।

আসলে তাঁর সামান্যতত্ত্ব কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধকে তিনি তিন রকমভাবে দেখিয়েছেন, প্রথমত- প্রাকৃতিক কার্য-কারণ নীতি, দ্বিতীয়ত- কার্য-কারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খলতত্ত্ব এবং তৃতীয়ত- বস্তুর গুণ এবং সম্বন্ধের সঙ্গে বিশেষের কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিশেষের গুণ থাকা মানেই বিশেষ উক্ত গুণকে নির্দেশ করে, যেটি বিশেষের শক্তি। যদিও তা সম্পূর্ণভাবে দেশ-কালের জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলত এমন কোন সত্তা স্বীকৃত নয় যার কোন কার্য ক্ষমতা নেই বা বিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। এপ্রসঙ্গে তিনি প্লেটোর সোফিস্ট (Sophist) থেকে একটি এলিয়াটিক নীতি উল্লেখ করে দেখান যে, সেখানে গুণের অস্তিত্বের শর্ত উল্লেখ আছে,

---

[1]David Malet Armstrong, "Universals as Attributes," *Metaphysics Contemporary Readings*, ed. M. J. Loux, (London: Routledge, 2008) 65-66.

> "In Plato's Sophist, the Eleatic Stranger suggests that power is the mark of being (274D- E). I think he is at least this far correct: if a thing lacks any power, if it has no possible effects, then although it may exist, we can never have any good reason to believe that it exists."[2]

সুতরাং যদি কোন কিছু জাগতিক সত্তা হয়, তাহলে তার এমন ক্ষমতা থাকবে যা হয় কোন কিছুকে নির্দেশ করতে পারবে বা কোন কিছুর দ্বারা নির্দেশিত হতে পারবে। আর সেই সকল বিশেষই অস্তিত্বশীল যার এরূপ কার্য-কারণ ক্ষমতা আছে। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

> "I there defended the world-hypothesis that what there is consists to nothing but propertied particulars standing in relations to each other. Against the suggestion that the world might contain, in addition to there entities, such things

[2]David Malet Armstrong, "Naturalism, Materialism and First Philosophy," *Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel,* (1978) 267.

> as possibilities, timeless properties, and "abstract" classes, I argued that these latter entities has no causal power; and that if they had no power, there was no good reason to postulate them."[3]

সেই কারণে তিনি কোন বাক্যের বিধেয়কে সামান্যসত্তা বলেন না। কেননা কোন বাক্যের বিধেয়ের সঙ্গে সামান্যসত্তার কোনো অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নেই, তা নিছক বাহ্যিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি আরও বলেন যে, বাক্যের বিধেয়ের ধারণা সম্পূর্ণভাবে মানুষ সৃষ্ট, যা অসংখ্য বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং ভবিষ্যতেও অসংখ্য বস্তুকে বোঝানোর সম্ভাবনা থাকে।

> "A predicate, a man- made thing, is applied to certain particulars and is applicable to an indefinite number of further particulars."[4]

---

[3]David Malet Armstrong, *A Theory of Universals: Universals and Scientific Realism,* Vol. II., (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 46.

[4]Armstrong, *A Theory of Universals: Universals and Scientific Realism,* Vol. II., 7.

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি বিধেয় মানুষ সৃষ্ট হয় তাহলে তা একাধিক বিশেষকে বোঝাতে পারে কীভাবে? প্রসঙ্গত, অতিবর্তী বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর গুণ বা ধর্ম এবং সম্বন্ধের বস্তুগতমূল্য আছে এবং বিধেয় হল তা প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আর্মস্ট্রং তথাকথিত বস্তুবাদীদের ন্যায় সামান্যসত্তাকে স্বীকার না করলেও বস্তুগত অর্থে গুণকে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, কোন যথার্থ বিধেয় কখনই গুণ বা সম্বন্ধকে নির্দেশ করতে পারে না। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "I suggest that we reject the notion that just because the predicate 'red' applies to an open class of particulars, therefore there must be property, redness. There must be an explanation why the predicate is applicable to an infinite class of particulars which played no part of in our learning the meaning of the word "red"."[5]

আসলে কোন বিধেয় একাধিক বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেই এটি প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত বিধেয় কোন গুণ বা সম্বন্ধকে নির্দেশ করে।

---

[5]Armstrong, *A Theory of Universals: Universals and Scientific Realism,* Vol. II., 8.

এছাড়াও নঞর্থক সাধারণ ধারণা বা বৈকল্পিক সাধারণ ধারণা প্রভৃতির কোনটিকেই সামান্যসত্তা হিসেবে তিনি মানতে নারাজ। বৈকল্পিক ধারণাকে সামান্যে ধারণা হিসেবে গণ্য না করার কারণ হলো তাঁর মতে, সামান্যসত্তা হল এমন এক ধর্ম যা একাধিক সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে বা বিশেষের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থান করবে। কিন্তু বৈকল্পিক ধারণা এমন ধারণা নয় যে তা একাধিক বস্তুতে অভিন্নরূপে অবস্থান করতে পারে। যেমন- আমরা যখন বলি, কোন কিছুতে চার্জ থাকবে অথবা কোন কিছুর ভর থাকবে। তাহলে এক্ষেত্রে অথবা নামক গুণটি দ্বারা এটি বোঝানো হয় যে, কোন কিছুর ভর না থাকলেও চার্জ থাকতে পারে। অর্থাৎ এই বাক্যের সত্যমূল্য সত্য হতে পারে। আবার বিপরীত ক্ষেত্রে ভর থাকলেও চার্জ হওয়া ধর্মটি না থাকলেও বাক্যটি সত্য হতে পারে। অর্থাৎ বৈকল্পিক ধর্ম সামান্য নয় এই কারণে যে, তা সকলক্ষেত্রে অভিন্ন বিষয়কে বোধিত করতে পারে না। আবার অন্য একটি কারণে তিনি বৈকল্পিক ধারণাকে সামান্য হিসেবে অস্বীকার করেন। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করি যে, তাঁর মতে সামান্যের সাথে বিশেষের সম্বন্ধের বিষয়ে কার্য-কারণতত্ত্বের সম্পর্ক বর্তমান। কেননা, কোন বস্তু যখন সামান্য ধর্মকে নির্দেশ করে বা গুণকে নির্দেশ করে তখন এটি বুঝতে হবে যে, উক্ত বস্তুর মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যা উক্ত গুণকে বোঝাতে পারে। যেমন- যদি কোন বস্তুর ওজন থাকে, তাহলে সেটি নিম্নদিকে পতিত হবে। আসলে তিনি সামান্য এবং শক্তির মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে বলে মনে করেন। কিন্তু বৈকল্পিক ধর্মকে সামান্য হিসেবে স্বীকার করলে একথা

মানতে হয় যে, তার এমন কোন শক্তি নেই, যা অভিন্ন ক্ষেত্রকে উপস্থাপন করতে পারে। কেননা, তা একটি ক্ষেত্রে চার্জ হওয়া অথবা ভর না থাকাকে যেমন নির্দেশ করতে পারে, তেমনই অন্যদিকে চার্জ না হওয়া অথবা ভর থাকাকেও নির্দেশ করতে পারে। বৈকল্পিক সম্বন্ধে আমরা লক্ষ্য করি যে, যেকোন একটি বিকল্প সত্য হলে সমগ্র বৈকল্পিক বচন সত্য হয়। সুতরাং তা কোন সামান্য হতে পারে না।

একই কারণে তিনি নঞর্থক ধারণাকেও সামান্য বলতে নারাজ। কেননা, কোন কিছু সামান্য ধারণা হলে তার অভাব সামান্য হতে পারে না। অভাবের মধ্যে অভিন্নতা থাকে না এবং অভাবের এমন কোন শক্তি নেই বা কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, যা অভাবাত্মক সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে। যদিও ভাষাগত কারুকার্যের দ্বারা কেউ বলতে পারেন যে, জলের অভাব মৃত্যুর কারণ। তাহলে এক্ষেত্রে অভাব বা জলের অভাবের এমন শক্তি আছে বা থাকতে পারে, যা মৃত্যু নামক কার্যটি ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু এটি ভাষার কারুকার্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, সেক্ষেত্রে অন্য কেউ আবার এমনও বলতে পারেন যে, বিষ না খেয়ে থাকা বেঁচে থাকার কারণ। যদিও এমনটি ঠিক নয়। আসলে এক্ষেত্রে সদর্থক সাধারণ ধারণা হলো এই যে, বিষ খাওয়া হল মৃত্যুর কারণ। সেই কারণে নঞর্থক সামান্য সম্ভব নয়, বরং সামান্য সর্বদা সদর্থক ধারণার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

আবার অন্যদিকে নামবাদ এই কারণে গ্রহণীয় নয় যে, সেখানে সামান্যসত্তার কোনো গুরুত্বই প্রদান করা হয় না। যেমন- আমরা পিটার অ্যাবেলার্ড এবং জর্জ বার্কলের মত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছি যে, সামান্যরূপ সাধারণ ধারণা মনুষ্যসৃষ্ট শ্রেণীবাচক নামমাত্র। আর সেটা স্বীকৃত হলে এটি মেনে নিতে হয় যে, জাগতিক প্রতিটি বস্তু পরস্পর স্বতন্ত্র এবং কেবল বাহ্যিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বা মনুষ্য সাধারণীকরণ নির্ভর। কিন্তু এভাবে জাগতিক শৃঙ্খলা বা জাগতিক সামঞ্জস্যতার ব্যাখ্যা যেমন বিভ্রান্তিকর হয়, তেমনই সত্তাগত আলোচনা অতি সরল আকার ধারণ করে। যদিও আমরা লক্ষ্য করি যে, সমকালীন চরমপন্থী নামবাদী কোয়াইন এমন সত্তাগত সরলীকরণ চেয়েছিলেন। সেই কারণেই হয়তো তিনি তাঁর "On What There Is" প্রবন্ধে বলতে পেরেছিলেন যে, আমরা কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তার পরিসীমিত ক্ষেত্রবিশিষ্ট ধর্মই ব্যাখ্যা করতে পারি, তৎ ভিন্ন কোনো সামান্যসত্তা যেমন নেই তেমনই তা আমাদের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত নয়। যেমন- উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি বলি যে, 'আম হয় সবুজ'। তখন আমরা এই বাক্য থেকে এটিই বুঝবো যে, অন্তত একটি আম আছে এবং তা সবুজ। কিন্তু সবুজত্বরূপ সামান্যসত্তা বস্তুগতভাবে আছে কি নেই সেটি আমাদের উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝতে প্রয়োজন পড়ে না।[6]

[6]W. V. O. Quine, "On What There Is," *The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly,* Vol. 2, No. 5, (1948), 31-32.

যদিও পরিমার্জিত নামবাদী এইচ. এইচ. প্রাইস (H. H. Price) মনে করেন যে, আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি বা জানার চেষ্টা করি তখন সেটি কোন না কোন ধর্মযুক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন- যদি বলা হয় আপেল কী? তখন আমরা এটিই জানতে চাই যে, আপেলের গঠন কী? সেক্ষেত্রে তার আকার, রঙ প্রভৃতি দ্বারাই আমরা সেটি বর্ণনা করি। আবার আমরা যখন বলি আপেলটি টেবিলের উপর রাখা আছে। তখন আপেলের সঙ্গে টেবিলের সম্বন্ধ প্রকাশ করে বলা হয় যে, উপরে অবস্থিত। এরূপ 'ধর্ম' এবং 'সম্বন্ধ'-কে প্রাইস সামান্য ধারণা বলেন এবং তার প্রকৃতিকে সাদৃশ্যতত্ত্বের (Theory of Resemblance) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এরূপ সম্বন্ধকে পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকার করলে কিভাবে সম্বন্ধগত অনাবস্থা দোষ উৎপন্ন হয় তা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। সেই কারণে আর্মস্ট্রং-এর বস্তুস্থিতিতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করবো যে, সামান্য এবং বিশেষকে পৃথকসত্তা হিসেবে স্বীকার না করে বরং তা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাছাড়া এইচ. এইচ. প্রাইস-এর উক্ত সাদৃশ্যতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্যকে মুখ্য ও অভ্যন্তরীণ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেলে বা একটি বিশেষের সঙ্গে আরেকটি বিশেষের গুণগত মাত্রা আলোচিত হলেও একটি গুণের বা সম্বন্ধের সঙ্গে অন্য গুণ বা সম্বন্ধের মাত্রা স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ একটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি স্বীকার করা হলেও একটি গুণ বা সম্বন্ধ অন্য গুণ বা সম্বন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা একটি গুণ বা

সম্বন্ধ অন্য গুণ বা সম্বন্ধের তুলনায় কম বা বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে সে আলোচনা পূর্বোক্ত সাদৃশ্যতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন- একটি উদাহরণ নেওয়া যাক যে, 'লালত্ব ধর্মটি কমলাত্ব ধর্মের তুলনায় বেশি হলুদত্ব ধর্মের মতো (অর্থাৎ লালত্ব ধর্মটি কমলাত্ব ধর্মের তুলনায় হলুদত্ব ধর্মের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ)'। কিন্তু সাদৃশ্যতত্ত্বে সাদৃশ্যকে অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ হিসেবে স্বীকার করায় এরূপ গুণগত মাত্রার ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। যদিও গুণ এবং সম্বন্ধ বিষয়ে এরূপ মাত্রাগত ধারণা আবশ্যিকভাবে সত্য। যেমন- 'লাল রঙ কালো রঙের তুলনায় মেরুন রঙের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ', 'দূরত্ব বিষয়ে গজ (Yard) পরিমাপক ফুট (Fot) পরিমাপকের তুলনায় লম্বা' প্রভৃতি। কিন্তু এভাবে গুণগত মাত্রা (Higher Order Properties) এবং তার থেকে উচ্চতর গুণগত মাত্রা এবং তার থেকে উচ্চতর গুণগত মাত্রা স্বীকার করে চলতে থাকলে সেখানে অনাবস্থা দোষের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সেহেতু এখন প্রশ্ন হলো একটি সম্বন্ধের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ কী সম্পর্কে যুক্ত থাকে? তা কি অভ্যন্তরীণভাবে যুক্ত থাকে, নাকি বিভিন্ন সম্বন্ধের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সম্বন্ধিত থাকে? এর উত্তরে আর্মস্ট্রং বলেন,

> "...first order properties stand in unanalyzable resemblance relations to each other? Though unanalyzable, relations of resemblance will have varying degrees of closeness. The resemblances

will flow from the nature of the Resembling universals."[7]

অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর গুণ বা সম্বন্ধগুলি (First Order Properties) একে অপরের সঙ্গে অবিশ্লেষিত সাদৃশ্য সম্বন্ধে (Unanalyzable Resemblance Relations) আবদ্ধ থাকে। এটিই হলো সাদৃশ্যমূলক ধর্মের প্রকৃতি (Nature of Resembling Properties) যে তারা একে অপরের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ। তবে সাদৃশ্যতা বলতে সর্বদা সকল গুণের অভিন্নতা থাকবে এমনটি নাও হতে পারে। কেননা, দুটি গুণ যখন ভিন্ন তখন তাদের মধ্যে সকল বৈশিষ্ট্য অভিন্ন থাকবে না এটিই স্বাভাবিক। যেমন-ধরা যাক পাঁচ কিলো ওজনের ধারণা। যদি উক্ত ধারণাকে দুই ভাগে ভাগ করি এবং বলি যে, চার কিলো ওজন এবং এক কিলো ওজন। তাহলে এটিকে এভাবে বলতে কোন বাধা নেই যে, একটি বস্তুস্থিতি হল চার কিলো ওজন এবং অন্য বস্তুস্থিতি হলো এক কিলো ওজন। আর এদের সমগ্র বস্তুস্থিতি হল পাঁচ কিলো ওজন। তাহলে এক্ষেত্রে দুটি সত্তার মধ্যে সাদৃশ্য হলো পাঁচ কিলো ওজনের বস্তুস্থিতি এবং চার কিলো ওজনের বস্তুস্থিতি। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য এই কারণে বলা যায় যে, পাঁচ কিলো ওজন চার কিলো ওজনের সবথেকে নিকটবর্তী, যদিও তারা সর্বাংশে অভিন্ন

[7]David Malet Armstrong, "Universals as Attributes," *Metaphysic Contemporary Readings*, ed. M. J. Loux, (London: Routledge, 2008), 86.

নয় তাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো সরল ধর্ম একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না, কারণ তারা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। কিন্তু যৌগিক ধর্ম বা যৌগিক বস্তুস্থিতি একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কেননা, সেক্ষেত্রে একটি বস্তুস্থিতির সঙ্গে অন্য বস্তুস্থিতির কিছু অংশে সামঞ্জস্য থাকে এবং কিছু অংশে থাকে না। আমস্ট্রং-এর মতে যৌগিক ধর্ম নির্ণীত হয় যৌক্তিকভাবে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বা তাঁর মত অনুসারে বলা যায় যে, বস্তুস্থিতি দ্বারা বস্তুর যৌগিক ধর্ম নির্ণীত হয়। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও মনে করেন যে, সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধকে ভাষার দ্বারা বা কোনো সংজ্ঞার দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তা হলো মৌলিক (Primitive)।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হলো এই যে, এখানে একটি অনাবস্থা দোষের আশঙ্কা থাকে। কেননা, ধরা যাক যে, 'আলমা (a) হয় লম্বা (T)' এই বস্তুস্থিতির ক্ষেত্রে আলমা হলো বিশেষ এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধিত ধর্ম হল 'লম্বা' হওয়া। সেক্ষেত্রে সমগ্র বস্তুস্থিতি হলো 'আলমা হয় লম্বা' (Ta)। আবার এরূপ বস্তুস্থিতির বিশেষ (Particulars) হলো বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত বা বস্তুস্থিতি (আলমা হয় লম্বা, বেট্টি হয় লম্বা প্রভৃতি)। তাহলে এক্ষেত্রে বস্তুস্থিতির বস্তুস্থিতি স্বীকৃত হওয়ায় অনাবস্থা দোষ অনিবার্য হয়। যদিও এই অনাবস্থা দোষ পরিহারের জন্য তিনি বিশেষের (যদিও এখানে বিশেষ মানে ধর্মযুক্ত বিশেষ বা বিশেষ বস্তুস্থিতি অর্থাৎ সেটিও সামান্য) সঙ্গে সামান্যের সম্বন্ধকে মৌলিক সম্বন্ধ

বা অনন্য সম্বন্ধ (Fundamental Tie) বলেন। আসলে, যখন আমরা বস্তুস্থিতির বস্তুস্থিতি স্বীকার করি, তখন তার সাথে জগতের কোনো সরাসরি যোগ থাকে না। প্রতিটি সম্বন্ধই একে অপরের থেকে ভিন্ন। কেননা, প্রতি ক্ষেত্রে বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। সেই কারণে, প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বস্তুস্থিতির সঙ্গে অন্য বস্তুস্থিতির সম্বন্ধ অনন্য (Unique), যেটিকে তিনি মৌলিক সংযোগ বা অনন্য সংযোগ (Fundamental Tie) হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।[৪]

আবার অন্যদিকে আর্মস্ট্রং-এর মতে আমরা যখন বলি যে, একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন আমাদের এটি স্বীকার করতে হয় যে; উক্ত বস্তুগুলির মধ্যে কোন ধর্মের অভিন্নতা আছে। অর্থাৎ, উক্ত বস্তুগুলোর কোন না কোন ধর্ম অভিন্ন (Identical)। আর একটি ধর্ম যে অন্য ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন তা এখান থেকে বোঝা যায়। কিন্তু তা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, ধর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তা যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন একথা স্বীকার করতে হবে যে; উক্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর মধ্যে এমন কোন বা কোন কোন ধর্ম আছে যেটি বা যেগুলি উক্ত ধর্মের মধ্যে অভিন্নতা প্রদর্শন করে। যেমন- কালো, নীল প্রভৃতি ধর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা তাদের মধ্যে রঙ ধর্মটি অভিন্নভাবে উপস্থিত।

[৪]Armstrong, "Universals as Attributes," 88-89.

যদিও আমরা জানি যে, সাদৃশ্যতত্ত্ব অনুসারে 'সাদৃশ্য' হলো একটি মৌলিক ধারণা; যা স্বাভাবিক ধারণা এবং সেখানে কিছু স্বতঃসিদ্ধ সত্য (Axiom) পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। যেমন- সাদৃশ্য হলো প্রতিসম (symmetrical) সম্বন্ধে সম্বন্ধিত (If 'a' resemblance 'b' to 'a' certain degree, then 'b' resemblance 'a' to just that degree)। কিন্তু একজন বস্তুবাদী বা যিনি সামান্যতত্ত্ব স্বীকার করেন তিনি সাদৃশ্যকে পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে না ধরে সরাসরি ব্যাখ্যা দিতে পারেন এভাবে যে, প্রতিসম হলো অভিন্নতা (Symmetry as Identity)। আর এই অভিন্ন সত্তাই হল সামান্য ধর্ম। যেমন- যখন বলা হয় যে, 'if 'a' is exactly like 'b', and 'b' is exactly like 'c', then a must be exactly like 'c'.'। এক্ষেত্রে যথার্থ সাদৃশ্যতা (Exact Resemblance) কেবলমাত্র প্রতিসম (Symmetrical) নয়, তা সকর্মকও (Transitive) বটে। সামান্যতত্ত্বে এটিকে বলা হয় যে, 'a', 'b', 'c' হলো অভিন্ন। আসলে আমরা যখন বলি যে, একটি বস্তু আর একটি বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তখন সেটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (Some Degree or Some Respect) সামঞ্জস্যপূর্ণ এটিই বোঝায়। সুতরাং এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যরূপ আকারগত সত্তা (Formal Property) তা আমাদের স্বীকার করতে হবে এই কারণে যে, সাদৃশ্য বলতে বোঝায় কোন না কোন ক্ষেত্রে (Some Degree or Respect) কোন না কোন ধর্মে তারা অভিন্ন। আর যথার্থ সাদৃশ্য (Exact Resemblance) হলো সেটি, যেখানে একটি বস্তুর সকল গুণের সঙ্গে অন্য

বস্তুর সকল গুণের অভিন্নতা থাকে। অর্থাৎ, কখনো কখনো একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর কোন কোন ধর্মে অভিন্নতা থাকে; আবার কখনো কখনো সকল গুণের অভিন্নতা থাকে। অর্থাৎ অভিন্নতা হলো সাদৃশ্যের আকারগত সত্তা (Formal Property of Resemblance)।[9] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাদৃশ্যতত্ত্বের ন্যায় সাদৃশ্যকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য (Axiom) পূর্বস্বীকৃতি হিসেবে না ধরে নিয়েও অভিন্নতাকে সামান্যসত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

## ৪.২ সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বস্তুস্থিতিতত্ত্ব-

তাঁর তত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, সামান্যসত্তা সর্বদা বিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সামান্য যেমন বিশেষ অতিবর্তী নয়, তেমনই বিশেষ সামান্যসত্তা বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি আরও মনে করেন যে, সামান্য যেমন বিশেষ অতিবর্তী নয় তেমনই সামান্য এবং বিশেষ দুটি ভিন্নজাতীয় বস্তুও নয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বিশেষ (Particulars)-এর প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে তাকে দুইভাবে তুলে ধরেন, যথা- থিন্ বিশেষ (Thin Particular) এবং থিক্ বিশেষ (Thick Particular)। থিন্ বিশেষ (Thin Particular) হল বিশেষের এমন এক অবস্থান যেটি গুণ বা ধর্ম ছাড়াই বর্ণীত হয়। যেটি তার গুণ বা ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং উক্ত গুণ বা ধর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়। যদিও উক্ত

[9]Armstrong, "Universals as Attributes," 84.

থিক বিশেষ কখনই তার গুণ বা ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন নয় (Not Identical)। কেননা, তা যদি হতো তাহলে আমরা বলতাম না যে উক্ত বিশেষের ধর্ম। যখনই আমরা বলি যে, অমুক বিশেষের ধর্ম অমুক তখন সেই বিশেষ এবং তার ধর্ম যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সেটি আমাদের স্বীকার করতেই হয়। যেমন- আমরা যখন বলি যে, আলমা (a) হয় মোটা (F) তখন আলমা হল বিশেষ এবং তার একটি গুণ বা ধর্ম হল মোটা হওয়া। কিন্তু আলমা এবং মোটা কখনই অভিন্ন বিষয় হতে পারে না। কিন্তু আবার কেবল বিশেষ (Bare Particulars) থাকা সম্ভব নয়। কেননা বিশেষ থাকবে অথচ কোন গুণ বা ধর্ম থাকবে না সেটি হতে পারে না। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে সেটি কোন গুণ বা ধর্মের দৃষ্টান্ত হতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু আমরা আগে গুণগত ধারণাকে ধরে না নিয়ে অর্থাৎ পূর্বতঃসিদ্ধ (a priori) আকারে ধারণাকে উপস্থাপন না করে বিশেষ দেখে তার গুণ বা সম্বন্ধ নির্ণয় করছি সেহেতু এটি থিন্ বিশেষ হিসেবে হয়তো বর্ণীত হয়েছে।[10]

অন্যদিকে থিক্ বিশেষ (Thick Particulars) বিশেষের এমন বর্ণনা যেখানে থিন্ বিশেষ এবং তার গুণ বা ধর্ম বর্ণীত হয়। অর্থাৎ এখানে কোন বিশেষের গুণ বা গুণসমগ্র দ্বারা বিশেষটি উপস্থাপিত হয়, যাকে আর্মস্ট্রং

[10](The thin particular is a, taken apart from its properties (substratum). It is linked to its properties by instantiation, but it is not identical with them. It is not bare because to be bare it would have to be not instantiating any property. But though clothed, it is thin.)
[David Malet Armstrong, "Universals as Attributes," 79.]

বস্তুস্থিতি বলেছেন। যেমন- আমরা যদি বলি যে, আলমা হয় মোটা, সেটি যদিও আলমা সম্বন্ধে পূর্ণ বর্ণনা নাও হতে পারে। অর্থাৎ তার দ্বারা আলমাকে সামগ্রিকভাবে বোঝানো সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বলি যে, আলমা হয় মোটা, লম্বা, সুন্দর দেখতে প্রভৃতি। তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ ব্যক্তি আলমাকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা সম্ভব, যেটি হল আলমা সম্বন্ধে সামগ্রিক বস্তুস্থিতি। এটিকেই থিক্ বিশেষ বলা হয়েছে।[11]

উক্ত বস্তুস্থিতিতত্ত্বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, কোন বস্তু এবং তার ধর্ম দুটি ভিন্ন সত্তা নয়, তা কেবল উক্ত বস্তুর সাথেই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধিত। কিন্তু তথাকথিত বস্তুবাদে এর বিপরীত তত্ত্বটি উপস্থাপিত হয়। যেমন- যখন বলা হয় 'আলমা (a) হয় মোটা (F)'। তখন তথাকথিত বস্তুবাদীদের মতে এটি স্বীকার করতে হয় যে, 'আলমা (a)' অস্তিত্বশীল এবং 'মোটা (F)' এই ধর্মটিও অস্তিত্বশীল এবং তখন উক্ত বিশেষ ব্যক্তি 'আলমার' সঙ্গে 'মোটা' এই ধর্মটির সম্বন্ধগত দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু যখন বলা হয় আলমাই মোটা এবং সেটিই হলো এই ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতি তখন আর সম্বন্ধগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় না। আসলে আলমা এবং মোটা ভিন্ন ভিন্নভাবে অস্তিত্বশীল নয়; 'আলমা মোটা' যা কেবল আলমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এটি হলো আলমাকে মোটা বোঝানোর একমাত্র

---

[11](... it enfolds both thin particulars and properties, held together by instantiation, can be nothing but a state of affairs)
[David Malet Armstrong, "Universals as Attributes," 79.]

ক্ষেত্র বা বস্তুস্থিতি। উক্ত ক্ষেত্র বা বস্তুস্থিতি বাদ দিয়ে 'কেবল মোটা' (Mere Fat) সত্তা যেমন অস্তিত্বশীল নয় তেমনই বিশেষ হিসেবে কেবল 'আলমাও' (Mere Alma) অস্তিত্বশীল নয়। আসলে এর দ্বারা এটি বোঝানো হয় যে, কেবল সামান্য যেমন স্বীকৃত নয় তেমনই কেবল বিশেষও স্বীকৃত নয়। সামান্য মানে বিশেষেরই সামান্য। যেটি হলো একটি বিশেষ বস্তুস্থিতি।[12]

কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, এমন তত্ত্বগত আলোচনা আমরা পূর্বেই ট্রোপতত্ত্বেও লক্ষ্য করেছি। তাহলে, বস্তুস্থিতিতত্ত্ব কি ট্রোপতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন? কেননা, সেখানে আমরা দেখি যে, কোন বস্তু এবং তার গুণ বা সম্বন্ধ হলো কেবল উক্ত বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধ। আর সেটিই হলো বিশেষ ট্রোপ। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'আলমা হয় লম্বা' তখন 'আলমা' হলো বিশেষ ব্যক্তি এবং 'লম্বা' হলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেটি কেবল আলমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এরূপ 'লম্বা' হওয়া বৈশিষ্ট্য আলমা ছাড়া অন্য সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, পূর্বেই ট্রোপতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, কেবল বিশেষ (Mere Particulars) যেমন স্বীকৃত নয়, তেমনই কেবল গুণ বা সম্বন্ধও (Mere Properties) স্বীকৃত নয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম স্বীকৃত, যেটিকে তাঁরা ট্রোপ বলেন। কিন্তু, উক্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য অতিবর্তী বস্তুবাদীদের ন্যায় সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষের ন্যায়

[12]David Malet Armstrong, "Universals as Attributes," 74-75.

গুণ বা সম্বন্ধকেও বিশেষ বলা হয়। যদিও কেবল বিশেষের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। কেবল বিশেষকে তারা মূর্ত বিশেষ (Concrete) বলেন আর গুণ বা সম্বন্ধরূপ সামান্য ধর্মকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particular) বলেন। আর গুণ বা সম্বন্ধযুক্ত বিশেষকে মূর্ত সাধারণ সত্তা (Concrete Universal) বলেন। এখান থেকে মনে হতে পারে যে, বস্তুস্থিতিতত্ত্বে উক্ত মত প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, সেখানে বিশেষ অতিরিক্ত কেবল সামান্যসত্তা স্বীকৃত নয় বরং এই মতে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বিশেষ আর গুণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কোন গুণ মানে তা কোন না কোন বিশেষেরই গুণ। যেটি ঠিক ট্রোপতত্ত্বের মূর্ত বিশেষের মতো বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু ট্রোপতত্ত্বের সঙ্গে উক্ত মত কখনোই অভিন্ন নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ট্রোপতত্ত্বে গুণকে বিশেষ বলা হলেও অবিভাজ্য একক সত্তা (যেমন- সকল, কোন কোন প্রভৃতি) একাধিক বস্তুতে অভিন্ন আকারে থাকতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আর্মস্ট্রং গুণ বা সম্বন্ধকে যেমন সামান্যসত্তা বলেন তেমনই তা অভিন্নও হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে এরূপ সত্তা কি তথাকথিত বস্তুবাদের মতো বিশেষ অতিরিক্ত সত্তা? উত্তর হবে না। কেননা তাঁর মতে, বিশেষের সঙ্গে গুণ অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তা কোন বিশেষ অতিবর্তী সত্তা নয়। কিন্তু বিশেষের নির্দেশক মূল্য থাকলেও সামান্যরূপ গুণের কোনো নির্দেশক মূল্য না থাকার জন্য আমরা তথাকথিত বস্তুবাদকে সমালোচনা করেছি। সে দোষ আর্মস্ট্রং

কীভাবে পরিহার করবেন? আসলে তিনি বলতে চান যে, কোন গুণ যে, একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুতে অবস্থান করে সেটি আমরা ভার্চু (Virtue) দ্বারা জানতে পারি।[13] তাহলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে এরূপ গুণ বা সম্বন্ধের স্বরূপ কেমন? অভিন্ন গুণ যদি একাধিক বিশেষে অবস্থান করে তাহলে তাদের একে অপরের থেকে পৃথক করা যাবে কীভাবে? অথবা একটি সম্বন্ধ যদি একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুতে অভিন্নভাবে অবস্থান করে, তাহলে একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য নির্ণয় করবো কীভাবে?

---

[13]এক্ষেত্রে আর্মস্ট্রং সি. বি. মার্টিন-এর 'Truth-maker' নীতির কথা উল্লেখ করেন। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, '...for every contingent truth at least (and perhaps for all truths contingent or necessary) there must be something in the world that makes it true. "Something" here may be taken as widely as may be wished. The "making" is not causality, of course: Rather, it is that in the world in virtue of which the truth is true. Gustav Bergmann and his followers have spoken of the "ontological ground" of truths, and I think that this is my "something in the world" that makes truths true. An important point to notice is that different truths may all have the same truth-maker, or ontological ground. For instance, that this thing is colored, is red, and is scarlet are all made true by the thing's having a particular shade of color.

[David Malet Armstrong, "Universals as Attributes," 74].

এই প্রসঙ্গে আমস্ট্রং বলবেন যে, অভিন্ন সামান্য ধারণা বা অভিন্ন সম্বন্ধের ধারণা একাধিক বস্তুতে অবস্থান করতে পারে, কিন্তু তাদের নির্দেশনা (Direction/Way) ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্থিতি (States of Affairs) তৈরি হয়। যেমন- 'আলমা হয় লম্বা (Ta)', 'বেট্টি হয় লম্বা (Tb)'। এক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে 'লম্বা' ধর্মটি সমভাবে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু 'আলমার' বস্তুস্থিতি 'বেট্টির' বস্তুস্থিতির সাথে মেলেনা। আলমার বস্তুস্থিতি হলো 'Ta' এবং বেট্টির বস্তুস্থিতি হলো 'Tb'। এই একই কথা সম্বন্ধ প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।[14] যেমন- যখন আমরা বলি যে, 'আলমা বেট্টিকে ভালোবাসে' তখন তার বস্তুস্থিতি হলো 'aLb' । কিন্তু যখন উক্ত ভালোবাসার সম্বন্ধ ভিন্ন দুজন ব্যক্তি 'রতন' এবং 'হিমা'-র মাঝে গড়ে ওঠে, তখন বস্তুস্থিতি হয় 'rLh'। আসলে এখানে 'T' (Tal-লম্বা) উভয়ক্ষেত্রে অভিন্ন হতে পারে। কিন্তু তাদের বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। আবার ভালোবাসার সম্পর্ক (Relations of Love)

---

[14]এপ্রসঙ্গে তিনি বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধের অস্তিত্ব এবং অভিন্নতা চিহ্নিতকরণের জন্য চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, '(I) Properties of particulars determine the active and passive powers of the particulars. (II) All properties give some active and/or passive powers to the particulars which have them. (III) A property gives the very same powers to the particulars which have it. (IV) Different properties must give different powers to the particulars which have them.' [David Malet Armstrong, *A Theory of Universals: Universals and Scientific Realism,* Vol. II., (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 44-45.]

উভয়ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও উভয় বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। তিনি আরও বলেন যে, এমন কিছু বস্তুস্থিতি আছে যেখানে উপাদান অভিন্ন কিন্তু বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- যদি বলা হয় 'আলমা (a) ভালোবাসে (L) বেট্টিকে (b)', আবার এটি যদি বলা হয় যে, বেট্টি (b) ভালোবাসে (L) আলমাকে (a)। উক্ত দুটি ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু বস্তুস্থিতি গঠনের উপাদান অভিন্ন। আর্মস্ট্রং-এর মতে সংযোগ সম্বন্ধ (Conjunctive Relation) যেমন বস্তুস্থিতি তেমনই উক্ত সম্বন্ধের উপাদানগুলিও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্থিতি, যদিও তাদের উপাদান অভিন্ন। যেমন- যদি বলা হয় 'আলমা (a) ভালোবাসে (L) বেট্টিকে (b) এবং বেট্টি (b) ভালোবাসে (L) আলমাকে (a)'; আবার যদি এটি বলা হয় যে, 'বেট্টি (b) ভালোবাসে (L) আলমাকে (a) এবং আলমা (a) ভালোবাসে (L) বেট্টিকে (b)'। এক্ষেত্রে উপাদান অভিন্ন থাকলেও বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে গুণ যেমন বস্তুস্থিতি [যেমন - আলমা (a) হয় মোটা (M)], তেমনই সম্বন্ধও বস্তুস্থিতি হয় [যেমন - আলমা (a) ভালোবাসে (L) বেট্টিকে (b),]।

কিন্তু ট্রোপতত্ত্ব অনুসারে আমরা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে, 'আলমা (a) ভালোবাসে (L) বেট্টিকে (b)', এবং 'বেট্টি (b) ভালোবাসে (L) আলমাকে (a)' দুটি ভিন্ন ভিন্ন ট্রোপ। আবার ভালোবাসার সম্বন্ধ দুটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন, ফলে উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন- প্রথম ক্ষেত্রে 'aLb1' হলে দ্বিতীয় ক্ষেত্র হবে 'aLb2'। কিন্তু বস্তুস্থিতিতত্ত্বে এটি দেখানো হয় যে, সম্বন্ধের উপাদান অভিন্ন থাকলেও সম্বন্ধের দিকনির্দেশনা (Direction) ভিন্ন

ভিন্ন হওয়ার জন্য সম্বন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু ট্রোপতত্ত্বে প্রতিটি সম্বন্ধের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হয়। যদিও উক্ত ক্ষেত্রে উপাদান যে অভিন্ন তা প্রমাণিত হলো এবং সম্বন্ধ যে ভিন্ন ভিন্ন সেটিও প্রমাণিত হলো। যেটি ট্রোপতত্ত্বের দ্বারা সম্ভব নয়।

যদিও তিনি বস্তুস্থিতির উক্ত উপাদানগুলিকে (aLb) বস্তুস্থিতির অংশ না বলে বরং বস্তুস্থিতির উপাদান বলেন, যা যৌগিক সামান্য প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যৌগিক সামান্যের উপাদান হল তার বস্তুস্থিতি। সংযৌগিক সামান্যকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করলে দেখব যে, তার উপাদানগুলি অংশ নয়, বরং সমগ্রটাই একটি বস্তুস্থিতি। যেমন- ধরা যাক 'মোটা' এবং 'বেঁটে' হলো দুটি সংযৌগিক সামান্য এবং উক্ত সামান্যের বিশেষ হিসেবে ধরা যার 'আলমা'। তাহলে সংযৌগিক সামান্য হিসেবে বলতে হয় যে, 'আলমা হয় মোটা এবং বেঁটে'। এখানে বস্তুস্থিতিতত্ত্ব দ্বারা উক্ত যৌগিক সামান্যকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, অন্তত এটি অসম্ভব নয় যে, 'আলমা (a) হয় মোটা (M) এবং আলমা হয় বেঁটে (B)'। সেক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতি হল 'Ba' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রের বস্তুস্থিতি হল 'Ma'। এভাবে সংযৌগিক সামান্য ধারণাকে সরল বস্তুস্থিতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা অনেক বেশি যৌক্তিক। কিন্তু এটি বলা ঠিক নয় যে 'B' এবং 'M' হলো উক্ত সংযৌগিক সামান্যের অংশ। কেননা তা বললে অংশের সাথে সমগ্রের সম্বন্ধ প্রকাশ বিভ্রান্তিকর হয়। সেই কারণে বস্তুস্থিতিতত্ত্বে সম্বন্ধ ও গুণকে বিশেষ থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকার করা হয় না।

## ৪.৩ সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে প্রকৃতিতত্ত্ব (Naturalism)-

এরূপ বস্তুস্থিতি দ্বারা গঠিত ভৌত জগতের সাধারণ আকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বস্তুজগৎ গঠিত হয় গুণ/ধর্ম ও তার বিশেষ (Particulars) দিয়ে এবং প্রতিটি বিশেষ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত; যেটিকে বলা হয়েছে বস্তুস্থিতিতত্ত্ব। উক্ত তত্ত্বে তিনি আরও বলেন যে, উক্ত জগৎ দেশ-কাল অতিবর্তী নয়। অর্থাৎ, দেশ-কাল অতিবর্তী কোন সত্তা স্বীকৃত নয়। জাগতিক সাধারণ আকারই হলো বস্তুস্থিতি। যার দ্বারা সামান্যতত্ত্ব যে স্বীকৃত সেটি যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনই এটিও ব্যাখ্যা করা হয় যে, সাধারণ ধারণা কেবল নামমাত্র নয় বা বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধও নয়। জগৎ হল একক দেশ-কালের তন্ত্র। এটিকে বলা হয় তাঁর প্রকৃতিতত্ত্ব (The world is a single spatio-temporal system)। প্রকৃতিতত্ত্বের (Naturalism) সংজ্ঞায় তিনি বলেন,

> "...the doctrine that reality consists of nothing but all-embracing spatio-temporal system."[15]

[15]David Malet Armstrong, "Naturalism, Materialism and First Philosophy," *Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel,* (1978), 261.

প্রকৃতিতত্ত্বের (Naturalism) দ্বারা অতিবর্তী বস্তুবাদ এই কারণে খণ্ডিত হয় যে তা প্রকৃতিতত্ত্বের বিরুদ্ধ। এপ্রসঙ্গে স্টিফেন মামফোর্ড-এর (Stephen Mumford) উল্লেখযোগ্য উক্তি হল,

> "Naturalism is an immanentist thesis, because it maintains that all what there is is accessible to us and rejects any further hidden, supernatural, disconnected, or transcendent realms."[16]

যদিও আর্মস্ট্রং এপ্রসঙ্গে মনে করেন যে, একক দেশ-কালের তন্ত্র শুধু তিনিই বলেছেন তা নয়, বরং প্রায় সকল দার্শনিকতত্ত্ব তা স্বীকার করেন। আসলে প্রকৃতিতত্ত্ব দ্বারা এটিই প্রমাণ করা হয় যে, জাগতিক কোনো বস্তুই এককভাবে কেবল বস্তু নয়, তা গুণ ও সম্বন্ধযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত হয়ে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই শৃঙ্খলে থাকার কারণ কী? এর উত্তরে বলা যায় যে, এগুলি বস্তুর স্বকীয় স্বভাব (Own Nature)। প্রকৃতিতে অবস্থিত বস্তুর স্বকীয় স্বভাব এমন যে, তা কেবল বিশেষ বা কেবল সামান্য আকারে অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু, প্রকৃতিবাদকে সমর্থন করে (এবং এ কথা স্বীকার করে যে, 'এই প্রাকৃতিক জগতই একমাত্র জগৎ') এ

[16]Stephen Mumford, *David Armstrong,* (UK: Acumen, 2007), 7.

কথা বলা সম্ভব নয় যে, উক্ত প্রাকৃতিক শৃঙ্খলের চরম কারণ হলো সর্বময় জগৎকর্তা ঈশ্বর। সেই কারণেই তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র কোন ভৌতবিদ্যাই সম্পূর্ণভাবে জগতকে বর্ণনা করতে পারে (Only a [completed] physics can completely describe the world.)।[17] এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভৌত তত্ত্বের (Physicalism) কাজ হল,

> "...discover what sorts of thing and what sorts of property there are in the universe and how they are constituted, with particular emphasis upon the sorts of thing and the sorts of property in terms of which other things are explained."[18]

তাঁর এই প্রকৃতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং তা অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পরতঃসাধ্য, কোন পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা নয়। যার ভিত্তিতে বস্তুর গুণ বা ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়।[19]

---

[17]David Malet Armstrong, *Nominalism and Realism: Universals and Scientific Realism,* Vol. I. (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 126.

[18]David Malet Armstrong, *What is Laws of Nature?,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 3.

[19]Properties are to be postulated on an a posteriori basis. In particular, they are to be postulated because and where natural science demands them.

## ৪.৪ আলোচ্য অধ্যায়ের পর্যালোচনা-

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি যে, সামান্যতত্ত্ব সম্পর্কে উক্ত বস্তুস্থিতিতত্ত্বের লক্ষ্য হলো- পূর্ববর্তী তথাকথিত অতিবর্তী বস্তুবাদ, নামবাদ, ট্রোপতত্ত্ব প্রভৃতির জাগতিক সাধারণ আকারের ত্রুটিপূর্ণ আংশিক ব্যাখ্যাকে পরিহার করে সামগ্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করা। কিন্তু প্রশ্ন হল দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাভিত্তিক জগতে আমরা পরস্পর স্বতন্ত্র কিন্তু সাদৃশ্যপূর্ণ গুণ বা সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুই কেবল লক্ষ্য করি। কিন্তু সেখানে কীভাবে অভিন্ন সামান্যসত্তা আকারে গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকার করা সম্ভব? কেননা, অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান সর্বদা সম্ভাব্য হয়, সেখানে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে আমরা কখনই সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি না। কিন্তু সামান্য সংক্রান্ত জ্ঞান বা জাগতিক সাধারণ আকার সম্পর্কীত জ্ঞান সম্ভাব্য হতে পারে না, তা সুনিশ্চিত। তাহলে কেবল ভৌতবিদ্যা দ্বারা কীভাবে এরূপ জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব? আবার উক্ত সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জনকারী ইন্দ্রিয়ের অধিকারি মানুষ কি নিশ্চিত জাগতিক সাধারণ আকারের জ্ঞান অর্জন করতে পারে? কেননা, সসীম মানুষের দ্বারা অসীম জগৎ ও জাগতিক সাধারণ আকারের জ্ঞান অর্জন করা কী সম্ভব? অন্যভাবে আপত্তি করে বলা যায় যে,

---

[David Malet Armstrong, *What is Laws of Nature?,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 115].

এরূপ জাগতিক সাধারণ আকার কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হতে পারে না। কেননা, আমাদের অভিজ্ঞতায় জাগতিক সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য বরং বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবার অভিজ্ঞতালব্ধ পরতসাধ্য জ্ঞান সর্বদা সম্ভাব্য হয়, সেখানে কোনো সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। তাছাড়া জাগতিক সাধারণ আকার যেমন খণ্ডনের অযোগ্য, তেমনই আমাদের জানা বা না জানার উপরে তা নির্ভর করে না। কেননা, আমাদের প্রাকৃতিক সাধারণ আকারগত দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, প্রকৃতি আংশিক পরিবর্তনশীল হলেও তা মানুষের জানা বা না জানার উপর নির্ভরশীল নয় বরং প্রকৃতি স্বয়ং বিদ্যমান, মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বা প্রকৃতি থেকে মানুষ নামক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব অবলুপ্ত হলেও প্রকৃতির বিনাশ হবে না। সুতরাং অসীম প্রকৃতির সাধারণ আকারের জ্ঞান তার আশ্রয়ে থাকা মানব প্রজাতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা কী সম্ভব? সেটি আমরা সামগ্রিক মূল্যায়ন অংশে দেখানোর চেষ্টা করবো। আবার অন্যদিকে, প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক জ্ঞান পরতঃসাদ্ধ না বলে পূর্বতঃসিদ্ধ বললে কি কি সমস্যা হতো সেটিও প্রদর্শন করার চেষ্টা করবো।

# উপসংহার

সামান্যের সমস্যা প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি সামনে রেখে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল সেগুলি হল সমকালীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যায় সামান্যের সমস্যা বলতে কী বোঝায়? সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ কেমন? আদৌও বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতভাবে সামান্যসত্তা স্বীকার করা যায় কি না? প্রভৃতি। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটোই প্রথম উক্ত বিষয়ে গভীর দৃষ্টিপাত করেন। সেখানে সামান্যসত্তাকে বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য প্রদান করে বলা হয় যে, যদিও আমরা সামান্যসত্তাকে জানি একজাতীয় বিশেষের সাধারণ আকার হিসেবে, কিন্তু তার বিশেষ নিরপেক্ষ বস্তুগতমূল্য আছে। কেননা, সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাদৃশ্যগত তারতম্য থেকে আমরা অনুধাবণ করতে পারি যে, পূর্ণতম কোন একক সত্তা আছে, যার প্রতিফলন ঘটে এই তারতম্যযুক্ত পরস্পর সাদৃশ্যময় বস্তুজগতে। কিন্তু তারতম্যযুক্ত সাদৃশ্যময় বিশেষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও আদর্শতম সামান্যসত্তা কেবল দার্শনিক প্রজ্ঞার (Philosophical Wisdom) বিষয়। সুতরাং দেশ-কালের অন্তর্গত পরিবর্তনশীল ক্ষণিক পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত বিশেষ অপেক্ষামাত্র। আর এটি

জানতে পারেন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। যেমন- জাগতিক সুন্দর বস্তুর মধ্যে যেমন তারতম্য থাকে তেমনই তা ক্ষণিকও বটে। আবার আমরা এটিও লক্ষ্য করি যে, আদর্শতর থেকে আদর্শতর সুন্দর বস্তু আছে। সুতরাং মূল আদর্শতম সুন্দরত্ব-রূপ সামান্যসত্তা আছে, যার প্রতিফলন ঘটে উক্ত তারতম্যযুক্ত বিশেষ বিশেষ সুন্দর বস্তুতে।

কিন্তু এপ্রসঙ্গে আপত্তি হলো, সামান্যসত্তা আছে বা থাকতে পারে এবং সেটি জানার মাধ্যম হলো যে বিশেষ (Particulars) তা অদ্ভুতভাবে সামান্যসত্তার আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে এবং জগৎ-অতিবর্তী সত্তা প্রাধান্য পেয়েছে বলে অনেকে এরূপ মতকে খণ্ডন করেন। যেমন- তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটলের মত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেখানে সামান্যসত্তাকে বিশেষ-অতিবর্তী সত্তার মর্যাদা প্রদান না করে বরং সামান্য ও বিশেষকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বলা হয়। যদিও আমরা লক্ষ্য করি যে, অনেকে অ্যারিস্টটলের মতেরও নানা সীমাদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- যদিও তিনি সামান্যকে বিশেষ-সম্পৃক্ত সত্তা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সামান্যসত্তাকে বস্তুগতভাবে সৎ বলায় তা বিশেষ-স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি যে, কিভাবে তা সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রকাশে বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া নামবাদ ও ট্রোপতত্ত্বের আপত্তি হলো, আদৌ কি বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে অভিন্ন সামান্যসত্তা থাকা সম্ভব? আর তা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, একক সামান্যসত্তা বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান তাহলে

এরূপ একক সামান্যসত্তা কীভাবে দৈশিক, কালিক ও সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অভিন্ন আকারে অবস্থান করতে পারে? আবার সামান্যসত্তা হিসেবে যদি আমরা গুণ ও সম্বন্ধকে স্বীকার করি এবং বলি যে, বিশেষ পরিবর্তনশীল হলেও সামান্যসত্তা অপরিবর্তনীয় তাহলে যেসকল বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তীত হয় তার যথার্থ ব্যাখ্যা উক্ত বস্তুবাদ দিতে পারে না বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। যেমন- কোন বস্তু হয়তো একসময় সবুজ ছিল কিন্তু তা আবার অন্য সময় হলুদ গুণযুক্ত হতে পারে, তার ব্যাখ্যা যেমন উক্ত বস্তুবাদ দিতে পারেনা, তেমনই সম্বন্ধগত ব্যাখ্যাও বিভ্রান্তিকর হয়। যেমন- কোন সময় হয়তো ‘a’ ভালোবাসে ‘b’-কে, আবার কোন সময় হয়তো ‘b’ ভালোবাসে ‘a’-কে- এরূপ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা তথাকথিত বস্তুবাদ মেনে নিলে উক্ত দুটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন ভালোবাসার সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়। যদিও নামবাদ, ট্রোপতত্ত্ব তথা বস্তুস্থিতিতত্ত্ব অনুসারে উক্ত দুটি ক্ষেত্রের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল নানা আপত্তির যথার্থ উত্তর উক্ত বস্তুবাদ থেকে পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন দার্শনিক মত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত প্লেটো উল্লেখিত অতিবর্তী বস্তবাদের দাবি হল, বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তু সাদৃশ্যময় হয় এই কারণে যে, তা অতিবর্তী সামান্যসত্তার অনুলিপিমাত্র। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আপত্তি হলো কেবলমাত্র সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুই আছে এবং কোনো অতিবর্তীসত্তা নেই বা থাকতে পারে না। তাছাড়া কোন কোন দার্শনিকের মতে বস্তুর সমজাতীয়তা হলো বস্তুর স্বকীয় স্বভাব। আবার কোন কোন দার্শনিকের মতে তা কার্য-কারণ

সম্বন্ধে আবদ্ধ। ফলে আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, বিশেষ অতিবর্তী কোনো অতিবর্তীসত্তা থাকতে পারেনা বা থাকা সম্ভব নয়।

সেহেতু রাসেলের 'History of Western Philosophy' অনুসরণ করে বলতে হয় যে, প্লেটোর বস্তুবাদের দুটি দিক আমরা লক্ষ্য করি, একটি হলো যৌক্তিক অংশ (Logical Part) এবং অপরটি হলো আধিবিদ্যক অংশ (Metaphysical Part)। যৌক্তিক অংশে জাগতিক সাধারণ আকারকে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনই সাধারণ আকারের ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। কেননা, সেখানে গুণগত সমজাতীয়তাই ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- মানুষের সাধারণ ধর্মরূপ গুণ হলো মনুষ্যত্ব, ঘটের ঘটত্ব প্রভৃতি। কিন্তু যখন বিষয়টি আরও গভীরে আলোচনা করা হয় এবং বলা হয় যে, এরূপ জাগতিক সাধারণ আকারের কোন আকার আছে কি না? কেননা, আমরা যে সকল বিশেষের উপর নির্ভর করে জাগতিক সাধারণ আকার আছে বা থাকতে পারে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই সকল বিশেষের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই বৈসাদৃশ্যও আছে অর্থাৎ গুণগত আকারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে এমন প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অন্তত অসম্ভব নয় যে, এমন কোন তত্ত্ব কী আছে যা এরূপ তারতম্যময় সত্তার ঐক্যবিধায়ক সত্তা? যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেউ অতিবর্তী ঐশ্বরিক সত্তাকে মূল সত্তার তকমা প্রদান করেন, আবার কারোর কারোর মতে এই জগতই হল একমাত্র জগৎ, কোনো অতিবর্তী ঐশ্বরিক সত্তা নেই বা থাকা সম্ভব নয়। আর এরূপ জাগতিক সাধারণ আকারের ব্যাখ্যা প্রদান করতে কোনো

ঐশ্বরিক সত্তা কল্পনার দরকার নেই। কিন্তু প্লেটোর সময়কালে এরূপ অতিবর্তী ঐশ্বরিক সত্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রমাণ আমরা ওই সময়কার অন্যান্য দার্শনিকদের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে পাই। সেই কারনে হয়তো তিনি বলতে পেরেছিলেন বা বলেছিলেন যে, জাগতিক সাধারণ আকারের মূল সত্তা হলো একক সামান্যসত্তা, আর এরূপ সামান্যসত্তার মূল একক সত্তা সম্ভবত ঈশ্বর।

কিন্তু সময়ের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনই দার্শনিক ভাবনাগত ব্যাখ্যার ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে। দার্শনিক ব্যাখ্যায় ধর্মীয়তত্ত্বের বাতাবরণমুক্ত আলোচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানবাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সমকালীন বস্তুবাদী রাসেল একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এই জগতই হলো একমাত্র জগৎ। সুতরাং যাবতীয় সাধারণ আকারের সত্তা স্বীকার করলেও তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নয় বলেই যেন সেখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। যদিও তাঁকে আমরা বস্তুবাদী এই তকমা প্রদান করেছি এই কারণে যে, তিনি জাগতিক সাধারণ আকাররূপ সামান্যসত্তার মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ফলে সামান্য এবং বিশেষরূপ দ্বৈত-সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় তাদের সম্বন্ধ প্রকাশ যেমন বিভ্রান্তিকর হয়, তেমনই মন-নিরপেক্ষ সামান্যসত্তার স্বীকৃতি প্রসঙ্গে দ্বিমত উৎপন্ন হয়।

সেই দ্বিমত প্রথম প্রদর্শিত হয় নামবাদ নামক তত্ত্বে। সেখানে বিশেষ স্বীকৃতি প্রসঙ্গে কোনো দ্বিমত দেখা না গেলেও বা সাদৃশ্যযুক্ত বিশেষ বা একই

শ্রেণীভুক্ত বিশেষ স্বীকৃতি প্রসঙ্গেও দ্বিমত উত্থাপিত না হলেও, সাদৃশ্যযুক্ত বিশেষ বা একই শ্রেণীভুক্ত বিশেষ এরূপ ধারণার স্বরূপ নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয়। কেননা, নামবাদের উদ্ভাবক পিটার অ্যাবেলার্ড বা আধুনিক চিন্তাবিদ বার্কলের মত পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি যে, সেখানে সমজাতীয় বিশেষের প্রেক্ষিতে যে শ্রেণীর ধারণা পোষণ করা হয়, তা মনুষ্যসৃষ্ট সামান্যরূপ শ্রেণীবাচক নাম। কিন্তু বস্তুবাদে আমরা যে শ্রেণীর ধারণা পাই তা স্বাভাবিক শ্রেণী, কোন মনুষ্যসৃষ্ট শ্রেণী নয় এবং শ্রেণীরূপ সামান্যসত্তা মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। যদিও অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থকদের থেকে আমরা এরূপ ধারণা পাই, অন্তত পাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এভাবে সত্তাগত ব্যাখ্যা প্রদান অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং অনেক কিছুর ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারলেও এমন কিছু প্রশ্ন তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়, যে তার সদুত্তর তাঁরা দিতে অক্ষম। যেমন- জাগতিক সাধারণ আকার বলে স্বকীয় কোন সত্তা যদি আমরা স্বীকার না করি তাহলে গুণগত ও সম্বন্ধগত সম্পর্কের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা উক্ত তত্ত্ব প্রদান না করতে পারায় বলতে হবে যে, জাগতিক প্রতিটি বস্তই একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার সত্ত্বেও জগৎ একটি অদ্ভুত শৃঙ্খলে প্রবাহমান এবং সেখানে জাগতিক একরূপতা নেহাতই আকস্মিক ঘটনামাত্র। কিন্তু এরূপ উক্তি পূর্বপক্ষী বস্তুবাদের বিশেষের সঙ্গে সামান্যের সম্বন্ধ প্রকাশের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির থেকেও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়।

আবার সমকালীন নামবাদী কোয়াইনের চিন্তাধারার মধ্যেও প্রায় একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়। সেখানে কেবল দৃশ্যমান বস্তুজগতের উপর নির্ভর করেই সামান্যসত্তার ব্যাখ্যা প্রদান করে বলা হয় যে, আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেটির উপর নির্ভর করে বলতে পারি যে, তার অস্তিত্ব আছে এবং তা কোন না কোন ধর্মবিশিষ্ট। কিন্তু তার অতিরিক্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার অন্তর্গত নয়। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'কলা হয় হলুদ'; তখন সেক্ষেত্রে এটি স্বীকার করা হয় যে, অন্তত একটি কলা আছে এবং তা হলুদ। কিন্তু 'হলুদত্ব'-রূপ সামান্যসত্তা আছে কিনা সেটি উক্ত বাক্যের জ্ঞানগত পরিধীর যেমন অন্তর্গত নয়, তেমনই আমাদের বিচার্য বিষয়ও হতে পারে না এবং এরূপ বস্তুগতসত্তার অস্তিত্ব নেই বলেই তিনি মত প্রকাশ করেন। জাগতিক প্রতিটি বস্তু সরল। কিন্তু সেটি নিয়ে ভাবনা হয় জটিল। যেকোন জটিল ধারণাকে সরল অংশে ভেঙে ব্যাখ্যা করতে পারলে সমগ্র জাগতিক সত্তাকে কোনোরূপ রহস্যময় অতি-জাগতিক সত্তা স্বীকৃতি ছাড়াই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

যদিও এরূপ সরল সত্তাতাত্ত্বিক আলোচনা অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হলেও, এমন কিছু প্রসঙ্গ আছে বা থাকতে পারে যার ব্যাখ্যা এরূপ নামবাদ দিতে যে অক্ষম তার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। যেমন- জাগতিক বস্তুগুলির সমজাতীয়তার কারণ কী হতে পারে? বা জাগতিক বস্তুসমূহ কেন সাধারণ আকারবিশিষ্ট হয়? এরূপ নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই যত রকম সত্তাতাত্ত্বিক জটিলতার উদয় হয়েছে। কেউ বলেন বস্তু স্বভাবতই সমধর্মী

হয় (যেমন- এইচ. এইচ. প্রাইস, ডি. সি. উইলিয়ামস্ প্রমুখ)। আবার কেউ সেটি কার্য-কারণতত্ত্ব দ্বারা প্রদান করেন (যেমন- ডি. এম. আর্মস্ট্রং)। আবার কেউ জাগতিক সমজাতীয় বা সমগুণযুক্ত বা সমসম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়ার জন্য অতিজাগতিক সত্তাকে মূল কারণ হিসেবে স্বীকার করেন (যেমন- প্লেটো)। আমি ধাপে ধাপে এসকল সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রদান করার চেষ্টা করবো।

যদিও পূর্বোক্ত চরমপন্থী নামবাদী মনোভাব সকল নামবাদী যে পোষণ করেন এমনটিও নয়। যেমন- পরিমার্জিত নামবাদী এইচ. এইচ. প্রাইসের মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে সাদৃশ্যযুক্ত বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে এবং সাদৃশ্যকে অভ্যন্তরীণ মূলসত্তার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। যেখানে প্রতিটি বস্তু একে অপরের সঙ্গে কোন না কোন সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধে আবদ্ধ। সে সাদৃশ্য সম্বন্ধ গুণগত ও সম্বন্ধগত হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ বস্তুই একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন নয় বা অভিন্ন হতে পারে না। কেননা, প্রতিটি বস্তু যেহেতু স্থান-কাল ও সংখ্যাগতভাবে পৃথক সেহেতু তারা অভিন্ন হতে পারে না। এখানে বস্তুর গুণ ও সম্বন্ধ স্বীকার করা হলেও, তা অভিন্ন গুণ বা অভিন্ন সম্বন্ধ নয়। কিন্তু সাদৃশ্য অভিন্নভাবে প্রতিটি বস্তুর মূলসত্তা হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, তাঁর মতে প্রতিটি বস্তু একে অপরকে সঙ্গে কোন না কোন সাদৃশ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, তা গুণগত বা সম্বন্ধগত হয় এবং তিনি এরূপ সাদৃশ্যসত্তাকে সামান্যসত্তার তকমা প্রদান করেছেন। কিন্তু এরূপ সাদৃশ্যসত্তার কোন মূলসত্তা আছে কি না? বা এরূপ সাদৃশ্যসত্তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কি না? এরূপ অতিবর্তী সত্তাগত প্রশ্নের

উত্তরে তিনি বলেন যে, এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হলো বস্তুর স্বকীয় স্বভাব। যদিও প্রশ্ন হতে পারে যে, জাগতিক প্রতিটি বস্তু যেমন একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তেমনই বৈসাদৃশ্যপূর্ণও হয়। তাহলে সাদৃশ্যকে মূলসত্তা বললে বৈসাদৃশ্যকে কেন মূলসত্তা হিসেবে গণ্য করা হবে না? এরূপ প্রশ্নের যথার্থ সদুত্তর তাঁর তত্ত্বে পাওয়া যায় না। আবার প্রতিটি বস্তু যেমন একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তেমনই একটি গুণ অন্য গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তার আলোচনাও উক্ত তত্ত্বে স্থান পায়নি। এরূপ নানা প্রশ্নের উত্তর আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

আবার ট্রোপতত্ত্ব উক্ত দুটি মতের কোনোটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন না। প্রথমত, তাঁদের সামান্য-ধারণা ব্যাখ্যার ধরণ ভিন্ন। তাঁরা একজাতীয় বস্তুর অভিন্ন সমধর্ম যেমন স্বীকার করেন না, তেমনই বিশেষ বিশেষ বস্তু যে অভিন্ন সমজাতীয় হতে পারে এটিও মান্যতা দেন না। আর তা যদি হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, সামান্যধর্ম বলে যেমন কোনো অভিন্ন বস্তুগতসত্তা নেই, তেমনই সামান্যসত্তা ব্যক্তিসৃষ্ট শ্রেণীবাচক নাম বলার মধ্যেও সার্থকতা থাকতে পারে না। তাঁদের মতে, প্রতিটি বিশেষ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার অন্যতম লক্ষণ হলো সংখ্যাগত ও স্থান-কালগত ভিন্নতা। আর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের কখনই অভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধ কোনোটিই অস্বীকার করেন না। তাঁরা দাবি করেন যে, বিশেষ যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র তেমনই তাদের গুণ ও সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ

বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ ও সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাঁরা বিশেষকে মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars) বলেন এবং গুণ ও সম্বন্ধকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বলেন। যেমন- যখন বলা হয় যে, 'টমেটো হয় লাল', তখন এই বাক্যটির দ্বারা বোঝানো হয় যে, কোন একটি বিশেষ টমেটো এবং তার লাল রঙ। তেমনই আবার যখন বলা হয় যে, 'পোড়া ইট হয় লাল রঙের' তখন আসলে বোঝানো হয় যে, কোন একটি বিশেষ পোড়া ইট এবং তার লাল রঙ। সুতরাং এখানে বিশেষ যেমন স্বীকার করা হয়, তেমনই গুণ বা সম্বন্ধকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু গুণকে বিশেষ স্বতন্ত্র বা একাধিক বিশেষের অভিন্ন গুণ স্বীকার করা হয় না। স্থান-কাল বা সংখ্যাগতভাবে ইট বা টমেটো বা অন্যকিছু যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনই তাদের একটির গুণ বা সম্বন্ধের সঙ্গে অন্যটির গুণ বা সম্বন্ধ অভিন্ন হতে পারে না, সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে।

কিন্তু তারা যদি প্রকৃতই সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ বলি বা বলতে পারি? অর্থাৎ স্বভাবতই একটি পোড়া-ইট অন্য পোড়া-ইটের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ না হলে আমরা কেন বলি যে, একটি অন্যটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর উক্ত তত্ত্বে পাওয়া যায় না। যেমন- ট্রোপতত্ত্বের প্রণেতা জি. এফ. স্টাউটের মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কেবল সামান্যসত্তা (Mere Universal) অস্বীকার করলেও বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তবে তার স্বরূপ যেমন বস্তুবাদের মতো নয়, তেমনই আবার নামবাদের মতোও নয়। বস্তুবাদ যেখানে

সমজাতীয় বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন সামান্যসত্তা স্বীকার করেন, আবার অন্যদিকে নামবাদ যেখানে সামান্যের বস্তুগতমূল্য অস্বীকার করে কেবল সাদৃশ্যযুক্ত বিশেষ সত্তা স্বীকার করেন, সেখানে স্টাউট বিশেষ সামান্য (Particular Universals) স্বীকার করে দেখান যে, বস্তুবাদ স্বীকৃত কেবল সামান্যসত্তা যেমন গ্রহণীয় নয়, তেমনই নামবাদ বর্ণিত কেবল বিশেষসত্তাও স্বীকৃত হতে পারে না, সামান্য মানেই বিশেষিত সামান্য বা বিশেষ সামান্য। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'এক নম্বর বিলিয়াড বল গোলাকার ও মসৃণ' এবং 'দুই নম্বর বিলিয়াড বল গোলাকার ও মসৃণ' তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বল গোলাকার ও মসৃণ অর্থাৎ তারা স্বভাবতই যে গুণবিশিষ্ট তা বলার অবকাশ না রাখলেও, সেই গুণ যে প্রতিটি বিশেষের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তা বলাই বাহুল্য। কেননা, প্রথম ক্ষেত্রের গোলাকার ও মসৃণ ধর্ম স্থান-কাল ও সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট দ্বিতীয় বলের গোলাকার ও মসৃণ ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু তারা যে, গুণবিশিষ্ট সেটিও অস্বীকার করা যায় না। কেননা, তারা বিশেষের বিশিষ্ট্যের থেকে আলাদা, বিশেষ মূর্ত কিন্তু গুণ বা সম্বন্ধরূপ সামান্যসত্তা বিমূর্ত। সেই কারণে তিনি বিশেষকে মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars) এবং সামান্যসত্তাকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বলেন।

তবে তিনি কোন শ্রেণীর বিভাজ্য একক-কে (Distributive Unity of a Class) অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বতসত্তা বলেন।[1] যেমন- যেকোনো (Any), সকল (All), কোন কোন (Some) প্রভৃতি। তিনি মনে করেন যে, এই সকল বিভাজ্য একক-কে কোন একটি ক্ষেত্রের বিশেষের (Particular) সঙ্গে একান্ত বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ এমনটি বলা যায় না। এগুলি স্থান-কালভেদে সকল বিশেষকে বোঝায়। কিন্তু এরূপ সত্তাকে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ বিশেষ অতিবর্তীসত্তা বললে তাদের সম্বন্ধ প্রকাশ যে বিভ্রান্তিকর হয় তা পূর্বে তথাকথিত বস্তুবাদের বস্তুগত মূল্যযুক্ত সামান্যসত্তার সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ প্রকাশ করতে গিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও উক্ত মূল্যায়নের শেষ অংশে এরূপ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

আবার অন্য ট্রোপতাত্ত্বিক ডি. সি. উইলিয়ামস্-এর মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি বিমূর্ত বিশেষ এবং মূর্ত বিশেষের বিস্তর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আসলে কোন বিশেষকে আমরা মূর্ত বলতে পারি এই কারণে যে, সেখানে অনেক গুণ একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ মূর্তবস্তু গুণের সমাহার। যেমন- কেবল আকার যতটা মূর্ত তার থেকে অনেক বেশি মূর্ত হলো আকার ও রঙের একত্রিত রূপ। আবার আকার ও রঙের একত্রিত বস্তু যতটা মূর্ত তার থেকে অনেক বেশি মূর্ত রূপ হলো আকার রঙ

[1]G. F. Stout, "The Nature of Universals and Propositions," *Annual Philosophical Lecture, Henriette Hertz Trust,* (December 14, 1921), 3.

ও কাঠিন্যযুক্ত বস্তু। এভাবে বিশেষ বিশেষ বস্তুর গঠনগত ব্যাখ্যা প্রদান করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি বিশেষ বস্তুর নানা গুণের সমাহারে বস্তুজগৎ গঠিত এবং উক্ত বস্তুজগতকে বর্ণনা করার জন্য নানা ভাষা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো উক্ত গুণ কি অভিন্ন না ভিন্ন ভিন্ন? যেমন- লাল গুণ কি সবক্ষেত্রে অভিন্ন নাকি ভিন্ন ভিন্ন? কেননা, আমরা কোন বস্তুর প্রেক্ষিতে যে লাল আভা লক্ষ্য করি অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে হয়তো তার তুলনায় হালকা অথবা গাড়ো লাল আভা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া প্রতিক্ষেত্রে গুণ যদি অভিন্ন হয় তাহলে তা দিয়ে গঠিত বস্তুও অভিন্ন হবে। কিন্তু বস্তুজগতে পরস্পর অভিন্ন বস্তু স্থান-কাল ও সংখ্যাগতভেদের কারণে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা যেহেতু প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বস্তু অমুক ধর্মবিশিষ্ট সেহেতু বলতেই হয় যে, প্রতিটি গুণ পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু সব গুণ যদি পরস্পর ভিন্ন হয় তাহলে তা দিয়ে গঠিত জগৎ পরস্পর সম্বন্ধহীন বলতে হয়। কিন্তু এরূপ আকস্মিক তত্ত্ব দ্বারা নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহমান জগতের যেমন যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় না বলে মনে হয় তেমনই জাগতিক সাধারণ আকার আছে বা থাকতে পারে এরূপ না বলে, জগৎ ক্ষণিক আকস্মিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন গুণের সমাহার বলতে হয়।

আবার অন্য ট্রোপতাত্ত্বিক কেইথ ক্যাম্পবেল- এর মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কোনো সম্ভাব্য ট্রোপ (Possible Tropes) স্বীকার করেন

না।[2] কেননা ডি. সি. উইলিয়ামস্-এর মতে আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন কোন ট্রোপ সম্ভাব্য ধর্মীও হতে পারে। যেমন- আকাশ হলো সম্ভাব্য ট্রোপ। যার বস্তুগত মূল্য না থাকলেও বিমূর্ত আকারের সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয়। আবার আকাশে অবস্থিত বে-নি-আ-স-হ-ক-লা হলো বিমূর্ত বিশেষ। কিন্তু ক্যাম্পবেল-এর মতে ট্রোপ সম্ভাব্য নয় বরং বাস্তব। কেননা সম্ভাব্য ট্রোপ স্বীকার করলে এমন অর্থপূর্ণ সত্তা স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না যা অলীক, যেমন- পক্ষীরাজ ঘোড়া। এখানে ট্রোপ হলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ। যেমন- কোন একটি আমকে যখন আমরা সবুজ বলি তখন উক্ত আম হলো মূর্তবিশেষ এবং সবুজ হলো উক্ত বিশেষ আমের বিমূর্ত ধর্ম। আর সমগ্রটা হলো সবুজ রঙের আম বা একটি বিশেষ ট্রোপ। কিন্তু এক্ষেত্রেও আপত্তি ওঠে যে, যদি প্রতিটি ট্রোপ বাস্তব ও পরস্পর স্বতন্ত্র হয় তাহলে জাগতিক সমগ্র গতি ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তার নিরসন কিভাবে হতে পারে সেটি আমরা আর্মস্ট্রং-এর বস্তুস্থিতিতত্ত্বে লক্ষ্য করি। এখন পূর্বে উল্লেখিত প্রতিটি সমস্যার যথার্থ উত্তর বস্তুস্থিতিতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে এবং নিজ অভিমত প্রদান করার চেষ্টা করা হবে।

---

[2]['... dissociated tropes be possible (capable of independent existence), not that they be actual. So the possibility of a Cheshire cat face, as areas of colour, or a massless, inert, impenetrable zone as a solidify trope, or free floating sounds and smells, are sufficient to carry the point. (Campbell, *The Metaphysics of Abstract Particulars*, 479)]

বস্তুস্থিতিতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, সামান্য এবং বিশেষকে পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকার না করে বরং পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বস্তুস্থিতি বলা হয়। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'আম হয় মিষ্টি' তখন উক্ত 'আম' এবং 'মিষ্টত্ব'-স্বাদ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। 'মিষ্টত্ব'-স্বাদ যেমন বিশেষ 'আম' থেকে স্বতন্ত্র নয় তেমনই বিশেষ 'আম'-ও মিষ্টত্ব-স্বাদ থেকে স্বতন্ত্র নয় বরং তারা একত্রে মিষ্টত্ব স্বাদবিশিষ্ট আমের বস্তুস্থিতি। কিন্তু যদি এমন উদাহরণ গ্রহণ করি যে, 'পক্ষীরাজ ঘোড়া হয় লম্বা' তখন এটি এই কারণে স্বীকৃত নয় যে, তা কোন বস্তুস্থিতি হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা বস্তুস্থিতিতে কোন বস্তু এবং তার ধর্ম পরস্পর অবিচছেদ্যভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ তার যেমন বস্তুগতমূল্য থাকতে হবে তেমনই তা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় হতে হবে। কিন্তু পক্ষীরাজ ঘোড়া কোন অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত বিষয় না হওয়ায় বস্তুগতমূল্য থাকতে পারে না। এভাবে তিনি যেমন অতিবর্তী বস্তুবাদ খণ্ডন করেন, তেমনই বস্তুবাদের অন্যতম দাবি- সামান্যের বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগতমূল্য থাকাকে অস্বীকার করেন।

আবার অন্যদিকে নামবাদীদের মত এই কারণে স্বীকৃত হতে পারেনা যে, সেখানে কেবল বিশেষসত্তা স্বীকার করা হলেও সামান্যসত্তা অস্বীকার করে সামান্যকে মনুষ্যসৃষ্ট শ্রেণীবাচক নামমাত্র বলা হয়। কিন্তু বস্তুস্থিতিতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, নামবাদের ন্যায় কেবল বিশেষ যেমন স্বীকৃত নয়, তেমনই অতিবর্তী বস্তুবাদের ন্যায় কেবল সামান্যধর্মও স্বীকৃত নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই

দেখিয়েছি যে, কেবল সামান্যসত্তা স্বীকার করলে বিশেষসত্তা অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তা ঠিক নয় এই কারণে যে, আমরা সামান্যসত্তাকে সমজাতীয় বিশেষের সাধারণ ধর্ম হিসেবেই প্রকাশ করি। আর এরূপ বস্তুবাদ মানলে সেই বিশেষ আর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে না এবং কেবল সামান্যসত্তা অধিক প্রাধান্য পায়। আবার অন্যদিকে নামবাদ গ্রহণ করে কেবল বিশেষকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করলে জাগতিক প্রতিটি বস্তুকে যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলতে হয়, তেমনই কোনো জাগতিক সাধারণ আকার নেই এমনটিই যেন স্বীকার করতে হয়। কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার জগতে আমরা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যময় বস্তুই পাই বা পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জাগতিক প্রতিটি বস্তু একে অপরের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। আর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ পরস্পর বিশেষের মধ্যে কোনো অভিন্নরূপ সামান্যসত্তা থাকতে পারে না। তাছাড়া আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বৈসাদৃশ্য বা নঞর্থক ধারণার মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই যা সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে। সেই কারণে বলতে হয় যে, সদর্থক ধারণাই সামান্যসত্তা হওয়ার যোগ্য এই কারণে যে, তার এমন কার্য-কারণ শক্তি আছে যা অভিন্ন সামান্যসত্তা গঠন করতে পারে। আবার শ্রেণীর শ্রেণী বা উচ্চতর শ্রেণীর ধারণার ব্যাখ্যা আমরা নামবাদে পাই না। কিন্তু বস্তুস্থিতিতত্ত্বে আমরা সেটি সহজেই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্থিতি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। সেই কারণে বস্তুবাদ ও নামবাদ কোনোটিকেই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা যায় না বলে মনে হয়েছে। কিন্তু উক্ত দুটি মত পর্যালোচনা করে এটি পাওয়া যায় যে, জগতে

যেমন বিশেষ বিশেষ বস্তু আছে তেমনই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় অর্থাৎ তাদের একটি সাধারণ আকারও স্বীকৃত। আর বস্তুস্থিতিতত্ত্বে এটি পাই যে, এরূপ আকার সমন্বিত উপাদান মিলে হয় বস্তুস্থিতি।

আবার অন্যদিকে ট্রোপতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য করি যে, সেখানে উপরিউক্ত বস্তুবাদ ও নামবাদের দোষ নিরসন করে সামান্য ও বিশেষকে একত্রে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধকে বিশেষ বিশেষ ট্রোপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে সেটি স্বীকার করলে হয়তো সামান্য এবং বিশেষকে সম্বন্ধযুক্তভাবে একত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হলো জগতকে তাহলে খন্ড খন্ড বিশেষ সমন্বিত ট্রোপ বলতে হয়। কিন্তু জাগতিক ঐক্যবদ্ধতা, একরূপতার কোন যথার্থ ব্যাখ্যা যেমন প্রদান করা সম্ভব হয় না, তেমনই জাগতিক সাধারণ আকারকে নিছক আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয়। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি বলি যে, এটিই হলো বস্তুস্থিতি যে, সেখানে কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা যেমন জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তেমনই প্রাকৃতিক একরূপতার নিয়ম দ্বারা ও বস্তুর নিজ স্বভাবের দ্বারা এক অদ্ভুত শৃঙ্খলে জগৎ যেমন প্রবাহিত হয়, তেমনই নানা উপাদানগত বিভেদের মধ্যেও আকারগত একরূপতা পরিলক্ষিত হয়। আর এই সবটাই হলো এক একটি বস্তুস্থিতি, যা অভিজ্ঞতালব্ধ ও পরতঃসাধ্য। বস্তুস্থিতিতত্ত্বে সেই কারণে জগৎ প্রবাহকে যেমন আকস্মিক বলা হয় না, তেমনই অতি-জাগতিক সত্তা দ্বারা বস্তুজগৎ চালিত হয় সেটিও মান্যতা দেওয়া হয় না। সেই কারণেই বলা সম্ভব

হয় যে, এই ভৌতজগৎ ভিন্ন কোনো জগৎ যেমন নেই, তেমনই কেবল ভৌতবিদ্যা দ্বারাই জাগতিক সমগ্রতার অর্থাৎ সামান্য সমন্বিত বিশেষ বস্তুস্থিতির ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

উপরিউক্ত সকল মত পর্যালোচনা করে ডি. এম. আর্মস্ট্রং-এর বস্তুস্থিতিতত্ত্ব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কেননা, উক্ত মতবাদে আধিবিদ্যক সামান্যসত্তার ব্যাখ্যা কোনরূপ রহস্যময় অতিবর্তীসত্তা স্বীকৃতি ছাড়াই যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পূর্বোক্ত মতবাদগুলির সকল দোষ নিরসন করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটি এমন প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, অতিসাধারণ জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তি থেকে দার্শনিক প্রজ্ঞা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তা যুক্তিপূর্ণভাবে অনুধাবণ করতে পারবেন বলে মনে হয়।

যদিও উক্ত বস্তুস্থিতিতত্ত্বকে আমার সার্বিকভাবে ত্রুটিমুক্ত মনে হয়নি। কেননা, আমি পূর্বেই এই আপত্তি উত্থাপন করেছি যে, দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভৌতজগতে আমরা পরস্পর স্বতন্ত্র কিন্তু সাদৃশ্যপূর্ণ গুণ বা সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুই কেবল লক্ষ্য করি, কিন্তু সেখানে গুণ বা সম্বন্ধকে কীভাবে অভিন্ন সামান্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করা সম্ভব? কেননা, অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান সর্বদা সম্ভাব্য হয়, সেখানে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে আমরা কখনোই সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারিনা। কিন্তু সামান্য সংক্রান্ত জ্ঞান বা জাগতিক সাধারণ আকার সম্পর্কীত জ্ঞান সম্ভাব্য হতে পারে না, তা সুনিশ্চিত বলে অনেকে মনে করেন।

তাহলে কেবল ভৌত অভিজ্ঞতা দ্বারা কীভাবে এরূপ জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব? আবার উক্ত সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জনকারী ইন্দ্রিয়ের অধিকারী মানুষ কি নিশ্চিত জাগতিক সাধারণ আকারের জ্ঞান অর্জন করতে পারে? কেননা, সসীম মানুষের দ্বারা অসীম জগৎ ও জাগতিক সাধারণ আকারের বর্ণনা দেওয়া কীভাবে সম্ভব? অন্যভাবে আপত্তি করে বলা যায় যে, এরূপ জাগতিক সাধারণ আকার কখনই কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হতে পারে না। কেননা, আমাদের অভিজ্ঞতায় জাগতিক সাদৃশ্যের তুলনায় বরং বৈসাদৃশ্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবার অভিজ্ঞতালব্ধ পরতঃসাধ্য জ্ঞান সম্ভাব্য হয়, সেখানে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। তাছাড়া জাগতিক সাধারণ আকার যেমন খণ্ডনযোগ্য নয় তেমনই আমাদের জানা বা না জানার উপরে তা নির্ভরশীল নয় বলেই মনে হয়। কেননা, আমাদের প্রাকৃতিক সাধারণ আকারগত দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, প্রকৃতি আংশিক পরিবর্তনশীল হলেও তা মানুষের জানা বা না জানার উপর নির্ভরশীল নয় বরং প্রকৃতি স্বয়ং বিদ্যমান, মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বা প্রকৃতি থেকে মানুষ নামক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব অবলুপ্ত হলেও প্রকৃতি শেষ হবে না। সুতরাং অসীম প্রকৃতির সাধারণ আকারের জ্ঞান তার আশ্রয়ে থাকা মানব শ্রেণীর দ্বারা কীভাবে অর্জন করা সম্ভব?

আমরা পূর্ববর্তী বস্তুবাদী রাসেলকে অনুসরণ করে বলতে পারি যে, এই জগৎ হল একমাত্র জগৎ। আর এই ভৌতজগতের একটি সাধারণ আকার আছে, সেটি হলো জাগতিক প্রতিটি বস্তু কোন না কোন গুণ বা ধর্মবিশিষ্ট এবং

প্রতিটি বস্তু একে অপরের সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ। আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞান অভিজ্ঞতায় পেলেও উক্ত সাধারণ আকারের জ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ। এমনটি আমরা বস্তুবাদে লক্ষ্য করি। কিন্তু সেখানে সামান্যসত্তাকে মন-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু আমরা সামান্যসত্তা বা সাধারণ আকার যাই বলিনা কেন তা জ্ঞানগতভাবে প্রমাণিত হওয়া এবং তার বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগতমূল্য থাকা এক বিষয় নয়। কেননা, বিশেষকে আমরা যেমন জ্ঞানগতভাবে জানতে পারি, তেমনই তা যেভাবে অভিজ্ঞতায় নির্দেশকমূল্য হিসেবে পাই, সামান্যসত্তাকে আমরা সেভাবে নির্দেশকমূল্য আকারে না পাওয়ায় বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগতভাবে অস্তিত্বশীল কি না সে বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা জ্ঞানগতভাবে সেটি এই কারণে স্বীকার করি যে, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটি বিশেষ পরস্পর স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। কেননা, আমরা সেটি কেবল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে জানছি। কিন্তু উক্ত অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত উপাদানের উপর যদি বুদ্ধি প্রয়োগ করি তাহলে দেখবো যে, প্রতিটি বস্তু কোন না কোন গুণ ও সম্বন্ধযুক্ত। আর গুণ বা সম্বন্ধ একতার নিদর্শন। যদিও জ্ঞানগতভাবে আমরা জানতে পারি যে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণ বিশেষ বিশেষ। কিন্তু গুণ বা সম্বন্ধ জ্ঞানগতভাবে নেই এমনটি বলতে পারি না। যদিও উক্ত একতার বিশেষের ন্যায় কোন বস্তুগতসত্তা আছে কি নেই বা কোনো অতিবর্তী রহস্যময় সত্তার কারণে বস্তু গুণ বা সম্বন্ধযুক্ত কি না সেই বিষয়েও নীরব থাকাই শ্রেয়। কেননা, বস্তুগতভাবে কোনকিছুকে পাওয়া এবং তার জ্ঞান হওয়া যে বিষয়

(যেমন - বিশেষ বিশেষ বস্তুকে আমরা অভিজ্ঞতায় পাই এবং তার জ্ঞান হিসেবে আমরা জানতে পারি তারা পরস্পর পরিবর্তনশীল) আর তার উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করে জানা এক বিষয় নয় (যেমন- পরিবর্তনশীল বিশেষের উপর জ্ঞান প্রয়োগ করে আমরা জানতে পারি যে, বিশেষ পরিবর্তনশীল হলেও তার একটি সাধারণ আকার আছে। কিন্তু সেই আকার বিশেষের মতো বস্তুগতভাবে আছে কি না তা নিশ্চিত করে বলতে না পারায়- সেই বিষয়ে নীরব থাকায় শ্রেয়)। কিন্তু তথাকথিত বস্তুবাদীগন নীরব না থেকে বরং বলেছেন যে, বিশেষের ন্যায় তার সাধারণ আকার বস্তুগতভাবে অস্তিত্বশীল। আবার অন্যদিকে নামবাদে বলা হয়েছে যে, বিশেষ অতিরিক্ত কোন সত্তা নেই বা থাকতে পারে না। অর্থাৎ তাঁরাও নীরব থাকলেন না। আবার ট্রোপতত্ত্বে বিশেষকে যেমন বিশেষ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তেমনই সাধারণ ধর্মকেও এক ধরণের বিশেষ সাধারণসত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আবার বস্তুস্থিতিতত্ত্বে বিশেষের ন্যায় সাধারণ ধর্মকে অভিজ্ঞতালব্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে, বিশেষকে আমরা যেমন নির্দেশকভাবে পাই, তাই তার নির্দেশকমূল্য ও জ্ঞানগত মূল্য উভয় আছে একথা বলতে হয়; কিন্তু সাধারণ সত্তার কেবল বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানগত মূল্য আছে।

এপ্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, বিশ্বাস এবং জ্ঞান সর্বদা অভিন্ন নাও হতে পারে। যদিও প্লেটো দাবী করেন যে, সামান্যসত্তা বা সাধারণ আকার আছে ধারণার জগতে এবং তার সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর, যেটি বিশ্বাসের বিষয়। সুতরাং বিশ্বাসের বিষয় হিসেবে থাকা এবং জ্ঞানগতভাবে পাওয়া যেমন এক বিষয় নয়,

তেমনই তার বস্তুগতমূল্য থাকাও এক বিষয় নয়। যদিও তাঁর মতে সামান্য যেমন বস্তুগতভাবে আছে তেমনই তা ঈশ্বর সৃষ্ট। আবার সেটি জ্ঞানগতভাবেও পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে উক্ত তত্ত্বটি যেমন জ্ঞানগত, তেমনই অতিবর্তী রহস্যমণ্ডিত।

সুতরাং কেবল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেমন সামান্যের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনই কেবল বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সামান্যের ব্যাখ্যা দিলে সেরূপ সামান্যসত্তা বিশেষ বহির্ভূত হওয়ায় অলীক সত্তাকেও স্বীকার করতে হয়। আবার কেবল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এটিও বলা ঠিক নয় যে, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু আছে, আর তা বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধযুক্ত। সেটি বললে কী সমস্যা হয় তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সেহেতু বলা যায় যে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর যেমন নির্দেশক মূল্য আছে, তেমনই তা আমরা অভিজ্ঞতায় পাই। আর তার সাধারণ আকার আমরা বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারি। কিন্তু বুদ্ধিপ্রাপ্ত সামান্যসত্তা অভিন্ন হতে পারে না। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ স্বীকৃত। কেননা, বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণগত ও সম্বন্ধগত অনন্যতা (Uniqueness) আমাদের যেমন স্বীকার করতে হয়, তেমনই তা বিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে গণ্য করতে হয়। আর সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাহলে প্রতিটি বস্তু এক একটি স্বতন্ত্র গুণ বা সম্বন্ধযুক্ত বস্তুতে পরিণত হয় এবং জাগতিক শৃঙ্খলের ব্যাখ্যা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু এর উত্তরে বলতে হয়

যে, জাগতিক বস্তু বা জগৎ স্বতঃই শৃঙ্খলবদ্ধ, এটি জগতের নিজস্ব স্বভাব এবং সেটিও জ্ঞানগত বলে মনে হয়।

# গ্রন্থপঞ্জী


- Ackrill, J. L. *Aristotle, Categories and De Interpretatione*. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Armstrong, David Malet. "Infinite Regress Arguments and the Problem of Universals." *Australasian Journal of Philosophy* 52, no. 3 (1974): 191-201.
- Armstrong, David Malet. "Naturalism, Materialism and First Philosophy." *Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel* 8, no. 2-3 (1978): 261-276.
- Armstrong, David Malet. "Towards a Theory of Properties: Work in Progress on the Problem of

Universals.” *The Journal of the Royal Institute of Philosophy* 50, no. 192 (1975): 145-155.

❖ Armstrong, David Malet. *A Combinatorial Theory of Possibility*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

❖ Armstrong, David Malet. *A Theory of Universals: Universals and Scientific Realism.* Vol. II, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

❖ Armstrong, David Malet. *A World of States of Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

❖ Armstrong, David Malet. *Nominalism and Realism: Universals and Scientific Realism*. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

❖ Armstrong, David Malet. *Truth and Truthmakers*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

❖ Armstrong, David Malet. *Universals: An Opinionated Introduction. London.* Colorado: Westview Press, 1989.

❖ Armstrong, David Malet. *What is Laws of Nature?.* Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

❖ Berkeley, George. *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge*. Philadelphia: j.b. Lippincott & co., 1874.

❖ Bodnar, Istvan. "Aristotle's Natural Philosophy." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. January 8, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-natphil/. (accessed December 29, 2022).

❖ Bradley, F.H. *Appearance and Reality*. Franklin Classics, 2018.

❖ Campbell, Keith. *Abstract Particulars*. Cambridge: Basil Blackwell, 1990.

❖ Campbell, Keith. *The Metaphysic of Abstract Particulars*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

❖ Chakraborti, S. *Realism and its alternatives.* Kolkata: Papyrus, 2000.

❖ Copleston, F. *A History of Philosophy*. (I, IV, V, & VII), London: Continuum Publishers, 1946-1974.

❖ Cornford, Francis Macdonald. *The Republic of Plato.* Oxford: Clarendon Press, 1944.

❖ Curtis, David. *Properties, Proper Parts and Resemblance*. Canada: Dalhousie University, 1998.

❖ DI Bella, Stefano and M. Schmaltz Tad. ed. *The Problem of Universals in Early Modern Philosophy*. Kindle Edition, Oxford: Oxford University Press, 2017.

❖ Dummett, Micheal. *Frege: Philosophy of Language*, Cambridge: Harvard University Press, 1981.

❖ E. Brower, Jeffrey and Guilfoy, Kelvin. eds., *The Cambridge Companion to Abelard*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

❖ Falcon, Andrea. "Aristotle on Causality." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. March 7, 2019, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle causality/#FouCau. (accessed December 29, 2022).

❖ Galluzzo, Gabriele. Loux, Michael J. *The Problem of Universals in Contemporary Philosophy*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

❖ Guilfoy, Kevin. “Peter Abelard (1079—1142).” *Internet Encyclopedia of philosophy.* https://iep.utm.edu/abelard/. (accessed December 29, 2022).

❖ Gupta, Chanda. *Realism versus Realism*. Kolkata: Allied, 1995.

❖ Hamlyn, D.W. *Metaphysics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

❖ Inwagen, Peter van. Sullivan, Meghan. “Metaphysics.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. October 31, 2014, https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/#WorMetConMet. (accessed December 28, 2022).

❖ Jackson, Frank. “Statements about Universals.” *Mind* 86, no. 343 (1977): 427-429.

❖ Jowett, Benjamin. *Plato Complete Works*. Create Space Independent Publishing Platform, 2015.

❖ Kim, Hee- Jeong. *On Trope Theory.* Graduate College. The University of Iowa, UMI: Bell & Howell Information and Learning Company, 2000.

❖ Kripke, Saul. *Naming and Necessity*. Cambridge: Harvard University Press, 1981.

❖ Lewis, David. "Against Structural Universals." *Australasian Journal of Philosophy* 64, no. 1 (1986): 25-46.

❖ Lewis, David. "New Work for the Theory of Universals." *Australasian Journal of Philosophy* 61, no. 4 (1983): 343-377.

❖ Look, Brandon C. "Gottfried Wilhelm Leibniz." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. July 24, 2013,

https://plato.stanford.edu/entries/leibniz/#MetLeiIde. (accessed December 28, 2022).

❖ Loux, Michael J. ed. *Metaphysics: Contemporary Readings.* London: Routledge, 2008.

❖ Loux, Michael J. *Metaphysics: A Contemporary introduction*. London: Routledge, 2006.

❖ Loux, Michael J. *Substance and Attribute: A Study in Ontology*. Holland: D. Reidel Publishing Company, 1978.

❖ Loux, Michael J. *Universals and Particulars: Readings in Ontology*. New York: Anchor Books Doubleday & Company, 1970.

❖ Lowe, E. J. 'Substance', *An Encyclopedia of philosophy*. London: Routledge, 1996.

❖ Martin, C. B. “Substance Substantiated.” *Australasian Journal of Philosophy* 58, no 1, (1980): 3-10.

❖ Martin, Cristopher. *Returning to Independent Universals*. USA: Michigan State University, 2002.

❖ Maurin, Anna-Sofia. “The Nature of Tropes.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. June 11, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/tropes/. (accessed December 30, 2022).

❖ Maurin, Anna-Sofia. “Tropes.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. June 11, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/tropes/. (accessed December 30, 2022).

❖ McDaniel, Kris. “Tropes and Ordinary Physical Objects.” *Philosophical Studies* 104, no. 3 (2001): 269-290.

❖ Mondal, Samar Kumar. *What am I? Strawson’s Concept of a Person.* New Delhi: Abhijit Publications, 2012.

❖ Moore, G. E., Stout G. F. and Hicks, G. Dawes, “Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?” *Aristotelian Society Supplementary* 3, no. 1 (1923), 95-128.

❖ Moreland, J. P. “Keith Campbell and The Trope View of Predication.” *Australasian Journal of Philosophy* 67, no. 4 (1989): 379-393.

❖ Moreland, J. P. *Naturalism and the ontological status of properties, Naturalism: A critical analysis.* London: Routledge, 2000.

❖ Moreland, J. P. *Universals, Qualities and Quality Instances: A Defense of Realism.* Lanham: University Press of America, 1985.

❖ Moreland, J. P. *Universals.* Montreal & Kingston: McGill- Queen's University Press, 2001.

❖ Mumford, Stephen. *Russell on Metaphysics.* London: Routledge, 2013.

❖ Pap, Arthur. "Nominalism, Empiricism and Universals I." *The Philosophical Quarterly* 9, no. 37 (1959): 330-340.

❖ Pap, Arthur. “Nominalism, Empiricism and Universals II.” *The Philosophical Quarterly* 10, no. 38 (1960): 44-60.

❖ Quine, W. V. O. “On What There Is.” *The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly* 2, no. 5 (1948): 21-38.

❖ Quine, W. V. O. *Word and Object*. Cambridge: Technology Press of the Massachusetts Institute, 1960.

❖ Russell, B. “On Denoting.” *Mind* 14, no. 56 (1905): 479-493.

❖ Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy*. London: Routledge Classics, 2016.

❖ Russell, Bertrand. *The Problems of Philosophy*. London: Williams & Norgate, 1912.

❖ Sen, Sushanta. *A Study Of Universals*. West Bengal: Research Publications Committee, Visva-Bharati, December, 1978.

❖ Smith, K., N. *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*. London: Macmillan, 1929.

❖ Stace, W.T. *A Critical History of Greek Philosophy*. London: MacMillan and St. Martine's, 1967.

❖ Stout, G. F. *The Nature of Universals and Propositions.* Oxford: Oxford University Press, 1921.

❖ Strawson, P. F. *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics.* North Yorkshire: Methuen, 1957.

❖ Tancred, Huge Lawson. *Aristotle: The Metaphysics*. London: Penguin Books, 2004.

❖ Taylor, Richard. *Metaphysics.* London: Pearson, 1991.

❖ Thilly, Frank. *A History of Philosophy*. New York: Henry Holt And Company, 1924.

❖ Tooley, Michael. *The Nature of Properties: Nominalism, Realism and Trope Theory.* New York & London: Garland Publishing, 1999.

❖ Tooley, Micheal. ed. *Analytical Metaphysics.* New York & London: Garland Publishing, 1999.

❖ Tooley, Micheal. ed. *Nominalism, Realism and Trope Theory*. New York & London: Garland Publishing, 1999.

❖ Williams, Donald C. "Necessary Facts." *The Review of Metaphysics* 16, no. 4 (1963): 601-626.

❖ Williams, Donald C. “On the Elements of Being: I.” *The Review of Metaphysics* 7, no. 2 (1953): 171-192.

❖ Williams, Donald C. “Universals and Existents.” *Australasian Journal of Philosophy* 64, no. 1 (1986): 1-14.

❖ Wolterstorff, N. *On Universals: An Essay in Ontology*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1970.

❖ Zabeeh, F. *Universals: A New Look At an Old Problem*. Netherlands: The Hague/ Martinus Nijhoff, 1966.

---